

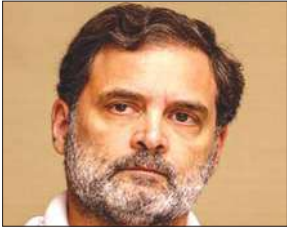
‘হামলা হলেই পাল্টা মার’, কমান্ডারদের ‘পূর্ণ স্বাধীনতা’ সেনাপ্রধানের



নয়াদিল্লি, ১১ মেঃ যুদ্ধবিরতির পরও সীমান্তের ওপার থেকে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশন বা ডিজিএমও তার আগে সেনাপ্রধান স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, ‘ওপার থেকে কোনওরকম হামলা হলে তক্ষণা বেন পাল্টা মার দেয়া সেনা’। গত চার দিন ধরে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ চলার পর শনিবার সন্ধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হয়েছে সংঘর্ষবিরতি। যদিও তারপরেও পাকিস্তানের ওপার থেকে ভারতের দিকে ধোঁয়ে এসেছে গুলি ও মর্টার। এই পরিস্থিতিতে রবিবার নিরাপত্তা পর্যালোচনায় পশ্চিম সোমান্তের সেনা কমান্ডারদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিল সেনাপ্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদী। সেই বৈঠকে যুদ্ধবিরতির বিষয়ে কমান্ডারদের অবগত করার পাশাপাশি সেনাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেন তিনি। জানিয়ে দেন পাকিস্তান যদি কোনও রকমভাবে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে তবে এপার থেকেও যেন উচিত শিক্ষা দেওয়া হয় পাক সেনাকে। এই ইস্যুতে সেনাবাহিনীর তরফে এক্স হ্যান্ডেলে একটি বিবৃতিও প্রকাশ্যে আসে। যেখানে লেখা হয়েছে, সংঘর্ষবিরতির মধ্যেও ১০-১১ মে আকাশসীমা লঙ্ঘন করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিম সীমান্তের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক করেন সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। ১০ মে দুই দেশের ডিজিএমও-এর আলোচনায় যে সমঝোতা হয়েছে তা কোনওভাবে লঙ্ঘন হলে পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সেনা কমান্ডারদের পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এদিকে যুদ্ধবিরতির পর আগামী ১২ মে দুপুর ১২টায় বৈঠকে বসতে চলেছে ভারত ও পাকিস্তানের ডিজিএমও। অনুমান করা হচ্ছে, এই বৈঠকে উঠে আসতে পারে কাশ্মীর সমস্যার বিষয়। পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ জানিয়েছেন, মূলত তিনটি বিষয় নিয়ে ভারতের সঙ্গে আলোচনায় বসতে পারেন পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা। সেখানে সিন্ধু জলচুক্তি এবং সন্ত্রাসবাদ দমনের প্রসঙ্গের পাশাপাশি কাশ্মীর সমস্যা নিয়েও আলোচনার সম্ভাবনা রয়েছে বলে দাবি পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রীরা। তবে ভারতের তরফে আলোচনার বিষয়বস্তু নিয়ে এখনও কোনও মন্তব্য প্রকাশ্যে আসেনি। এদিকে, সীমান্তে উত্তেজনার মধ্যেই রাজধানীতে সশস্ত্র বাহিনীর শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিশনিবার বিকাল ৫টায় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষবিরতি ঘোষণা করে আমেরিকা। কিছু পরে দুদেশের বিদেশমন্ত্রকের তরফেও বিবৃতি দিয়ে যুদ্ধবিরতির কথা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু তিন ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই সীমান্তে ফের নির্লজ্জের মতো গুলিবর্ষণ শুরু করে পাক সেনা। এমনকী জম্মু ও কাশ্মীরের একাধিক জায়গায় ড্রোন হামলাও করা হয়। যার যোগ্য ধর্য ভারতও। কিন্তু সেই হামলার কথা বোমালু অস্বীকার করে নির্লজ্জ পাকিস্তানের দাবি, ভারতীয় সেনাই সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন করেছে।

সংঘর্ষবিরতির ব্যাখ্যা চেয়ে মোদিকে চিঠি রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১১ মেঃ যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সরকারের পাশে ছিল গোটা বিরোধী শিবির। কেন্দ্রের কোনও পদক্ষেপ নিয়ে সেভাবে কোনও প্রশ্ন তোলেনি বিরোধীরা। কিন্তু সংঘর্ষবিরতি শুরু হলেই একের পর এক প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। সরকারকে প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড় করানো শুরু করেছে বিরোধীরা। পহেলগাঁও হামলার পর কী কী হল, কেন যুদ্ধবিরতি? সবকিছুর ব্যাখ্যা দিতে সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকুক কেন্দ্র, প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। দিন কয়েকের উত্তেজনার পর আমরকা সংঘর্ষবিরতি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাবি অনুযায়ী, আমেরিকার মধ্যস্থতায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ থামাতে রাজি হয়েছে ভারত। বিদেশমন্ত্রকও



বক্তব্য, পহেলগাঁওয়ের সন্ত্রাস, অপারেশন সিঁদুর এবং সংঘর্ষবিরতি সম্পর্ক জনপ্রতিনিধিদের সব তথ্য জানানো জরুরি। তাই আমি সম্মিলিত বিরোধীদের পক্ষ থেকে আরও একবার আপনাদের সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকার আর্জি জানাচ্ছি। আমার বিশ্বাস প্রধানমন্ত্রী আমার অনুরোধ মানবেন। রাহুলের দাবি, দেশের সামনে আগামী দিনে

যে চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করে আছে, সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে দেশ যে একজোট সেটা বোঝানোর জন্য সংসদের অধিবেশনের থেকে ভালো মঞ্চ হতে পারে না। বিরোধী দলনেতা বলছেন, বিরোধী শিবির জাতীয় স্বার্থে সরকারের পাশেই আছে। কিন্তু এবার পহেলগাঁও হামলা থেকে যুদ্ধবিরতি পর্যন্ত ঘটনাবলী সম্পর্কে বিরোধীদের তথ্য দেওয়া জরুরি। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই যুদ্ধবিরতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কেন ঘোষণা করলেন, সেটা নিয়েও ঘুরিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রাহুল। বক্তৃত সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডেকে পহেলগাঁও হামলা সম্পর্কে আলোচনার দাবি বেশ কিছুদিন ধরেই জানিয়ে আসছে কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা। কিন্তু সরকার আমল যেননি। সংঘর্ষবিরতির পর সেই দাবি আরও জোরালো হল।

সংঘর্ষবিরতির পর সেনার অতন্ত্র প্রহরা, ‘জম্মু কাশ্মীরে সুন্দর সকালের সাক্ষী বাসিন্দারা

নয়াদিল্লি, ১১ মেঃ ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতি শুরু হওয়ার পরে নিশ্চিন্ত হয়েছিল কাশ্মীর। কিন্তু শনিবার রাত গড়াত্তেই নিয়ন্ত্রণেরা সংগ্রাম এলাকা ফের হামলা শুরু করে পাকিস্তান। ড্রোন-গুলির শব্দে ফের কঁপে ওঠে কাশ্মীর। তবে শনিবার রাতে গত কয়েকদিনের মতো বিভীষিকার মধ্যে পড়তে হয়নি কাশ্মীরবাসীকে। সেনার অতন্ত্র প্রহরায় নিরস্ত্র রাত কাটিয়েছে জম্মু - রাঁজৌরি - ফিরোজপুরের মতো সীমান্তবর্তী এলাকাগুলি। শনিবার দুপুরে পাকিস্তানের তরফে আর্জি জানানো হয়



যুদ্ধবিরতির জন্য। সেই আবেদনে রাজি হয় ভারত। শনিবার বিকেল পাঁচটা থেকে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি শুরু হয়। কিন্তু সওয়া আটটা থেকে ফের গুলিবর্ষণ শুরু করে পাক সেনা। সূত্রে খবর, উধমপুরে পাক ড্রোন হামলা আটককে ভারত। এছাড়াও

পাক ড্রোন উড়তে দেখা গিয়েছে গুজরাটের কচ্ছ। বিনা প্রয়োচনায় এমন হামলার পর পাকিস্তানের প্রতি ক্ষুব্ধ ভারত। পাক হামলার পর সাংবাদিক সম্মেলনে এসে বিদেশ সচিব বলেন, ডিজিএমও স্তরে হওয়া সংঘর্ষবিরতি চুক্তি ভেঙে কয়েকজন্মের মধ্যেই ভারতে হামলা

মধ্যস্থতা চাই না,কড়া বার্তা ভারতের

নয়াদিল্লি, ১১ মেঃ পাক অধিকৃত কাশ্মীর ফেরানোই লক্ষ্য। এই প্রসঙ্গে তৃতীয় কোনও পক্ষের মধ্যস্থতা মানা হবে না। পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা হতে পারে একমাত্র সন্ত্রাসবাদ নির্মূল ইস্যুতেই। রবিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জম্মু-কাশ্মীর সমস্যায় মধ্যস্থতার প্রস্তাব উড়িয়ে সাফ জানাল ভারত, এমনটাই সূত্রের খবর। শনিবার বিকেলে ডোনাল্ড ট্রাম্পই প্রথম বিশ্বকে জানিয়েছিলেন ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষবিরতির কথা। সেই ট্রাম্পই রবিবার প্রস্তাব দেন দুই দেশের সঙ্গে কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে কথা বলে সমাধান খোঁজার প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়ার। প্রসঙ্গত, বরাবরই আন্তর্জাতিক আভিমান্য ভারত জোরের সঙ্গে বলেছে কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর এই নিয়ে কোনও তৃতীয়পক্ষের হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা হবে না। এদিন আবারও কড়া সুরে নিজেস্বর অবস্থান স্পষ্ট করে দিল দিল্লি। একইসঙ্গে পাকিস্তানের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদ নির্মূল ও জঙ্গি হস্তান্তর নিয়েই শুধুমাত্র আলোচনা হতে পারে বলে জানিয়ে দিল মোদি সরকার। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, যুদ্ধবিরতি হলেও সীমান্তের ওপার থেকে হামলা হলে উচিত জবাব দেবে সেনাবাহিনী। ইতিমধ্যে সীমান্তে সেনা কমান্ডারদের ‘ স্বাধীনতা’ দিয়েছেন সেনাপ্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদী। সোমবার বৈঠকে বসতে চলেছে ভারত ও পাকিস্তানের ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশন বা ডিজিএমও। তার আগে সেনাপ্রধান স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, ‘ ওপার থেকে কোনওরকম হামলা হলে তক্ষণা বেন পাল্টা মার দেয়া সেনা’। যুদ্ধবিরতির পরও সীমান্তের ওপার থেকে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশন বা ডিজিএমও তার আগে সেনাপ্রধান স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, ‘ ওপার থেকে কোনওরকম হামলা হলে তক্ষণা বেন পাল্টা মার দেয়া সেনা’। যুদ্ধবিরতির পরও সীমান্তের ওপার থেকে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশন বা ডিজিএমও তার আগে সেনাপ্রধান স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, ‘ ওপার থেকে কোনওরকম হামলা হলে তক্ষণা বেন পাল্টা মার দেয়া সেনা’।

গুলি চললে, পাল্টা গোলাও চলবে’, সাফ বার্তা মোদির

নয়াদিল্লি, ১১ মেঃ ওরা গুলি চালালে, আমরা গোলা ছুড়ব’, মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সকে জানিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গতকাল পাকিস্তানের মিনতিতে সাড়া দিয়ে সংঘর্ষবিরতিতে রাজি হয়েছে ভারত। এই শান্তিপূর্ণ মধ্যস্থতা করে আমেরিকা। সূত্রের খবর, তখনই মোদি ভান্সকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, পাকিস্তান বয়োদপি করলে রেয়াত করবে না ভারত। পাল্টা জোরাল জবাব দেওয়া হবে। পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষবিরতি হলেও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই থামাবে না ভারত। সেই কাজ আগের মতোই চলবে। গতকালই জানিয়ে দেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। শনিবার কার্যত ইসলামাবাদের মিনতিতে সংঘর্ষবিরতিতে রাজি হয়েছে নয়াদিল্লি। আসলে গত কয়েকদিন ধরে ভারতের সঙ্গে সংঘাতে লাগাতার পিছিয়ে পড়ছিল পাকিস্তান। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, পরাজয় নিশ্চিত বুকেই সন্ধিপ্তপ্রস্তাব করে শাহবাজ শরিফ সরকার।



করে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে গুলি চালায় পাকিস্তান। জবাব দেয় ভারতও। অতএব, গত কয়েক দিনে নয়াদিল্লি স্পষ্ট করে তুলেছে, ইসলামাবাদের বয়োদপি কোনওভাবেই সহ্য করা হবে না। গতকাল মোদির সঙ্গে

ভান্সের বৈঠকের পর পাকিস্তানের সেনাপ্রধান অসিফ মুনিরের সঙ্গে এবং পরবর্তীতে বিদেশমন্ত্রী

জয়শঙ্করের সঙ্গে সংঘর্ষবিরতি নিয়ে আলোচনা করেন মার্কিন প্রতিনিধিরা। সূত্রের খবর, তখনই মোদি জানিয়ে দিয়েছিলেন, পাকিস্তানের দিক থেকে গুলি চললে, ভারত পাল্টা গোলা ছুড়বে।

জারি রয়েছে ‘অপারেশন সিঁদুর’, সংঘর্ষ বিরতির মাঝেই বিবৃতি বায়ুসেনার

নয়াদিল্লি, ১১ মেঃ সংঘর্ষবিরতির পরও সীমান্তে উত্তেজনা। চুক্তি ভেঙে হামলা বেইমান পাকিস্তানো। ফের কি কড়া পদক্ষেপের পথে হাটতে চলেছে নয়াদিল্লি? জল্পনার মধ্যেই ভারতীয় বায়ুসেনা জানিয়ে দিল অপারেশন সিঁদুর এখনও শেষ হয়নি। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই জারি আছে। এদিকে, সীমান্তে উত্তেজনার মধ্যেই রাজধানীতে সশস্ত্র বাহিনীর শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার বিকাল ৫টায় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষবিরতি ঘোষণা করে আমেরিকা। কিছু পরে দুদেশের বিদেশমন্ত্রকের তরফেও বিবৃতি দিয়ে যুদ্ধবিরতির কথা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু তিন ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই সীমান্তে ফের নির্লজ্জের মতো গুলিবর্ষণ শুরু করে পাক সেনা। এমনকী জম্মু ও কাশ্মীরের একাধিক জায়গায় ড্রোন হামলাও করা হয়। যার যোগ্য জবাব দেয় ভারতও। কিন্তু সেই হামলার



হয়নি। বায়ুসেনার তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হল, অপারেশন সিঁদুরে বায়ুসেনাকে যে যে কাজ দিচ্ছে হায়েছিল, সেগুলো আমরা সফলভাবে করেছি। একেবারে নির্দিষ্টভাবে এবং পেশাদারিত্বের সঙ্গে আমরা কর্তব্যপালন করেছি। জাতীয় স্বার্থে ওই অপারেশন চালানো হয়েছে। তবে এখনও অপারেশন চলছে। তাই ভারতীয় বায়ুসেনার অনুরোধ, কোনওরকম ভুলো খবর

বা গুজবে কান দেবেন না। যাচাই না করে যে কোনও তথ্য বিশ্বাস করবেন না। আসলে অপারেশন সিঁদুরের শুরু থেকেই ফেক নিউজ, এবং ফেক ভিডিও দিয়ে রীতিমতো অপপ্রচার চলছে সোশাল মিডিয়া এবং সংবাদমাধ্যমের একাংশে। সেটাই বন্ধ করার আর্জি জানাল সেনা। তবে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল, অপারেশন সিঁদুর যে এখনও শেষ হয়নি, সেটাও স্পষ্ট করে দেওয়া হল। এদিকে সীমান্তে যুদ্ধবিরতি এবং পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে রবিবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবনে উচ্চপাখীর বৈঠক হয়েছে। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তিন সেনার প্রধান, সেনা সর্বাধিনায়ক অনিল চৌহান, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ভোডাল, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং অন্যান্য দীর্ঘ আধিকারিকরা। তবে ওই বৈঠকে কী নিয়ে আলোচনা হয়েছে, সেটা স্পষ্ট নয়।

পুলওয়ামার নেপথ্যেও ছিল পাক সেনার মাস্টারপ্ল্যান! ‘স্বীকারোক্তি’ পাকিস্তানের

নয়াদিল্লি, ১১ মেঃ ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদকে বরাবর হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা আসছে পাকিস্তান। অন্তত গত ৬-৮ দশকে ভারতের উন্নতি, স্থিতিবাহ্য ব্যাঘাত ঘটতে জঙ্গিরাই হাতিয়ার পাকিস্তানের। অথচ প্রকাশ্যে সেটা কোনওকালেই স্বীকার করেন না পাক সেনা বা সরকার। কিন্তু অপারেশন সিঁদুরের পর ভুলবশত হলেও সেই ‘কথা’ মেনে নিল পাক সেনা। প্রকাশ্যে পাক সেনার সর্বাধিনায়ক প্রধান ওরঙ্গজেব চৌধুরী স্বীকার করলেন, ২০১১ সালের পুলওয়ামা হামলার নেপথ্যেও হাত ছিল পাক সেনা। পাক সেনার সর্বাধিনায়ক প্রধান

এয়ার ভাইস মার্শাল ওরঙ্গজেব চৌধুরী প্রকাশ্যে বলে দিলেন, আমাদের কৌশলগত দক্ষতার নমুনা আমরা ওদের (ভারতের) পুলওয়ামাতেও দেখিয়েছি। ওরঙ্গজেব চৌধুরী গত কয়েকদিনের লড়াইয়ে পাক সেনার তথাকথিত প্রত্যাঘাতের বীরগাথা শোনিয়েছেন। তখনই তিনি বলে বসেন, আমরা পুলওয়ামাতেও নিজেদের কৌশলগত দক্ষতা দেখিয়েছি। এবারও ক্ষমতা দেখিয়ে দিলাম। আমরা মনে হয়, এবার ভারতের লুকিয়ে পড়া উচিত। উল্লেখ্য, ২০১১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি আত্মঘাতী বিস্ফোরণে কঁপে উঠেছিল জম্মু-কাশ্মীরের পুলওয়ামা। প্রাণ হারিয়েছিলেন ৪০

জন সেনা জওয়ান। পরে ওই হামলার দায় স্বীকার করেছিল পাকিস্তানি মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদ। ৬ বছর পরেও টিটকা পুলওয়ামা হামলার দগদগে স্মৃতি। ওই হামলার সঙ্গে যুক্ত সব জঙ্গির এখনও নাগাল পাওয়া যায়নি। ভারত সরকার বরাবর দাবি করে আসেছে, পুলওয়ামা হামলার নেপথ্যে পাক সেনার সক্রিয় হাত ছিল। সেটা এতদিন ধরে অস্বীকার করে এসেছে পাকিস্তান। ঠিক যেমন পহেলগাঁও হামলার নিজেদের যোগ মানতে চাইছে না ইসলামাবাদ। কিন্তু এতদিন বাদে ফুল ফসক হলেও সত্যিটা বলে ফেললেন পাক সন্ত্রাস বাহিনীর আধিকারিক।

হাসিনার আওয়ামি লিগকে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করল ইউনুস সরকার

নয়াদিল্লি, ১১ মেঃ সন্ত্রাসবিরোধী আইনের দোহাই দিয়ে এতদিনের হেচ্ছাপুরণের পথে হাটল বাংলাদেশের ইউনুস সরকার। শেখ হাসিনার আওয়ামি লিগকে পুরোপুরি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই ঘোষণা করলেন ইউনুস সরকারের সরকারি আইনি উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। তাঁর কাগজ, ‘ বৈঠকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইনের সংশোধনী অনুমোদিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কোনও রাজনৈতিক দল বা তার সর্ম্বক গোষ্ঠীকে শাস্তি দিতে পারবে।’ এই ট্রাইব্যুনালে হাসিনার বিরুদ্ধে বিচারপ্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের সমস্ত কার্যকলাপে নিষেধাজ্ঞা জারি হল। দেশছাড়া প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক দল আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধ করার দাবিতে বেশ কয়েকদিন ধরেই চাপ বাড়ছিল ইউনুস সরকারের উপর। বিশেষত জাতীয় পাটী অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুসের কার্যালয় যমুনার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করে এই ঘোষণা করলে তারফে দাবি ছিল, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সরকার আওয়ামি লিগ নিয়ে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের কথা না জানালে কার্যালয় ঘেরাও করা হবে। এছাড়া শুক্রবার থেকে শাহবাগেও এই আন্দোলন দানা বাঁধছিল। ইউনুস সরকার তাদের আশ্রয় করে জানান, এবিষয় ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে, কেউ যেন হঠকারী হলেও সিদ্ধান্ত না নেয়। জানা গিয়েছে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের চাপ বাড়তে থাকায়

দাবিতে বেশ কয়েকদিন ধরেই চাপ বাড়ছিল ইউনুস সরকারের উপর। বিশেষত জাতীয় পাটী অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুসের কার্যালয় যমুনার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করে এই ঘোষণা করলে তারফে দাবি ছিল, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সরকার আওয়ামি লিগ নিয়ে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের কথা না জানালে কার্যালয় ঘেরাও করা হবে। এছাড়া শুক্রবার থেকে শাহবাগেও এই আন্দোলন দানা বাঁধছিল। ইউনুস সরকার তাদের আশ্রয় করে জানান, এবিষয় ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে, কেউ যেন হঠকারী হলেও সিদ্ধান্ত না নেয়। জানা গিয়েছে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের চাপ বাড়তে থাকায়

শনিবার আওয়ামি লিগ নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বৈঠকে বসে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিদায়ী দীর্ঘক্ষণ বৈঠক শেষে রাতে দিকে আইন উপদেষ্টা আসিফ



হয়েছে।” সংশোধনী অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কোনও রাজনৈতিক দল বা তার সর্ম্বক গোষ্ঠীর বিচার করে উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারবে। এনিয়ে বিবৃতিও জারি করা হয় ইউনুস সরকারের তরফে। বিবৃতি অনুযায়ী, বাংলাদেশের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব রক্ষা, জুলাই আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সাক্ষীদের সুরক্ষার কথা ভেবে

রাজনৈতিক কার্যক্রমে অপারাগ। এবার হাসিনার আওয়ামি লিগকেও সমস্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। গত বছরের জুলাই মাসে বাংলাদেশে গণ-অভ্যুত্থানের পর ক্ষমতায়িত প্রধানমন্ত্রী এখন ভারতের আশ্রয়ে। তাঁর দল নিষিদ্ধ এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া দেখনি মুজিববন্ধু। সন্ত্রাসী কার্যক্রমে জড়িত ব্যক্তি বা সত্তা এবং তাদের কর্মকাণ্ডও নিষিদ্ধ করার বিধান যুক্ত করে সন্ত্রাসবিরোধী (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর খসড়ার নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিদায়ী। বর্তমান আইন অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি বা সত্তা সন্ত্রাসী কাজের সঙ্গে জড়িত থাকলে সরকার প্রজ্ঞাপন দিয়ে ওই ব্যক্তিকে তৎকালীন তালিকাভুক্ত করতে পারে বা সত্তাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারে।



‘অপারেশন নয়, সিঁদুর সংকল্প’, ব্রহ্মস উৎপাদন কেন্দ্রের উদ্বোধনে বললেন রাজনাথ সিং

লখনউ, ১১ মেঃ সিঁদুর কোনও অপারেশন নয়, এটি একটি সংকল্প। রবিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই বললেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। পাশাপাশি তিনি জানান, ভারত কোনও সাধারণ পাক নাগরিককে আক্রমণ করেনি। ভারতের লড়াই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে। ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের আবহে রবিবার ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্রের নতুন উৎপাদন কেন্দ্রের ভাড়াটায় উদ্বোধন করেন রাজনাথ। সেখানে তিনি বলেন, ভারতবিরোধী সন্ত্রাসবাদী সংগঠন, যারা মহিলাদের কপালে সিঁদুর মুছে দিয়েছে, তাদের জবাব দিতেই অপারেশন সিঁদুর শুরু করে ভারতীয় সেনা। তাই সিঁদুর নিছক কোনও অপারেশন নয়। এটি একটি সংকল্প। এরপরই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে রাজনাথ বলেন, ভারতীয় সেনার গর্জন রাওয়ালপিণ্ডিতে পাক সেনার সদরদপ্তর পর্যন্ত শোনা গিয়েছে। কিন্তু আমরা পাকিস্তানের কোনও নাগরিককে আক্রমণ করিনি। একইসঙ্গে তিনি বলেন, পাকিস্তান নিরীহ ভারতীয় নাগরিকদের আক্রমণের পাশাপাশি বহু মন্দির, গুরুদ্বার এবং গির্জাগুলিতে হামলা চালিয়েছে। অন্যদিকে, ব্রহ্মস-এর প্রশংসা করতে গিয়ে রাজনাথ বলেন, ব্রহ্মস কেবল অস্ত্র নয়, এটি ভারতীয় সেনার শক্তি। শত্রুদের প্রতিরোধ এবং সীমান্ত রক্ষার সঙ্গীকার হল ব্রহ্মস। ভারতের প্রতিরক্ষা-স্বনির্ভরতার লক্ষ্যকে শক্তিশালী করার জন্য উত্তরপ্রদেশে একটি প্রধান সামরিক সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক এবং রপ্তানিকারক রাজ্য হিসাবে গড়ে তোলার উপরেও জোর দেন রাজনাথ। উল্লেখ্য, ১৯৯৮ সালে ভারত ও রাশিয়ায় যৌথ উদ্যোগে তৈরি হয় ‘এরোস্পেস-১’ ব্রহ্মপুত্র ও মল্লো নদীর নামে নামকরণ করা হয় সংস্থাটির। এদেরই তৈরি অত্যাধুনিক ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র। ২০০৬ সালে ভারতীয় স্থলসেনা ও নৌসেনার অস্ত্র ভাণ্ডারে যুক্ত হয় ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র। প্রাথমিকভাবে এর মারণ ক্ষমতা ২৯০ কিলোমিটার থাকলেও পরে তা বাড়িয়ে ৪০০ কিলোমিটার করা হয়। প্রতি সেকেন্ডে এক কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে পারে ব্রহ্মস। যে কোনও টার্গেট ৯৯.৯৯ শতাংশ নিশ্চুত হামলা চালাতে এই ক্ষেপণাস্ত্র। একবার এই মিসাইল লঞ্চ করা হলে শত্রুর পক্ষে একে আটকানো কার্যত অসম্ভব। প্রসঙ্গত, ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে ২৬ নিরস্ত্রকে হত্যা করে লঙ্করের সঙ্গী সংগঠন টিআরএফের পাঁচ জঙ্গি। পাল্টা ৭ মে অপারেশন সিঁদুর চালায় ভারত। পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ন্যায় জঙ্গিরা গুলি দিয়ে ভারতীয় বায়ুসেনা। এই অভিযানে ভারত ১০০ জন জঙ্গির মৃত্যু হয়। এরপর রাজস্থান, পাঞ্জাবের মতো সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে ড্রোন হামলা চালায় পাকিস্তান। পাল্টা লাহোর, করাচি-সহ পাকিস্তানের একাধিক শহরে আঘাত হানে ভারত। শেষ পর্যন্ত শনিবার ইসলামাবাদের মিনতিতে সংঘর্ষবিরতিতে রাজি হয় নয়াদিল্লি। আসলে গত কয়েকদিন ধরে ভারতের সঙ্গে সংঘাতে লাগাতার পিছিয়ে পড়ছিল পাকিস্তান। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, পরাজয় নিশ্চিত বুকেই সন্ধিপ্তপ্রস্তাব করে শাহবাজ শরিফ সরকার। আমেরিকার মধ্যস্থতায় সেই প্রস্তাবে রাজি হয় ভারত।

সংঘর্ষবিরতির পর এবার কাশ্মীর সমস্যাতেও হস্তক্ষেপ! ট্রাম্প

নয়াদিল্লি, ১১ মেঃ যোলা ঘণ্টা আগে তিনিই প্রথম বিশ্বকে জানিয়েছিলেন ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষবিরতির কথা। এবার সেই ডোনাল্ড ট্রাম্পই প্রস্তাব দিলেন দুই দেশের সঙ্গে কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে কথা বলে সমাধান খোঁজার প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়ার। প্রসঙ্গত, বরাবরই আন্তর্জাতিক আভিমান্য ভারত জোরের সঙ্গে বলেছে কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর এই নিয়ে কোনও তৃতীয়পক্ষের হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা হবে না। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নয়াদিল্লি ট্রাম্পের প্রস্তাবে কী প্রতিক্রিয়া জানায় সেদিকেই তাকিয়ে ওয়াকিবহাল মহল। নিজের সোশাল মিডিয়া ‘ ট্রাম্প লিখেছেন, ‘ভারত ও পাকিস্তানের শক্তিশালী নেতৃত্বের জন্য গর্বিত, তাঁরা শক্তি, জ্ঞান ও দুঢ়তার সঙ্গে বুঝেছেন যে এটাই বর্তমান সংঘর্ষ থেকে সরে আসার সময়। যা চলতে থাকলে আরও বেশি মৃত্যু ও ধ্বংসের আগাধার রয়েছে। লক্ষ লক্ষ ভালো ও নিরীহ মানুষের মৃত্যু হতে পারত।’ পাশাপাশি তিনি লেখেন, ‘ গর্বিত যে আমেরিকা আপনাদের এমন ঐতিহাসিক এবং বীরত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সাহায্য করেছে পেরেছে। যদিও আলোচনা এখনও হয়নি, তবে আমি এই দুই মহান দেশের সঙ্গে বাণিজ্য উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়তে চলেছি। উপরন্তু, আমি আপনাদের দু’জনের সঙ্গেই কথা বলে দেখতে চাই যে, ‘ বছর পরে’ কাশ্মীরের বিষয়ে কোনও সমাধানে পৌঁছানো যায় কিনা। ঈশ্বর ভারত ও পাকিস্তানের নেতৃত্বকে আশীর্বাদ করুন। কাজটি ভালোভাবে করার জন্য।’ উল্লেখ্য, ভারত-পাকিস্তানের সংঘর্ষবিরতির বিষয়টি প্রথম প্রকাশ্যে আনেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বিকেল ৫টা ৪২ নাগাদ এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, ‘ রাত দীর্ঘ আলোচনার পর দুই দেশই এই মুহূর্ত থেকে সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়েছে। সঠিক সময়ে বাস্তবজ্ঞান কাজে লাগানোয় দুপক্ষকে শুভেচ্ছা।’ এবার কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসার প্রস্তাবও দিলেন তিনি। আসলে গত কয়েকদিন ধরে ভারতের সঙ্গে সংঘাতে লাগাতার পিছিয়ে পড়ছিল পাকিস্তান। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, পরাজয় নিশ্চিত বুকেই সন্ধিপ্তপ্রস্তাব করে শাহবাজ শরিফ সরকার।

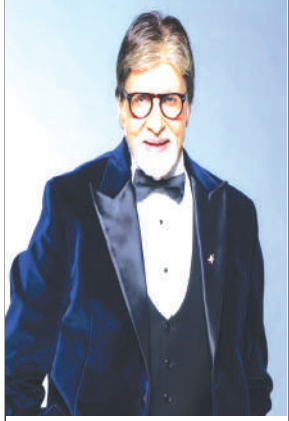


জাতীয় প্রযুক্তি দিবসে বিজ্ঞানী, প্রকৌশলীদের অবদানকে স্মরণ রাজনাথের



নয়াদিল্লি, ১১ মে : জাতীয় প্রযুক্তি দিবসে ভারতীয় বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের অবদানকে স্মরণ করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। রবিবার সকালে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ রাজনাথ সিং লিখেছেন, জাতীয় প্রযুক্তি দিবসে, ভারত সেই সমস্ত বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী এবং প্রযুক্তিবিদদের কুর্নিশ জানায়, যারা আমাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য নতুন প্রযুক্তি বিকাশের মাধ্যমে অবদান রাখেন।রাজনাথ সিং এক্স-এ আরও লিখেছেন, আমরা গর্বের সঙ্গে আমাদের বিজ্ঞানীদের ব্যতিক্রমী প্রচেষ্টার কথা স্মরণ করছি, যার ফলে ১৯৯৮ সালে পোখরানের সফল পরীক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল। এটি ছিল ভারতের ইতিহাসের একটি সংজ্ঞায়িত মুহূর্ত।

ভারতীয় জওয়ানদের কুর্নিশ অমিতাভ বচ্চনের



মুম্বই, ১১ মেঃ পহেলগাম হামলার পর এই প্রথম সোশ্যাল মিডিয়ায় সর্বব হলেন অমিতাভ বচ্চন। লিখছেন অপারেশন সিঁদুর নিয়ে। পহেলগাম হামলার ২০ দিন পর এবং অপারেশন সিঁদুর এর পর প্রথম বার সোশ্যাল মিডিয়ায় এ নিয়ে মুখ খুললেন বলিউ ডের এই সুপারস্টার।ভারতীয় সেনাকে কুর্নিশ জানানোর পাশাপাশি জঙ্গি কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করেন তিনি। বিগ বি তাঁর বাবা হরিবংশ রাই হত্যেনের একটি কবিতার লাইনেরও উল্লেখ করেন পোস্টে।

উত্তর প্রদেশে পৃথক দুর্ঘটিনায় প্রাণ হারাল ৫ জন, শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

লখনউ, ১১ মে : উত্তর প্রদেশের লখনউ জেলাতে কাসগঞ্জ ও সম্ভলে দুটি পৃথক পথ দুর্ঘটিনায় প্রাণ হারিয়েছেন মোট ৫ জন। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ শোক প্রকাশ করে মৃতদের পরিবারকে সমবেদনা জানিয়েছেন।প্রসঙ্গত, শনিবার কাসগঞ্জে স্কুটিতে থাকা রাজমুন্ডি (৫০) ও তাঁর আত্মীয়কে দ্রুতগতির ট্রাক চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়। তাঁরা অসুস্থ মেয়েকে দেখতে গ্রামে ফিরছিলেন। অন্যদিকে, সম্ভলে বাইক-ট্রাক মুমোমুখি সংঘর্ষে আরও ২ জনের মৃত্যু হয়। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

ফিরোজাবাদে দুই কোটির গাঁজা উদ্ধার

ফিরোজাবাদ, ১১ মে : উত্তর প্রদেশের ফিরোজাবাদ জেলায় দুই কোটি টাকার গাঁজা-সহ একজনকে গ্রেফতার করেছেন পুলিশ। ফিরোজাবাদের রসুলপুর পুলিশ তল্লাশির সময় একটি খালি ট্রাক থেকে দুই কোটি টাকার ১৭৮ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ফিরোজাবাদে মাদক পাচারের অভিযোগে এটাহের বাসিন্দা দীনেশকে গ্রেফতার করা হয়েছে।এসপি (রসুলপুর প্রদায় বলেছেন, রসুলপুর পুলিশ, এসওজি টিম এবং নজরদারি দল

সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকার প্রস্তাব সিব্বলের, বিরোধীদের দিলেন পরামর্শ

নয়াদিল্লি, ১১ মে : ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা থেমেছে, সংঘর্ষ-বিরতির পর শান্তি ফিরেছে সীমান্তবর্তী এলাকা। এমতাবস্থায় সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকার প্রস্তাব দিলেন রাজ্যসভার সাংসদ কপিল সিববল। পাশাপাশি বিরোধীদের দিয়েছেন পরামর্শ। একইসঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাلد ট্রাম্পের টুইট প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন সিববল।রবিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে কপিল সিব্বল বলেছেন, এই টুইটটি (ট্রাম্পের



টুইট) নিয়েও অনেক প্রশ্ন উঠবে। তাহলে কী হল (ভারত-পাকিস্তান সমঝোতা সম্পর্কে), কীভাবে এবং

কেন, এই বিষয়ে আমাদের কোনও তথ্য দেওয়া হানি। তাই আমরা এখন কোনও সমালোচনা করব

না। আমরা কেবল সংসদের একটি বিশেষ অধিবেশন এবং একটি দলবদলীয় বৈঠক ডাকতে চাই। আমি সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে আবেদন জানাতে চাই, সরকার যত ক্ষণ না তাঁদের আশ্রাস দেয় যে প্রধানমন্ত্রীও সভায় উপস্থিত থাকবেন। আমি নিশ্চিত ডঃ মনমোহন সিং যদি এখন প্রধানমন্ত্রী হতেন, তাহলে তিনি সর্বদলীয় বৈঠকে উপস্থিত থাকতেন এবং একটি বিশেষ অধিবেশনও ডাকা হত।

ভারতের সামরিক সক্ষমতা বিশ্বে নতুন স্বীকৃতি অর্জন করেছেঃশেখাওয়াত

যোধপুর, ১১ মে : ভারতের সামরিক সক্ষমতা বিশ্বে নতুন স্বীকৃতি অর্জন করেছে। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতা। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ-বিরতি প্রসঙ্গে রবিবার সকালে

গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত বলেছেন, গত রাতে, খবর এসেছে পাকিস্তান আবারও যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করেছে। ভারতও একইভাবে পাঠ্য জবাব দিয়েছে।এদিন সকালে যোধপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে

শেখাওয়াত বলেছেন, দেশের ১৪০ কোটি নাগরিকের প্রত্যাশার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, ভারতীয় সেনাবাহিনী নিজস্ব অভিযানে অসাধারণ সাহস এবং বীরত্ব প্রদর্শন করেছে এবং এর মাধ্যমে, ভারতের সামরিক সক্ষমতা

বিশ্বে নতুন স্বীকৃতি অর্জন করেছে।শেখাওয়াত আরও বলেছেন, সীমান্তে যে উত্তেজনা বিরাজ করছিল, সন্তোষবাদ বন্ধে আমাদের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে আপস না করেই, ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তানকে উপযুক্ত জবাব দিয়েছে।

কাশ্মীর ইস্যুকে আন্তর্জাতিকীকরণের প্রচেষ্টা, ট্রাম্পের টুইট প্রসঙ্গে পাইলট

নয়াদিল্লি, ১১ মে : ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা থামাতে আমেরিকার মধ্যস্থতা করার কথা জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাلد ট্রাম্প। তিনি কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করবেন বলেও জানিয়েছেন। ট্রাম্পের এই এক্স বার্তার প্রেক্ষিতে সর্বব হল কংগ্রেস। রবিবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক বৈঠকে কংগ্রেস নেতা শচীন পাইলট বলেছেন, ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী আবারও দেখিয়ে দিয়েছে, তারা অতুলনীয়। গত ২৪ ঘণ্টার ঘটনাবলী দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাلد ট্রাম্প যে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছেন, তাতে আমরা অবাক হয়েছি, এটি প্রথমবারের মতো ঘটেছে। সেই সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে যা লেখা হয়েছে তা উল্লেখযোগ্য। এটি কাশ্মীর



সমস্যাকে আন্তর্জাতিকীকরণের একটি প্রচেষ্টা। কংগ্রেস দল দীর্ঘদিন ধরে দাবি করে আসছে, একটি সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হোক এবং আমাদের ১৯৯৪ সালের প্রস্তাবটি পুনরাবৃত্তি করা উচিত, যখন

সমস্ত দল সর্বসম্মতভাবে একমত হয়েছিল এবং প্রস্তাবটি পাস করেছিল যে, পাক অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং আমরা তা ফিরিয়ে নেবা।শচীন পাইলট আরও বলেছেন, ১৯৭১

সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকার আহ্বান রাহুলের, একই আর্জি খাড়গেরও



নয়াদিল্লি, ১১ মে : পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলা, অপারেশন সিঁদুর ও ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ-বিরতির ঘোষণার প্রেক্ষিতে সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকার অনুরোধ জানানলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। একই অনুরোধ জানিয়েছেন রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সাংসদ মল্লিকার্জুন খাণ্ডেও। এই নির্দে কংগ্রেসের এই দুই নেতা চিঠি লিখেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে।কংগ্রেসের কমিউনিকেশন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক

জয়রাম রমেশ ‘এক্স’-এ পোস্ট করেছেনঃলোকসভা। এবং রাজ্যসভার দলনেতা সংসদের বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন। কংগ্রেস সভাপতি এবং রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড্গে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে চিঠি লিখেছেন, আবেদন জানিয়েছেন, পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলা, অপারেশন সিঁদুর এবং যুদ্ধবিরতি ঘোষণা নিয়ে আলোচনার জন্য সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হোক।

২০৩০-এর মধ্যে সুসংহত উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে ভারতে মা ও শিশুমৃত্যুর হার ক্রমাগত নিম্নমুখী

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃগত ৭ই মে, ২০২৫ তারিখে ভারতের রেজিস্টার জেনারেল (আরজিআই) কর্তৃক প্রকাশিত নমুনা নিবন্ধন ব্যবস্থা (এসআরএস) প্রতিবেদন ২০২১ অনুসারে, ভারত মা ও শিশু স্বাস্থ্যের গুরুত্বপূর্ণ সূচকগুলিতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি অর্জন করেছে। ২০১৪-২১ সালে নিবন্ধন ব্যবস্থা (এসআরএস) এর উপর ভিত্তি করে ভারতে মাতৃমৃত্যুর হারের বিশেষ বুলেটিন, ২০১৯-২১ অনুসারে, দেশের মাতৃ মৃত্যুর অনুপাত (এমএমআর) উল্লেখ যোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে, যা ২০১৪-১৬ সালে প্রতি হাজার জীবিত জন্মের ক্ষেত্রে ১৩০ থেকে ৩৭ পয়েন্ট কমে ২০১৯-২১ সালে ৯৩ এ দাঁড়িয়েছে। একইভাবে, নমুনা নিবন্ধন ব্যবস্থার পরিসংখ্যান প্রতিবেদন ২০২১ অনুসারে, শিশু মৃত্যুহার সূচকের নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। ২০১৪ সালে শিশু শিশুমৃত্যুর হার প্রতি ১০০০ জন জীবিত জন্মে ৬৯ থেকে কমে ২০২১ সালে প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে ২৭ এ দাঁড়িয়েছে। নবজাতকমৃত্যুর হার ২০১৪ সালে প্রতি ১০০০ জন জীবিত জন্মে ২৬ থেকে কমে ২০১৯ সালে প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে ১৯ এ নেমে এসেছে। গত বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুহার ২০১৪ সালে প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে ৪৫ থেকে কমে ২০২১ সালে প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে ৩১ এ নেমে এসেছে। জন্মের সময় লিঙ্গ অনুপাত ২০১৪ সালে ৮৯৯ থেকে বেড়ে ২০২১ সালে ৯১৩ তে দাঁড়িয়েছে। মোট উর্বরতা হার ২০২১ সালে ২.০

এ স্থিতিশীল, যা ২০১৪ সালে ২.৩ থেকে উল্লেখযোগ্য উন্নতি।এসআরএস ২০২১ রিপোর্ট অনুসারে,আটটি রাজ্য ইতিমধ্যেই মাতৃ মৃত্যুর অনুপাতে সুসংহত উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন করেছে।কেরালা (২০), মহারাষ্ট্র (৩৮), তেলেঙ্গানা (৪৫), অন্ধ্র প্রদেশ (৪৬), তামিলনাড়ু (৪৯), ঝাড়খণ্ড (৫১), গুজরাট (৫৩), কর্ণাটক (৫৬)।বারোটি রাজ্যকেদ্রুশাসিত অঞ্চল ইতিমধ্যেই পাঁচ বছরের নিচে শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসের ক্ষেত্রে সুসংহত উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন করেছে।কেরালা (৪), দিল্লি (৮), তামিলনাড়ু (৯), মহারাষ্ট্র (১১), জম্মু ও কাশ্মীর (১২) এবং হিমাচল প্রদেশ (১২)।এছাড়াও, মা ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাসের ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতি বিশ্বব্যাপী গড়ের চেয়েও বেশি।৭ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে প্রকাশিত বর্তমান জাতিসংঘের মাতৃ মৃত্যু মূল্যায়ন সংক্রান্ত আন্তঃ-সংস্থা গ্ৰুপ রিপোর্ট ২০০০-২০২৩ অনুসারে, ২০২০ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ভারতের মাতৃ মৃত্যুহার ২৬ পয়েন্ট কমেছে। একই অধিকারকে, ১৯৯০ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত গত

৩৩ বছরে বিশ্বব্যাপী ৪৮ হ্রাসের তুলনায় ভারতের মাতৃ মৃত্যুহার এখন ৮৬ কমেছে।এই উন্নতিগুলি ভারত সরকারের কৌশলগত হস্তক্ষেপ এবং অটল প্রতিশ্রুতির ফলাফল।সরকারের প্রধান স্বাস্থ্য প্রকল্পগুলি মর্যাদাপূর্ণ, সম্মানজনক এবং উচ্চমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা সুনিশ্চিত করে। ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে, যন্ত্রের অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে শূন্য সহনশীলতা বজায় রেখে, নির্বিঘ্নে সমন্বয় সাধন করছে। আত্মশ্রম ভারত হল বিশ্বের বৃহত্তম স্বাস্থ্য সুনিশ্চিতকরণ উদ্যোগ, যা প্রত্যেক পরিবারকে বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্য কভারেজ প্রদান করে। তাছাড়া রোগীদের আর্থিক সুরক্ষা এবং প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস সুনিশ্চিত করে।প্রত্যেক গর্ভবতী মহিলার বিনামূল্যে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের অধিকার রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে সিজারিয়ান সেকশন, বিনামূল্যে পরিবহন, গুণ্ধ, রোগ নির্ণয় এবং গর্ভস্বাস্থ্য সুবিধাগুলিতে পুষ্টি সহায়তা। আত্মশ্রম ভারত প্রকল্পের কেন্দ্রীভূত হস্তক্ষেপ তাঁদের এই অধিকার সুনিশ্চিত করে। অন্তর্ভুক্তি,মূলক এবং ন্যায়সঙ্গত অ্যাক্সেস নিশ্চিত করার জন্য, মন্ত্রক মাতৃত্বকালীন অপেক্ষা কেন্দ্র, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য (এমসিএইচ) শাখা, প্রসূতি উচ্চ নির্ভরতা ইউনিট (এইচডিইউ)।নিবিড় পরিচর্যা ইউনিট (আইসিইউ) নবজাতক স্বস্থিতিশীলকরণ (এসএনসিইউ), অসুস্থ নবজাতক পরিচর্যা ইউনিট (এসএনসিইউ),

মা-নবজাতক পরিচর্যা ইউনিট এবং জন্মগত ক্রান্তির ফ্রিক্টনের জন্য নিরোদিতপ্রাণ কর্মসূচি প্রতিষ্ঠা করে স্বাস্থ্য পরিচর্যা।মো উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী করেছে।অকাল প্রসবের জন্য প্রসবপূর্ণ কর্তীকোর্টেরয়েডের ব্যবস্থাপনা, ক্রমাগত পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেসার (সিপিএপি) ব্যবহার এবং শ্বরণ ও দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা করার জন্য কাঠামোগত ফলোআপের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্লিনিকাল অনুশীলনগুলি নবজাতকের বেঁচে থাকার ফলাফল উন্নত করার ক্ষেত্রেও এই ব্যবস্থা অবদান রাখে। এই ব্যবস্থা আমাদের দেশে এখন বার্ষিক প্রায় ৩০০ লক্ষ নিরাপদ গর্ভাবস্থা এবং ২৬০ লক্ষ সুস্থ জীবিত জন্মকে সুনিশ্চিত করে।একটি মূল অগ্রাধিকার হল দেশের প্রতিটি কোণে মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য- পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। সুবিধা-ভিত্তিক মানসম্পন্ন সার্টিফিকেশন, স্বাস্থ্য- পরিষেবা কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং শক্তিশালী তত্ত্বাবধান ব্যবস্থার মাধ্যমে এটি মোকাবিলা করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের জন্য দক্ষ জন্ম পরিচালিকা, গর্ভাী এবং কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং মোতায়েনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে।মন্ত্রক ডিজিটাল প্রাকটিকশের মাধ্যমে মা, নবজাতক এবং শিশু স্বাস্থ্যের জন্য গড়ে তোলা স্বাস্থ্য ডেটা সিস্টেম এবং রিয়েল-টাইম নজরদারি জোরদার করছে, যার ফলে ডেটা-চালিত, প্রমাণ-ভিত্তিক নীতিগত সিদ্ধান্তগুলি সহজভাবে নেওয়া যাচ্ছে।

মা যে মোদের মা, মাতৃ দিবসে বার্তা মুখ্যমন্ত্রী



কলকাতা, ১১ মে : মাতৃ দিবস উপলক্ষ্যে সমস্ত মায়াদের শুভেচ্ছা জানানলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার সকালে এক্স হ্যাভেন্সে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, মা যে মোদের মা...মাতৃ দিবস-এ সকল মা-কে আমার হৃদয় থেকে প্রণাম জানাই। ‘মা’ – পৃথিবীর সবথেকে মিষ্টি ডাকা তা সে জন্মদাতী হোন বা মাতৃভূমি – তিনিই আমাদের প্রেরণা, আমাদের ভালোবাসা, আমাদের আবেগ। আমাদের সমস্ত সত্য জুড়ে তাঁর অবস্থান।মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, আমার অনেক প্রকল্পে আমি মা-কে স্মরণ করেছি, প্রণাম জানিয়েছি। ‘মা – মাটি – মানুষ’ – এর সূচনাই তো মা-কে দিয়ে। অনেক গানে, কবিতাতেও আমি মায়াদের সম্মান জানিয়েছি। এই বিশেষ দিনে আমার লেখা তেমনই একটা গানের কয়েকটা লাইন সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছি। মাগো, তুমি সর্বজনীন, আছো হৃদয় জুড়ে। মা-আশ্মি-মাদার একই, ভুলি তা কী করে?

পরিষেবা স্বাভাবিক, দিল্লি বিমানবন্দরে যাত্রীদের জন্য বেশ কিছু নির্দেশিকা জারি



নয়াদিল্লি, ১১ মে : পরিষেবা স্বাভাবিক রয়েছে, রবিবার এমনটাই জানাল দিল্লি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। তবে বেশ কিছু নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে যাত্রীদের জন্য। যাত্রীদের আগাম কয়েকটি বিষয় মাথায় রেখে চলার আর্জি জানিয়েছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। যার মধ্যে বলা হয়েছে, কোনো কোনও ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট উড়ানের সময়সূচি পরিবর্তন করা হতে পারে।সিকিউরিটি চেকিং পয়েন্টে দীর্ঘ লাইনও থাকতে পারে। বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথাতে রেখে বিমানবন্দরে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে নিরাপত্তা। যাত্রীদের তল্লাশি চালানো হচ্ছে। তাই একটু বেশি সময় লাগছে সিকিউরিটি চেকিং পয়েন্টে। তাই যাত্রীদের হাতে অতিরিক্ত সময় নিয়ে আসতে বলা হয়েছে বিমানবন্দরের তরফে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মিডফিল্ডার, গত রবিবার ইনিয়েস্তা লুজানের জন্মদিন পালন হল

মাদ্রিদ, ১১ মে : অ্যান্ড্রেস ইনিয়েস্তা লুজান একজন স্প্যানিশ প্রাক্তন পেশাদার ফুটবলার। যিনি সর্বকালের সেরা মিডফিল্ডারদের একজন হিসেবে বিবেচিত। ১১ মে ১৯৮৪ সালে, স্পেনের ফুয়ের্জেবিয়ায়া নামক একটি ছোট শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিয়েস্তা তার কেরিয়ারের বেশিরভাগ সময় বার্সেলোনায় কাটিয়েছেন, যেখানে তিনি তার মিডফিল্ড সঙ্গী জিও এবং সার্জিও বুসকেলিসের সঙ্গে ক্লাবের সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।বার্সেলোনার যুব একাডেমি লা মাসিয়ার মাধ্যমে তার পেশাদার কেরিয়ার শুরু। ২০০৯ এবং ২০১৫ সালে দুটি ঐতিহাসিক ট্রফল জয়ী বার্সেলোনা দলের একজন অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলেন ইনিয়েস্তা এবং তার ভাউটে টুফি, যার মধ্যে ৯ টি লা লিগা এবং ৪ টি উয়েফা চ্যাম্পিয়ানস লিগ শিরোপা রয়েছে, তাকে সর্বকালের সবচেয়ে সম্মানিত স্প্যানিশ ফুটবলার করে তোলে। বার্সেলোনার ২২ বছর থাকার পর, ইনিয়েস্তা ২০১৮ সালে জেড ১ লিগ ক্লাব হিসেবে কোবের হয়ে চুক্তিবদ্ধ হন। ২০২৩ সালে ক্লাব ছেড়ে যাবার পর, তিনি সংযুক্ত আরব আমিরশাহির প্রো লিগ ক্লাব এমিরেটসের হয়ে চুক্তিবদ্ধ হন , অবশেষে ২০২৪ সালের অক্টোবরে অবসর গ্রহণ করেন।২০০৬ সালে আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেকের আগে ইনিয়েস্তা স্পেনের হয়ে অনুর্ধ্ব-১৬, অনুর্ধ্ব-১৯ এবং অনুর্ধ্ব-২১ পায়েরা খেলেছিলেন। তিনি স্পেনকে ২০০৮ সালের উয়েফা ইউরো জিততে সাহায্য করেছিলেন এবং টুর্নামেন্টের সেরা দলে নির্বাচিত হয়েছিলেন । ২০১০ সালের ফিফা বিশ্বকাপে বিজয়ী স্প্যানিয়ল দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যও ছিলেন ইনিয়েস্তা। নোদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ফাইনালে তিনি জয়সূচক গোলেটি করেন। ফাইনালে তাকে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ নির্বাচিত করা হয় এবং টুর্নামেন্টের অল-স্টার দলে নির্বাচিত করা হয়। ২০১০ সালে ক্লাব এবং দেশ উভয়ের হয়ে তার পারফরম্যানসের জন্য তিনি ২০১০ সালের ফিফা বালন ডি’অরের জন্য লিগওলে মেরিগ পুরে রানার-আপ হন । উয়েফা ইউরো ২০১২- তে , ইনিয়েস্তা স্পেনকে তাদের টানা দ্বিতীয় মহাদেশীয় মুকুট এনে দেন, আবার ইতালির বিপক্ষে ফাইনালের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন এবং টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন।ইনিয়েস্তাকে নয়বার ফিফা ফিফপ্রো বিশ্ব একাদশে স্থান দেওয়া হয়েছিল এবং ৬ বার উয়েফা বর্ষসেরা দলে নির্বাচিত করা হয়েছিল। তাকে সর্বকালের উয়েফা ইউরো একাদশে স্থান দেওয়া হয়েছিল। তিনি ২০১২ সালে উয়েফা সেরা খেলোয়াড় ইন ইউরোপ পুরস্কার জিতেছিলেন এবং ২০১২ এবং ২০১৩ সালে আইএফএফএইচএস ওয়াল্ডের সেরা প্লেমেকার নির্বাচিত হয়েছিলেন।

হাওড়ার বাঁকডায় দেনার দায়ে পাওনাদারদের চাপে ‘আত্মঘাতী’ পুরো পরিবার। কীটনাশক জাতীয় কিছু খেয়ে ‘আত্মঘাতী’ তিনজন

হাওড়াঃএবার দেনার দায়ে পাওনাদারদের চাপে ‘আত্মঘাতী’ পুরো পরিবার। ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছে তিনজনের দেহ। শনিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটে হাওড়ার ডোমন্ডা থানার এলাকার বাঁকড়া শরণশ্রীতে। মা ও বোন সহ আত্মঘাতী হন এক ব্যক্তি। সকাল থেকেই পাওয়ানাদারের তাগাদার জন্য এসেছিলেন বলে জানা গেছে। এদিন পুলিশ এসে দরজা ভেঙে ঘরের ভেতর থেকেই তিনজনের দেহ উদ্ধার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতেরা হলেন মা শেফালী ঘোড়াই (৬৫), দিদি সঙ্গীতা ঘোড়াই (৪৫) ও ছেলে শুভময় ঘোড়াই (৪২)। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের দাবি বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে তিনজনের। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুভময় বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেক টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। সেই টাকা মেটাতে পারছিলেন না। প্রায়ই পাওনাদাররা এসে পাওনা টাকা চাইতে আসতো। ঘটনার দিনও পাওনাদার টাকার জন্য এসেছিলেন। এদিনের ঘটনা প্রসঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দা প্রশান্ত বণিক বলেন, ছেলে শুভময় বিভিন্ন জায়গা থেকে দেনা করে।ছেলে বাজারে ওর অনেক টাকা দেনা হয়ে গিয়েছিল। পাওনাদাররা এসে টাকা চেয়েছিল। সেই টাকা শোধ না করতে পেরে মা, ছেলে ও দিদি বিষ খেয়ে ও এনেই আত্মহত্যা করেন। দিদি অবিবাহিত ছিলেন। তিনি বিধবাসীও সক্ষম। শুভময় গাববেরিয়া পিডুরিউডি র চুক্তিভিত্তিক কর্মী ছিলেন। মৃতদের আত্মীয় শ্যামলী পাত্র বলেন, আমি প্রতিদিনই ফোন করি। সকালে ফোন না পেয়ে ছেলেকে নিয়ে এই বাড়িতে চলে আসি। এখানে দরজা বন্ধ দেখে বারে বারে ডাকি কিন্তু সাড়া না পেয়ে পাশের বাড়ির লোককে বিষয়টি জানানো হয়। তারপরেও কোনো সাড়া না পেয়ে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে সন্ধ্যায় ঘরে ঢুকে দেখে তিনজনও অচেতন। অবস্থার পড়ে মৃত্যু হলে তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তাদের মা বলে ঘোষণা করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, একই পরিবারের তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। তিনজনেরই বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

১০ সদস্যের কমিটি গড়ল আইআইটি খড়াপুর

খড়াপুর, ১১ মে : চলতি বছরে একাধিক পড়ুয়ার অন্তর্ভাবিক মৃত্যু হয় আইআইটি খড়াপুরে। এবার ১০ সদস্যের একটি বিশেষ কমিটি গড়ল খড়াপুর আইআইটি কর্তৃপক্ষ। তাঁরা গত কয়েক মাসে তথ্য সাম্প্রতিক সময়ে আইআইটি খড়াপুরে ঘটে যাওয়া পর পর ছাত্রমৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটন করবেন।শনিবার রাতে আইআইটি খড়াপুরের তরফে জানা গেছে, এই কমিটিতে মনরোগ বিশেষজ্ঞ, মনোবিদ, পুলিশ আধিকারিক, আইনজ্ঞ, শিক্ষাবিদ থেকে প্রাক্তনদের প্রতিনিধিও থাকবেন।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

২৮বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ,সোমবার, ইংরেজীঃ১২মে ২০২৫, ৫৩৯ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২৭ বৈশাখ, চান্দ্র ৩০ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ বঙ্গাব্দ ২০৮১ বিক্রম সান্ধ, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ২৬ বৈশাখ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৫বৈশাখ ১৯৪৭,মৈত্রেঃ৩০ লমতা, আসামঃ ১৫ চৈত, মুসলিমঃ২১-রমজান-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৩৪ঃ২৪ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ ৪৮ঃ১১।চান্দ্র উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫৩ঃ ৪১(৩০) এবং অস্ত বিকাল ০৬ঃ ৫৫ঃ১৮(৩০)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃ অমাবস্যা (পূর্ণা) বিকাল ঘ ০৫ঃ ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃ উত্তরাত্তরপদ রাত্রিঃ ০৮ঃ২১ঃ৪৩ দং ৩৬৫৮২.৫ পর্যন্ত পরে রেবতী করণঃনাগ বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ৩৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্ত পরে কিন্ত্রা যোগঃরক্ষা রাত্রিঃ১১ঃ ১১ঃ৪৩ দং ৪৪৫৩২.৫ পর্যন্ত পরে ইন্দ্র অনুভযোগঃদিন ০৯ঃ৩৯ঃ০৫ থেকে - ১২ঃ৫৪ঃ৪৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৮ঃ০৯ঃ৩১ থেকে - ১০ঃ ৩০ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৪ঃ ০৫ থেকে - ০১ঃ৩৯ঃ৫০ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ২৬ঃ১০ থেকে - ০৪ঃ ০০ঃ২০ পর্যন্ত। কুলিকসে।ঃদিন ০৬ঃ২৩ঃ২৫ থেকে - ০৭ঃ১২ঃ২০ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৬ঃ৩৫ঃ২১ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ০৬ থেকে - ০২ঃ৪৪ঃ৫০ পর্যন্ত।কালবেলা দিন ০৫ঃ৩৪ঃ০০ থেকে - ০৭ঃ৫৬ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১৬ঃ৩৩ থেকে - ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৭ঃ১৬ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ০৬ঃ১৩ থেকে - ০৫ঃ৩৪ঃ০০ পর্যন্ত।গ্রহঃফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১১৫ঃ৯১৩ (২৬) ৪ পদচন্দ্রঃ১২২০ঃ৫২৩ (২৭) ২ পদমঙ্গলঃ২২৬৫ঃ৭৭ (৭) ৩ পদবৃহঃ১১৩২ঃ৪৪৮ (২৬) ১ পদ বৃহঃস্পতিঃ১২১৪ঃ৫২ (৪) ৪ পদ শুক্রঃ১১০৭ঃ১১৫ (২৫) ৩ পদ শনিঃ১০২৭ঃ১১১ (২৫) ৩ পদ রাহুঃ১১৪৫ঃ১১৫ (২৬) ১ পদকেতুঃ ৪৫ঃ৫১ (১২) ৩ পদস্বর্ঘ বক্রি শুক্র বক্রিলগ্নঃমীন রাশি সকাল ০৬ঃ৩৪ঃ২০ পর্যন্ত।মেষ রাশি সকাল ০৮ঃ০৪ঃ০৬ পর্যন্ত।বৃষ রাশি সকাল ১০ঃ০২ঃ১৯ পর্যন্ত।মিথুন রাশি সকাল ১২ঃ১৫ঃ৪৮ পর্যন্ত।কর্কট রাশি পূরুর ০২ঃ৫১ঃ১০ পর্যন্ত।সিংহ রাশি বিকাল ০৪ঃ৪২ঃ৫১ পর্যন্ত।কর্কট রাশি বিকাল ০৬ঃ৫৪ঃ০২ পর্যন্ত।তুলা রাশি রাত্র ০৯ঃ০৭ঃ১৩ পর্যন্ত।বৃশিক রাশি রাত্র ১১ঃ২৫ঃ ৫৭ পর্যন্ত।ধনু রাশি পশর রাত্র ০১ঃ ২৮ঃ১৫ পর্যন্ত।মকর রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ১৫ঃ০৭ পর্যন্ত।কুম্ভ রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৮ঃ৩১ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

ফের গরমের দাপট শুরু হল কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়, গরমে পিছিয়ে নেই উত্তরবঙ্গের সমতলের জেলাগুলিও। আবার দক্ষিণবঙ্গের ৮টি জেলায় ১১-১৪ মে তাপপ্রবাহেরও সম্ভাবনা রয়েছে।আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রবিবার থেকে পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, পুকুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গাম এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে।চলতে সোমবার পর্যন্ত। ওই জেলাগুলিতে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে পাঁচ ডিগ্রি বেশি থাকবে। আগামী চার দিনের জন্য ওই জেলাগুলিতে তাপপ্রবাহের হ্রদ্য শতকরা জারি করা হয়েছে।গরমে পিছিয়ে থাকবে না উত্তরবঙ্গও। আগামী কয়েক দিন উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও তাপমাত্রা ৪-৫ ডিগ্রি সেন্টিসায় বাবেবে।শনি ও রবিবার তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে মালদা এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে। এই দুই জেলার কোনও কোনও জায়গায় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির বেশি থাকতে পারে। আগামী ৫টি দিন দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া খারাপ শুষ্ক। শনি বার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৯ ডিগ্রি লসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে ২.১ ডিগ্রি বেশি। জোয়ার-সকাল ০৫.২১ ০৫মিনিট এবং রাত ০৯.১৩ ০৫মিনিট। সূর্যঃউদয়ঃ সকাল ৫টা ০৩মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০৪মিনিটে।

গৌরাঙ্গ সেতুর কাছ থেকে দুই মাটি মাফিয়াকে গ্রেফতার করল পুলিশ,আটক মাটি বোঝাই ট্রাক্টর

দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ, ১১ মেঃ ফের মাটি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে অভিযানে বড়সড় সফল্য পেল পুলিশ প্রশাসন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে নবদ্বীপ গৌরাঙ্গ সেতু লাগোয়া এলাকা থেকে নদীর চর কেটে বালি মাটি চুরির অভিযোগে তুই মাটি মাফিয়াকে গ্রেফতার করল পুলিশ। পাশাপাশি দুটি মাটি বোঝাই ট্রাক্টর আটক করা হয়। নদীর বালি মাটি চুরির অভিযোগে ধৃত নাদনঘাট থানার জাকর চাই পাড়ার বাসিন্দা রাজা সাঁতরা ও নবদ্বীপ থানার নতুন ঘোলা পাড়ার বাসিন্দা শিবু ঘোষ নামে দুই অভিযুক্তকে রবিবার দুপুরে চুরি সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে নবদ্বীপ আদালতের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে পেশ করলে



দুজনকেই ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। পুলিশ সূত্রে জানতে পারা যায়,বেশ কিছুদিন যাবত আধার নামতে না নামতেই নবদ্বীপ গৌরাঙ্গ সেতু লাগোয়া গঙ্গার চরে বেআইনিভাবে বালি মাটি কেটে পাচার করছিল মাটি মাফিয়ারা। নির্দিষ্ট সূত্রে খবর

পেয়ে শনিবার মধ্যরাতে নবদ্বীপ গৌরাঙ্গ সেতু লাগোয়া ভাগীরথী নদীর চরে অভিযান চালিয়ে দুটি বালি মাটি বোঝাই ট্রাক্টর আটকের পাশাপাশি দুই অভিযুক্তকে ঘটনাস্থলেই গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অপরদিকে মাটি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে অভিযানের বিষয়ে নবদ্বীপ থানার

আই সি জলেশ্বর তিওয়ারি জানান,মাঝে মধ্যেই শোনা যায় মাটি মাফিয়ারা বালি মাটি চুরি করে পালিয়ে যায়। বিষয়টি বি,এল,আর,ও কেও জানানো হয়েছে। আই সি জানান,আমাদের কাছে কিছুদিন ধরে খবর আসছিল নবদ্বীপ গৌরাঙ্গ সেতুর কাছাকাছি গঙ্গার চরের বালি মাটি কেটে বেআইনিভাবে পাচার করছিল মাটি মাফিয়ারা।

শনিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। এছাড়াও দুটি মাটি বোঝাই ট্রাক্টরও আটক করা হয়েছে বলে জানান নবদ্বীপ থানার আইসি জলেশ্বর তিওয়ারি। মাটি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে আগামী দিনেও অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান,নবদ্বীপ থানার আইসি জলেশ্বর তেওয়ারি।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে জন্মদিনে বৃক্ষ রোপন

অভিজিৎ হাজারা, উলুবেড়িয়া, হাওড়া, ১১ মেঃ শুভ জন্মদিনে ফলের গাছ রোপণ করলো – আরাধ্যা সাঁতরা, পিতা – প্রলয় সাঁতরা, বাড়ি – খড়িয়া, পোস্ট – ময়নাপুর, উলুবেড়িয়া হাওড়া। বর্তমানে গ্রীষ্মের প্রচন্ড দাবদাহে চারিদিক ফুটিফুটি অবস্থা, পরিশেষে পশু পাখিদের খাবারের ফলের গাছের অভাব। যারফলে আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা কারী বিভিন্ন পাখি আর দেখা যাচ্ছে না। তাই পশু পাখিদের খাবারের ভোগান দিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে আরাধ্যার জন্ম দিনে আরাধ্যা নিজেই একটি আঙ্গুর ফলের গাছ রোপণ করে।

আরাধ্যার পরিবারের এই উদ্যোগে উপস্থিত ছিল পরিবার পরিজন ,আত্মীয় স্বজন ও বিশিষ্ট পরিবেশ শিক্ষক রাজদুত সামন্ত। রাজদুত সামন্ত আরাধ্যার পরিবারের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন পালন



দুরন্ত বার্তা, মর্শিদাবাদ, ১১ মেঃ মর্শিদাবাদ জেলার সূতি ১ নম্বর রক্তের আধিরন নিবেদিতা শিশু শিক্ষা নিকেতনে ২৫ শে বৈশাখ কবিশুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন পালন করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে মালাদান করেন বিশিষ্ট লেখক অপরূপ দাস সঙ্গে তিনি ভগ্নী নিবেদিতা স্টাচুতে মালাদান করেন এবং পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। আহরণ নিবেদিতা শিশু শিক্ষা নিকেতনের ছোট ছোট শিশু নিবেদিতা নিতা, গীত এবং আধিরন মাধ্যমে কবিশুদ্ধকে শ্রদ্ধা জানান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক অলক কুমার দাস। এই অনুষ্ঠানটিকে ঘিরে অভিভাবক এবং অভিভাবিকা দের মধ্যেও যথেষ্ট আগ্রহ ও উদ্দীপনা দেখা দেয়।

গৌরাঙ্গ সেতুর কাছ থেকে দুই মাটি মাফিয়াকে গ্রেফতার করল পুলিশ,আটক মাটি বোঝাই ট্রাক্টর

দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ, ১১ মেঃ ফের মাটি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে অভিযানে বড়সড় সফল্য পেল পুলিশ প্রশাসন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে নবদ্বীপ গৌরাঙ্গ সেতু লাগোয়া এলাকা থেকে নদীর চর কেটে বালি মাটি চুরির অভিযোগে তুই মাটি মাফিয়াকে গ্রেফতার করল পুলিশ। পাশাপাশি দুটি মাটি বোঝাই ট্রাক্টর আটক করা হয়। নদীর বালি মাটি চুরির অভিযোগে ধৃত নাদনঘাট থানার জাকর চাই পাড়ার বাসিন্দা রাজা সাঁতরা ও নবদ্বীপ থানার নতুন ঘোলা পাড়ার বাসিন্দা শিবু ঘোষ নামে দুই অভিযুক্তকে রবিবার দুপুরে চুরি সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে নবদ্বীপ আদালতের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে পেশ করলে



দুজনকেই ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। পুলিশ সূত্রে জানতে পারা যায়,বেশ কিছুদিন যাবত আধার নামতে না নামতেই নবদ্বীপ গৌরাঙ্গ সেতু লাগোয়া গঙ্গার চরে বেআইনিভাবে বালি মাটি কেটে পাচার করছিল মাটি মাফিয়ারা। নির্দিষ্ট সূত্রে খবর

পেয়ে শনিবার মধ্যরাতে নবদ্বীপ গৌরাঙ্গ সেতু লাগোয়া ভাগীরথী নদীর চরে অভিযান চালিয়ে দুটি বালি মাটি বোঝাই ট্রাক্টর আটকের পাশাপাশি দুই অভিযুক্তকে ঘটনাস্থলেই গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অপরদিকে মাটি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে অভিযানের বিষয়ে নবদ্বীপ থানার

তীব্র গরমে মোকাবিলা করতে ট্রাফিকের দায়িত্ব থাকা কর্মীদের সামার কিট বিতরণ, জেলা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের

দুরন্ত বার্তা,নদীয়া, ১১ মে ঃ তীব্র দহনে পুড়ছে গোটা বন্ধ। জেলা থেকে রাজ্য সর্বত্রই প্রতিদিনই সাকাল হলেই তীব্র দাবদাহে নাজেহাল হতে হচ্ছে সকলকেই। বিশেষ করে রোদ জল মাথায় নিজে যারা জীবিকার টানে ও নিজেদের কাজের দায়িত্বশীলতায় নিজেদেরকে নানা কাজে নিয়মিত নিযুক্ত করে, এই তীব্র দাবদাহে তাদের কষ্ট অপেক্ষা কৃত একটি বেশি হয়। আর এই তাপমাত্রা বৃদ্ধি যেন প্রতিদিন প্রতিদিনকে টেকা দিচ্ছে। তীব্র গরমে রাস্তায় ডিউটি করার সময় যাতে ট্রাফিক বিভাগের

পুলিশ কর্মী ও সিভিক ভলেন্টিয়াররা রৌদ্রের তাপ ও তাপ প্রবাহ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে তার জন্য উদ্যোগ নিলো রানাঘাট জেলা পুলিশ। আর তারই অঙ্গ হিসেবে রবিবার শান্তিপুর বাইপাস এলাকায় ট্রাফিক পুলিশ কর্মী ও সিভিক ভলেন্টিয়ারদের হাতে সমার কীট তুলে দিলো রানাঘাট জেলা পুলিশ এর অধিকারিকেরা।

শান্তিপূরে ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ কর্মীদের হাতে ছাতা, জলের বোতল, , গ্লুকোজ, মান্ধ, ফেস টাওয়াল সহ একাধিক সামগ্ৰী

তুলে দেন রানাঘাট জেলা পুলিশের আধিকারিক ডিএসপি সঞ্জয় কুমার। আর আধিকারিকদের কাছ থেকে এহেন উপহার পেয়ে স্বাভাবিক ভাবেই খুশি সিভিক ভলেন্টিয়াররা। প্রসঙ্গত জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের সময় জাতীয় সড়কের পাশে থাকা বড় বড় গাছ কেটে ফেলতে হয়।

আর এর ফলে বর্তমানে জাতীয় সড়কে গাছ না থাকায় রৌদ্রের মধ্যে যে ট্রাফিক কর্মীদের কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে তা স্বীকার করে নিয়েছেন পুলিশ অধিকারিকেরা।

রেওয়া আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ মেঃ অজিতেশ মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল তৃতীয় রেওয়া আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে দুই বিশিষ্ট অভিনেতা সঞ্জীব সরকার ও দেবাশিস গাঙ্গুলী, স্বর্ণপুণ্ডের অভিনেতা তরুণ কুমার ও সূত্রতা চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা মানামী ব্যানার্জী, সঙ্গীতশিল্পী দেবমাল্য চট্টোপাধ্যায় সহ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সম্মানীয় অতিথিদের মধ্যে ছিলেন সরলা সেন, নীলাঞ্জন ভৌমিক, সুপ্রা অ্যাট, মনোমো ঘোষ, পিয়ালী ঘোষ, মৌচুষা চৌধুরী, রিনা গিরি, শুভদীপ রায়, অতনু নন্দী, ইউনুস মোল্লা, রাজেন বিশ্বাস। নৃত্য আলোচ্য অরশিন সংকেত এর পর রেওয়া ফিল্মসের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ডাকঘর এবং কলকাস্ট্যান্ট ভিথিরি নাটক দুটো

মঞ্চস্থ হল। শর্মিলি বিশ্বাস ও তাঁর ছাত্র ছাত্রীরা মিলে মঞ্চস্থ করল চতালিকা নৃত্যনাট্যটি। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন দেবমাল্য চট্টোপাধ্যায়, সোহম সরকার, কেকা নাগ, সৌমেন নাগ, ডেনা হালদার, রূপকথা বিশ্বাস, আর্ঘাছি ধর, মৌসুমী দাস, পার্থ প্রতিম চক্রবর্তী। নৃত্য পরিবেশন করেন মধুমিতা ঘোষ ও প্রজ্ঞাবন্তী ব্যানার্জী। প্রদর্শিত ৩১টা ফিল্মের মধ্যে মিউজিক ভিডিও ক্যাটাগরিতে পুরস্কৃত হলেন অসীম বিশ্বাস, সূত্রত নন্দী, অতীক মুখার্জী, প্রজ্ঞাবন্তী ব্যানার্জী বিশ্বাস, শ্রেয়া বেজ, ইন্দ্রদীপ সিনহা, সায়ন্তন দে, শুক্লা ব্যানার্জী, কোয়েল ত্রিপাঠী, বিক্রম দেব সেনগুপ্ত। বেস্ট মিউজিক ভিডিও নির্বাচিত হল শুভঙ্কর সাউয়ের শুভ বিবাহ। মাইক্রো ফিল্ম ক্যাটাগরিতে ইন্দ্রদীপ

সিনহা, শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য, রুশা চক্রবর্তী, শিশির মজুমদার, সুরজিৎ জানা, ঋষি ভট্টাচার্য, বাণীপ্রত, রীনা ভদ্র অ্যাওয়ার্ড পেলেন। বেস্ট ডকুমেন্টারি ফিল্ম নির্বাচিত হল ইন্দ্রদীপ সিনহার মন্দির সিদ্ধ পাথারা। শর্ট ফিল্ম ক্যাটাগরিতে শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য, রাজা মুন্সী, আকাশ চ্যাটাজী, শ্রী দাস, ত্রিভুবনজিৎ মুখার্জী, বিক্রম দেব সেনগুপ্ত, সুমন বর্ধন, মৌসম , সোমনাথ দাস, অয়োশ্মিতা সরকার অ্যাওয়ার্ড পেলেন। কৃষ্ণাঙ্গী ফিল্মের জন্য অমিত ঘোষ বেস্ট ডিরেক্টর অ্যাওয়ার্ড পেলেন। বেস্ট শর্ট ফিল্ম নির্বাচিত হল দেবাশিস বিশ্বাসের আধার পেরিয়ে। বেস্ট ডেবুটান্ট এন্টর (ফিল্মে) অ্যাওয়ার্ড পেলেন প্রাশী ভক্ত, ইতি শ্রী ও সঞ্চারী হালদার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চলচ্চিত্র উৎসবের সভাপতি মণিদীপা চক্রবর্তী, সেক্রেটারি জয়িতা বল চ্যাটাজী, মুখপাত্র রাজশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডিরেক্টর নির্মালা বিশ্বাস। এছাড়াও মঞ্চ সহযোগিতায় ছিলেন রেওয়া পরিবারের সদস্য শুভ দে, দুলাল সুর, রাজকুমার ঘোষ, বনশ্রী চক্রবর্তী, অঞ্জনা ব্যানার্জী, কল্যাণী ব্যানার্জী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন লেখিকা ও বাচিকশিল্পী অরুণিমা চ্যাটাজী।

জয়নগরে সমবায় নির্বাচনে আবার ক্ষমতা ধরে রাখলো তৃনমূল কংগ্রেস

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ১১ মেঃ আর কয়েকমাস পরে রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন। আর তার আগে নিজেদের ভোট ব্যাক অটুট রাখার কাজ করে চলেছে শাসক তৃনমূল কংগ্রেস। আর জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাসের তৎপরতায় একের পর এক সমবায় নির্বাচনে একক ভাবে জয়ী হচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীরা। বহুড়,উংগে দূর্গাপুর, জয়নগর মজিলপুর, দক্ষিন বারাসতের পর এবার শ্রীপুরে সমবায় নির্বাচনে একক ভাবে জয়ী হলো তৃনমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা। জয়নগর থানার শ্রীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ইউ পি এন এ এস কে ইউ এন্দের নির্বাচনে ৪৬ টি আসনের সব কটিতেই বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় একক ভাবে বিজয়ী হয়েছে শাসক তৃনমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা। তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ালগ্ন থেকে এই সমবায়ের ক্ষমতায় আছে তৃনমূল কংগ্রেস। ২০১৫ সালের পর



২০২৫ সালে এই সমবায় নির্বাচনের নির্শ্চট প্রকাশিত হয় সরকারি নিয়ম মেনে। কিন্তু বিরোধী দলের তরফে এই নির্বাচনে কোন প্রার্থী মনোনয়ন জমা না দেওয়ায় সরকারি নিয়ম অনুযায়ী তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের জয়ী ঘোষণা করে তাদের হাতে জয়ী সার্টিফিকেট তুলে দেন সমবায় দফতরের আধিকারিকরা। আর

বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস,শ্রীপুর অঞ্চল তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি বাবু গাঞ্জী, জেলা জয়হিন্দ বাহিনীর সহ সভাপতি রাজু লস্করের উপস্থিতিতে বিজয়ীদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন সমবায় দফতরের আধিকারিকরা। এই সমবায়ের বর্তমানে উপভোক্তার সংখ্যা ১২০৯ জন। মোট ৪৬ জন জয়ী প্রার্থীদের মধ্যে আগামী ৪৫ দিনের

সরকারি আবাসনে প্রাইভেট চেন্সারের অভিযোগ রুক স্বাস্থ্য আধিকারিকের বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাতা কোচবিহার ১১ মেঃ সরকারি আবাসনে ফ্লেক্স টাণ্ডিয়ে মোটা টাকাার বিনিময়ে হাসপাতালের আবাসনে চেন্সার খুলে রোগী দেখছেন খোদ রুক স্বাস্থ্য আধিকারিক (বিএমওএইচ) ডঃ মনোরঞ্জন দাস। কোচবিহারের তৃফানগঞ্জ ২ নং রক্তের রুক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এই ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় সড়ব হয়েছে বিরোধীরা। অভিযোগ সরকারি আবাসনের বাইরে রোগী দেখার সময়সীমা লেখা ফ্লেক্স তা নিয়ে সরকারি পরিষেবাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে সরকারি জায়গাতেই প্রাইভেট চেন্সারে খুলে বহাল তবিয়েতে রোগী দেখছেন তৃফানগঞ্জের বিএমওএইচ ডা় মনোরঞ্জন দাস। বারংবার অভিযোগ ওঠে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগীরা সঠিক সময়ে চিকিৎসা পরিষেবা পান না আর ঠিক সে জায়গায় দাঁড়িয়ে বস্ত্রিরহাট রুক স্বাস্থ্য আধিকারিকের নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে বিরোধীরা। প্রশ্ন উঠছে এভাবে কি সরকারি আবাসনে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করা যায়? যদিও এ ব্যাপারে জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃহিমাদ্রিকুমার আড়ি বলেন - সরকারি আবাসনে কোনও চিকিৎসক রোগী দেখতে পারেন না।

অভিযোগ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।কোচবিহারের তৃফানগঞ্জের বস্ত্রিরহাটের রুক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ৩০ শয্যাবিশিষ্ট। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিম্ন অসম সহ রক্তের ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মানুষ নির্ভরশীল। এই রুক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে একজন দন্ত চিকিৎসক, রুক স্বাস্থ্য আধিকারিক সহ চারজন চিকিৎসক রয়েছেন। অথচ বিএমওএইচ চিকিৎসা পরিষেবার সহযোগিতা না করায় মাত্র দুজন জেনারেল ফিজিশিয়ান দিয়েগোটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালাতে কার্যত হিমসিম অবস্থা। অভিযোগ বেশ কিছুদিন ধরে বিএমওএইচের এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ঠিকমতো চিকিৎসা পরিষেবা না দিয়ে সরকারি আবাসনে প্রাইভেট চেন্সারে রোগী দেখছেন মোটা অংকের বিনিময়। যদিও এ নিয়ে বিএমওএইচ ডঃ মনোরঞ্জন দাসের সাথে একাধিকবার ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও তার কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ইতিমধ্যে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিরোধীরা সরব হয়েছে। বিজেপির জেলা সহ সভাপতি উৎপল দাস বলেন - বস্ত্রিরহাট রুক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিএমওএইচ সরকারি আবাসনে মোটা টাকার বিনিময়ে রোগী দেখছেন। অথচ বেহাল দশায়



পড়ে রয়েছে রুক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রচুর মানুষ প্রতিদিন আসে কিন্তু বিএমওএইচের সেই দিকে দৃ্শ নেই। তিনি সরকারি আবাসনে মহাল তবিয়েতে প্রাইভেট চেন্সার চালিয়ে যাচ্ছেন। উৎপল বাবু বলেন অবিলম্বে তাকে প্রাইভেট চেন্সার বন্ধ করতে হবে এবং উপযুক্ত সরকারি পরিষেবা দিতে হবে সেই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। যদিও এই প্রসঙ্গে তৃফানগঞ্জ-২ রুক তৃণমূল কংগ্রেস সহ-সভাপতি তথা জেলা পরিষদ সদস্য নিরঞ্জন সরকার বলেন - বিষয়টি খতিয়ে দেখে জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ও প্রশাসনের কাছে জানানো হবে।

যদিও বিরোধীদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন বিজেপির খেয়ে কোন কাজ নেই শুধু অপপ্রচার করা। এখানে কোন রাজনৈতিক বিষয় নেই। তবে প্রশ্ন উঠছে যেখানে বারবার রাজ্যে সরকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন সেখানে এহেন ও ঘটনা কেন এখনো চোখে বলল আধিকারিকদের ? রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বারবার যেখানে সূষ্ঠ স্বাভাবিক দিতে উন্নত স্বাস্থ্যপরিষেবা এবং বঙ্গপরিকর ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কোচবিহারের বস্ত্রিরহাটের এই চিত্র কিন্তু অন্য কথাই বলছে। এখন দেখার জেলা প্রশাসন কি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

পশ্চিমবঙ্গ সমবায় কর্মচারী সমিতি হাওড়া জেলা কমিটির ২ য় বার্ষিকী জেলা সম্মেলন

দুরন্ত বার্তা, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া, ১১ মেঃ পশ্চিমবঙ্গ সমবায় কর্মচারী সমিতি হাওড়া জেলা কমিটি - র ২ য় বার্ষিকী জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল গ্রামীণ হাওড়া জেলার উদয়নারায়ণপুরে রায়বাঘিনী রাণী ভবশঙ্করী স্মৃতি বিজড়িত রায়বাঘিনী রাণী ভবশঙ্করী পর্যটন কেন্দ্র - র অডিটোরিয়াম হল এ।



বিগত ব্রামফ্রন্ট সরকার সমবায় কর্মচারীদের সুযোগ - সুবিধা প্রদান,অসুবিধা দূরীকরণে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। বতরান রাজ্য সরকার ও উদাসীনা। পশ্চিমবঙ্গ সমবায় কর্মচারী সমিতি হাওড়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে সমবায় কর্মচারীরা যে আজ ও নানান সমস্যার মধ্যে আছে, কর্মচারীরা যে বঞ্চিত তা ব্যাঙ্গ্য করে, বর্তমান সরকারের দৃষ্টি আকর্ষনের জন্য দাবি সনদ উদয়নারায়ণপুর কেন্দ্রের বিধায়ক সমীর কুমার পাঁজা- র হাতে প্রদান করেন। এই সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ সমবায় কর্মচারী সমিতি - র হাওড়া জেলা কমিটি - র মুখপত্র হাওড়া চলন্তিকা - ১ ম সংখ্যার প্রচ্ছদ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন উদয়নারায়ণপুর কেন্দ্রের বিধায়ক সমীর কুমার পাঁজা। এই সম্মেলনে হাওড়া জেলার সমবায় সমিতি গুলি থেকে ৪০০ জনের অধিক কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সমবায় কর্মচারী সমিতি হাওড়া জেলা সম্পাদক দেবব্রত কর্মকার বলেন, হাওড়া জেলার অধিক কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সমবায় কর্মচারী সমিতি হাওড়া জেলা সম্পাদক দেবব্রত কর্মকার বলেন, হাওড়া জেলার অধিক কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

আমাদের হাওড়া জেলায় ১৪ টি রুক। এই রুক গুলির মধ্যে ১১ টি রুক সংগঠিত রুকবাকি তিনটি রুক শহর কেন্দ্রিক হওয়ায় কৃষি সমবায় সমিতির সংখ্যা খুবই কম। হাতে গোনা কয়েকটি সমিতি থাকলেও নিজেদের দখলে নিয়েছে তৃণমূল। এবার গড়িয়ার সংহতি কো-অপারেটিভ ফ্রেডিট সোসাইটি লিমিটেডে রবিবার নির্বাচনের দিন ছিল। মোট ৭১৮টি আসনে নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিরোধীরা যাদের হাতে এই সমবায় ছিল তারা কেউ মনোনায়ন জমা না দেওয়ায় কোনো আসনেই নির্বাচন হয়নি।

তাদের কাছে আমরা এখন ও পৌঁছাতে পারি নি। বর্তমানে আমাদের জেলায় সংগঠনের সভ্য সংখ্যা ৩৬১ জন। আমরা জেলা সংগঠনের মাধ্যমে জেলার সহ নির্বন্ধক কাছে এবং জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাকেরে মুখ্য নির্বাহী অধিকারিক এর কাছে সমবায় সমিতি ও আমাদের কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে ডেপুটেশন প্রদান করি। আমাদের আগামী দিনের লক্ষ্য জেলার সকল সমিতিতে নির্বাচিত পরিচালক মন্ডলী গঠন করা, জেলার যে সকল সমিতির কর্মচারীদের পে - স্কেল অনুযায়ী মাহিনা প্রদান করা হয় না, সেখানে পে - স্কেল চালু করা, জেলার সকল সমিতির কর্মচারীদের আইডেন্টিটি কার্ড তৈরীতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা, আমাদের সংগঠনের নিজস্ব অফিস গৃহ নির্মাণ করা, জেলার যে সকল সমিতির নিজস্ব অফিস গৃহ নেই, সেই সকল সমিতি যাহাতে সরকারী অনুদানের মাধ্যমে অফিস গৃহ নির্মাণ করতে পারে,তাহার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা, জেলার অন্তর্গত যে সকল সমিতি বন্ধ হয়ে গেছে।

আমানতকারীরা টাকা ফেরত পাচ্ছেন না, সেই সকল সমিতির আমানতকারীগণ যাহাতে তাঁহাদের জানানো টাকা ফেরত পাইতে পারেন, তাঁর জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।

সোনারপুরে সমবায় নির্বাচনে তিনটির মধ্যে দুটিতেই একক ভাবে জয়ী হলো তৃনমূল কংগ্রেসের সদস্যরা

দুরন্ত বার্তা, সোনারপুর, ১১ মেঃ সোনারপুর উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের তিনটি কো অপারেটিভ ব্যাকেরে মধ্যে দুটিতেই বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় জয়লাভ করলো তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থীরা। এতদিন এই ব্যন্ধ দুটির পরিচালন কমিটি বামেদের হাতে ছিল।বহর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। আর তার আগে এই সমবায় ব্যান্ডগুলির পরিচালন কমিটি নিজেদের দখলে নিয়ে আসতে পারায় আরও সুবিধাজনক জায়গায় দল পৌঁছালো বলে মনে করছেন স্থানীয় তৃনমূল নেতৃত্ব। বোড়াল কো অপারেটিভ ব্যাকের পরিচালন কমিটি আগেই নিজেদের দখলে নিয়েছে তৃণমূল। এবার গড়িয়ার সংহতি কো-অপারেটিভ ফ্রেডিট সোসাইটি লিমিটেডে রবিবার নির্বাচনের দিন ছিল। মোট ৭১৮টি আসনে নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল।

কিন্তু বিরোধীরা যাদের হাতে এই সমবায় ছিল তারা কেউ মনোনায়ন জমা না দেওয়ায় কোনো আসনেই নির্বাচন হয়নি।



আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে এই সমবায়ের পরিচালন কমিটির ডিরেক্টর তৈরি করা হবে। মোট ১৫জনকে নিয়ে তৈরি করা হবে ডিরেক্টর বোর্ড।

যারফলে দুজন মহিলা সদস্যও থাকবেন। জয়ী সদস্যদের হাতে এদিন অফিস এই সার্টিফিকেট দেয়া হবে।

রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ১ থেকে ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা । এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার সৌর্য পান্ডেব সদস্য নজরুল আলি মন্ডল সহ জেলা সমবায় দপ্তরের আধিকারিকরা। এই সমবায় দখল করলেও পরিচালন কমিটির কাছে এখন বড় চ্যালেঞ্জ প্রায় ১ কোটি টাকা। এই

খন সমস্টটাই আদায় করার চেষ্টা করা হবে বলে জানিয়েছেন সোনারপুর উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের সাংগঠনিক প্রধান নজরুল আলি মন্ডল। তিনি বলেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের আদর্শকে সামনে রেখে এই সমবায় সম্পূর্ণ গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সাধারণ গরীব মানুষের সেবা করবে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দূরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ১৬১ সংখ্যা সোমবার ২৮ বৈশাখ ১৪৩২

রবি ঠাকুরের ‘মা জননী’

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এক মহীয়সী নারীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। যিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের জন্মদাত্রী। তাঁর কোল আলো করে এসেছিলো বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নক্ষত্র রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মা সারদাসুন্দরী দেবীর স্মৃতি খুঁবি কনা। মাকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেনও খুব কম। সারদা দেবী যখন মারা যান তখন রবীন্দ্রনাথ নিতান্তই বালক। শিশুকালে যখন যাত্রা শুনতে যেতেন, ঘুম পাওয়া মাত্র বাড়ির চাকর আসর থেকে তুলে নিয়ে মায়ের কাছে ঘুম পাড়িয়ে দিত। যাত্রা শুরু হওয়ার পর মা স্বয়ং তাঁকে জাগিয়ে দেবেন, এই ভরসায় তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন মায়ের কোলে কিংবা মায়ের পাশের বিছানায়। মিথোৎসেতের নাম করে রবীন্দ্রনাথ যখন মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়তে যেতে চাইতেন না, তখন মা দাঁড়াতেন রবীন্দ্রনাথের উকিল হলে। তবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মায়ের মৃত্যু স্মৃতি নিয়ে ‘জীবনস্মৃতি’ গ্রন্থে ‘মৃত্যুশোক’ পরিচ্ছদে লিখেছিলেন। মা’র যখন মৃত্যু হয় আমার তখন বয়স অল্প। অনেকদিন হইতে তিনি রোগে ভুগিতেছিলেন, কখন যে তাঁহার জীবন-সংকট উপস্থিত হইতাহলি তাহা জানিতও পারি নাই। এতদিন পর্যন্ত যে-ঘরে আমরা শুইতাম সেই ঘরেই স্বতন্ত্র শয্যায় মা শুইতেন। কিন্তু, তাঁহার রোগের সময় একবার কিছুদিন তাকে বোটো করিয়া গঙ্গায় বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হয় ; তাহার পরে বাড়িতে ফিরিয়া তিনি অন্তঃপুরের তেতালার ঘরে থাকিতেন। যে-রাত্রিতে তাঁহার মৃত্যু হয় আমরা তখন ঘুমাইতেছিলাম, তখন কত রাত্রি জানি না, একজন পুরাতন দাসী আমাদের ঘরে ছুটিয়া আসিয়া চিৎকার করিয়া কাদিয়া উঠিল, ‘ওরে তোদের কী সর্বনাশ হল রে !’ তখনই বউঠাকুরানী তাড়াতাড়ি তাকে ভৎসনা করিয়া ঘর হইতে উনিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেলেন; পাছে গভীর রাতে আচমকা আমাদের মনে গুরুতর আঘাত লাগে এই আশঙ্কা তাঁহার ছিল। স্তিমিত প্রদীপে, অস্পষ্ট আলোকে ক্ষণকালের জন্য জাগিয়া উঠিয়া হঠাৎ বুকটা দমিয়া গেল, কিন্তু কী হইয়াছে ভালো করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। প্রত্যতে উঠিয়া যখন মা’র মৃত্যু সংবাদ শুনিলাম তখনো সে- কথাটার অর্থ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বাইরের বাদ্যাদ্য আসিয়া দেখিলাম, তাঁহার সূসজ্জিত দেহ ছাপনে খাটের উপরে শায়ন। কিন্তু, মৃত্যু যে ভয়ংকর সে-দেহে তাহার কোনো প্রমাণ ছিল না।—সেদিন প্রভাতের আলোকে মৃত্যুর যে- রূপ দেখিলাম তাহা সুখসুপ্তির মতোই প্রশান্ত ও মনোহার। জীবন হইতে জীবনান্তের বিচ্ছেদ স্পষ্ট করিয়া চোখে পড়িল না। কেবল যখন তাঁহার দেহ বহন করিয়া বাড়ির সদর-দরজার কাছে লইয়া গেল এবং আমরা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্মশানে চলিলাম তখনই শোকের সমস্ত ঝড় যেন একেবারে এক দমকায় আসিয়া মানের ভিতরটাতে এই একটা হাফকার তুলিয়া দিল যে, এই বাড়ির এই দরজা দিয়া মা আর-একদিনও তাঁহার নিজের এই চিরজীবনের ঘরকন্যার মধ্যে আপনার আসনটিতে আসিয়া বসিবেন না। বেলো-বইলো, শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিলাম ; গলির মোড়ে আসিয়া তেতালায় পিতার ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম ;তিনি তখনো তাঁহার ঘরের সম্মুখে বাদ্যাদ্য স্তব্ধ হইয়া উপাসনায় বসিয়া আছেন।

সঙ্গীত শিল্পী শান্তিদেব ঘোষ

শান্তিদেব ঘোষ। যাঁর জীবন জুড়ে রবীন্দ্রনাথ। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের নাচের কাণ্ডারী। দীনেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর হয়ে উঠেছিলেন গানেরও ভাণ্ডারী। তখন নতুন গানটি লিখে, সুরটি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে সেই গান তুলিয়ে যেন দরি নিশ্চিত হতেন। গান শুনিয়ে ডাক দিতেন যখন-তখন, আসতে দেরি হলে অভিমান করতেন। তাঁকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ‘আমার গানের সঞ্চয় তোর কাছে আছে;বিশুদ্ধভাবে সে গানের প্রচার করা তোর কাজ।’ গুরুর আদেশ মাথায় নিয়ে সেই কাজ তিনি আজীবন করে গেছেন। ‘তিনি’, শান্তিদেব ঘোষ। শান্তিদেব আপাদমস্তক শান্তিনিকেতনের। কেন না, বাল্য থেকে তাঁর সুদীর্ঘ জীবন শান্তিনিকেতনে কেটেছে, শান্তিনিকেতনের জন্য কেটেছে। তাঁর এই যে ‘শান্তিদেব’ নাম; এর মূলেও আছে শান্তিনিকেতন। এবং অবশ্যই আছে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ। আসলে, শান্তিদেবের পিতা কালীমোহন ঘোষ বঙ্গভঙ্গ যুগের স্বদেশি করা লোক। শান্তিনিকেতন গড়ে ওঠার প্রথম পর্বে এলেন রবীন্দ্রসান্নিধ্যে। বাঁধা পড়লেন আত্মার টানে। যুদ্ধ হলেন রবীন্দ্রনাথের কর্মযজ্ঞে। কালীমোহনের দেশের বাড়ি পূর্ববাংলার মেঘনার পাড়ে বাজাপ্তি গ্রামে। সেখানেই জন্ম হল শান্তিদেবের। কালীমোহনের ভিতরে-বাহিরে অন্তরে অন্তরে তখন কেবলই ‘শান্তিনিকেতন’। তাই পুত্রের নামকরণে অন্তরালেক্টে সেই তীর্থের নামই এসে গেল। নাম দিলেন, ‘শান্তিমা’। সূতরাং শান্তিদেবের পিতৃদত্ত নাম, ‘শান্তিমা’। শান্তিময়ের বয়স বছর তিন হতে-না-হতেই কবির আহ্বানে কালীমোহন সপরিবারে শান্তিনিকেতনের বাসিন্দা হলেন। কবিগুরুর সান্নিধ্য, শিক্ষায়, ছায়াতলে, বোলপুরের উদার মাঠে, লালপথের দু’ধারের শাল জঙ্গলে, খোয়াইয়ের আবধ জলে বড় হয়ে উঠতে লাগলেন শান্তিময়। আশ্রম বিদ্যালয়ে হাজির হতে শুরু করলেন বৃক্ষছায়ার প্রাথমিক শিক্ষার আসরে। পাশাপাশি সঙ্গীত শিক্ষাও চলতে লাগল দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে। ক্রমে সেই পাঁচ-ছ’বছর বয়সেই জয়গা হয়ে গেল মায়ীমুগ্ধ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের গানের দলে। নতুন লেখা গান কবি যখন দিনু ঠাকুরকে শোনান, পেছনে দাঁড়িয়ে শান্তিময়রাও শেখার সুযোগ পেতে লাগলেন। গান শেখার সময় ঘন ঘন মাথা চুলকানোর বদ-অভ্যেস তাঁর। স্টো কবির দৃষ্টি এড়াল না। কবি-কৌতুক হতে তা বঞ্চিতও হল না। ফলে হাসি-খুনসুটির অবিরল স্রোত বইবার অবকাশ পেল। তবে তাতে নির্মলতার অভাব ছিল না।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। তাই জন্য খারাপ কাজ করলে চলবে না। চাই ভালো কাজ করার

সাধক রামপ্রসাদ



কালীভক্ত রামপ্রসাদ মানবদর্শনের ওপরে জোর দিয়ে শ্যামা সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। তিনি মানব সেবার মধ্যে দিয়ে মানবজাতির উত্তরপক্ষে দেখাতে পেয়েছিলেন। তিনি ভক্তিসঙ্গীত রচনা করে মা শ্যামার আরাধনা করতে শুরু করেছিলেন রামপ্রসাদ। শ্যামা সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে রামপ্রসাদ ভক্তিরসকে নিয়ে এসেছিলেন

২৫৬৯ তম বুদ্ধদেবের জন্মদিনে বিশ্ব জুড়ে একটি প্রশ্ন জাগতে শুরু করেছে কেন ভারতবর্ষ গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থানে

অমলেন্দু চৌধুরী

প্রাক বুদ্ধযুগে রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্যে কোথাও প্রত্যক্ষভাবে অহিংসার প্রচার নেই। এই দুই মহাকাব্যে মূলত যুদ্ধ, প্রাণহানি, হিংসা বা পরস্পরের বিরুদ্ধে ছল কপট, যেন-তেন প্রকারে নিজের শক্তি কায়েম করা। তারজন্য সাধারণ প্রজার ভালোমন্দের খেয়াল রাখা হয়নি।

ফলে রামায়ণ ও মহাভারতে



অহিংসা প্রাধান্য পায়নি বরং সহিংস কূটনৈতিক কার্যকলাপ প্রাধান্য পেয়েছিল। অর্জুন যখন জ্ঞাতি আত্মীয় আতাদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করতে দ্বিধাগ্রস্ত, তখন শ্রীকৃষ্ণ নানাভাবে, নানা যুক্তিতে অর্জুনের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে উদ্বুদ্ধ করে -ছিলেন। অর্জুণকে হিসায়ে উদ্বুদ্ধ করা বোঝায়,তার অহিংস নীতি। প্রাক বুদ্ধ যুগে ভারতে হরত বার বার ধর্মরাজ্য স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু প্রত্যেকবারই স্থাপিত হয়েছে সংহারধর্মই,হিংসারধর্ম।

তথাগত বুদ্ধ ভারতের রাজনীতিতে সর্বপ্রথম অহিংসারধর্ম স্থাপিত করলেন। তিনি তাঁর অবিস্মরণীয় ত পশ্চায়,জ্ঞানে, গরিমায় প্রমাণিত করলেন অহিংসারধর্ম রাজপালন করলে, সেই রাজ্যের আদ্বিক,আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক সংস্কৃতিগত উন্নতি সর্বাধিক হয় এবং দেশ ও সমাজের ব্যক্তিত্ব এমন এক স্তরে উন্নীত হয়,

যেখানে রণ-সজ্জার প্রয়োজন হয়না। প্রজাগণ সশস্ত্রচিহ্নে রাষ্ট্রক্ষমতার উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হয়। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস হয়, সে যে কাজ করছে, তা তার নিজের উন্নতিসাধনের জন্যই কাজছে। রাষ্ট্রের প্রতি ভীত নাহয়ে, ফলে যে কাজ সে করে, তার সর্বাঙ্গীণ সার্থকতা আসে। প্রত্যেক প্রজার ব্যক্তিগত সার্থকতার সমন্বয়ে আপনা থেকে রাষ্ট্রের সার্থকতার বিস্তার ঘটে। এই পদ্ধতির রাজনীতি সর্বপ্রথম ভারতের

ইতিহাসে দেখা যায় বিবিসারের সময়ে তথাগত বুদ্ধের জীবিতকালেই।

হিংসা অহিংসার যুদ্ধ তথাগত বুদ্ধের কালেই বর্তমান ছিল। অজাতশত্রু রাজা বিবিসারকে প্রথমে বন্দী, পরে হত্যা করে মগধের সিংহাসন অধিকার করেন সহিংস পদ্ধতিতে তথাগত বুদ্ধের জীবিতকালেই।একথা চিন্তা করলে বোধহয় ভুল হবে না, দেবদত্ত আরও বৈদিক শক্তিরের সাহায্যে

শক্তিমান হয়ে তথাগত বুদ্ধের বিরস্দ্ধাচারণ করেন এবং অজাতশত্রুকে গোপনে উভেজিত করে সিংহাসন গ্রহণে প্রলুব্ধ করেন। বৈদিক সভ্যতার রীতি অনুযায়ী সহিংস পদ্ধতি-চিরাচরিত পদ্ধতি এবং ভগবান বুদ্ধের অহিংসা মন্ত্র সাধারণ সমাজের পক্ষে একেবারে নুতন এবং প্রথা বিরুদ্ধ। মানুষের আদ্বিক আধ্যাত্মিক ও সামাজিক উন্নতি অহিংসা পদ্ধতিতে ঘটেতে পারে, সে বিশ্বাস সকলের মনে বদ্ধমূল হয়নি, বিশেষ করে যুবসমাজের। সেইজন্যে অজাত শত্রু অতি সহজেই বৈদিক তথা প্রাক বুদ্ধ যুগের রীতিনীতি গ্রহণ করেন এবং বৌদ্ধমন্ত্রকে অবিশ্বাস করেন।

সাধারণ প্রজা শান্তিপ্ৰিয় এবং আপন সংসারের কল্যাণেই ব্যস্ত থাকেন।রাষ্ট্রক্ষমতা যদি সহিংস হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার হয়,সাধারণ প্রজা শান্তিপ্ৰিয়,সহিংস রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জগণগের উন্নতিবিকাশ হয় না। হতে পারে না। পৃথিবীর যে শক্তি সহিংস পদ্ধতিতে উত্থান লাভ করেছে, তার স্থিতি ততদিনই থেকেছে, যতদিন রাষ্ট্রক্ষমতার শক্তি অব্যাহত থেকেছে। রাষ্ট্র ক্ষমতা অন্তিমিত হবার সঙ্গে সঙ্গে অথবা হস্তান্তর হবার সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্ষমতা বা সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি সাধন ঘটেছে। এর মুখ্য কারণ সাধারণ মানুষের ভীতির প্রাধান্য ছিল সাম্রাজ্যবিস্তারে। ভীতির

শিকড় সমাজের গভীরে প্রোথিত হয় না, তাই সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি ও গভীরতার সৃষ্টি হয় না ফলে সহিংস পদ্ধতিতে যে রামরাজ্যের বিস্তার লাভ করে, অতি অল্পদিনে এবং অতি অল্প কারণেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

অহিংসামন্ত্রে মানুষের আপন ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত গভীর ও উজ্জল হয়। একজন সহিংসবাদী এবং একজন অহিংস-বাদী মানুষ যদি সম্মুখীন হয়ে কথপোকাখন করেন, সহিংসবাদী মানুষ সর্বদা ভীত সঙ্কুচিত ও সন্দেহাকুল হয়ে থাকেন, আর অহিংসবাদী মানুষ নির্মল মনে ‘চিন্ত যোথা ভয়শূন্য উচ যোথা শির’। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা গেছে অহিংসার সঙ্গে হিংসার যতবার আমন-সামনে হয়েছে, প্রত্যেক-বারই হিংসার পরাজয় ঘটেছে। হিংসার মাধ্যমে চরিত্রের যে ব্যাপ্তি ও গভীরতা ঘটে, অহিংসার মাধ্যমে তার চেয়ে অনেক বেশি গভীরতা ও ব্যাপ্তি ঘটে, সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী করে তোলে ভয়শূন্যতা। অহিংসা পদ্ধতি অবলম্বন করলে মানুষকে এমন ভয়শূন্য করে তোলে যে, তখন সে আপনা হতেই যে কোন মঙ্গলময়, কল্যাণময় কার্য সমাধা করতে পারে।

অজাতশত্রু তাঁর রাজ্য সম্প্রসারিত করেন এবং রাজধানী পাটলীপুত্রে স্থানান্তরিত করেন। সাম্রাজ্যের বিশালতা সৃষ্টি করা সত্ত্বেও তিনি স্বস্তি পাননি অহিংসা -, শক্তির অবির্ভবনীয় প্রভাবের জন্য। অজাতশত্রু সাম্রাজ্য বিস্তার করছিল, মুখ্যত জনসাধারণের অহিংসানীতির বিশ্বাসের জন্য। জনসাধারণ যদিও অজাতশত্রুর হিংসা-বাদী সাম্রাজ্যে বাস করছেন, তবু তাদের আন্তরিক বিশ্বাস ছিল বুদ্ধের অহিংসামন্ত্রের ওপর। বুদ্ধের মন্ত্রে সর্বসাধারণ উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত ছিল বলেই অজাতশত্রুর সময়কালে মগধ রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন হয়।

বুদ্ধোত্তর কালে ভারতের পর মত সাম্রাজ্যের বিস্তার, সেই সাম্রাজ্যের প্রধান যদি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হন, তাহলে সেই সাম্রাজ্যের উৎকর্ষতা ও উন্নতি আশাশ্রুচরী হয়ে উঠে। শিক্ষায়, দীক্ষায়, সংস্কৃতিতে ভারতের সভ্যতা বুদ্ধোত্তর যুগে সর্বাঙ্গেক্ষা উন্নত হয়।নালন্দা মহা-বিদ্যালয়ের মত মহান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।সম্রাট অশোক থেকে শুরু করে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। সম্রাট অশোক প্রথম জীবনে সহিংসপন্থী থাকলেও পরবর্তী জীবনে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হন এবং মানবচরিত্রের চরম বিকাশ হয়। নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয় স্বয়ংশাসিত শিক্ষা কেন্দ্রে কোন সম্রাট বা রাজা কোনভাবেই অধিকার বা আধিপত্য

যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকতে চলেছে?

স্থাপিত করেননি। অশোক থেকে হর্ষবর্ধন পর্যন্ত রাজাধিরাজ নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে কৃষিক্ষেত্র ও অর্থ দান করতেন। নালন্দা বিশ্ব বিদ্যালয়ের নিজস্ব কৃষিক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপক জমি চাষ করতেন এবং সারা বৎসরের আহার্য সংগ্রহ করতেন। নালন্দার কীর্তি ও খ্যাতি সে সময়ে শুধু ভারত নয়, বহির্ভারতেও সম্প্রসারিত, তারা নালন্দায় এসে বহু বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। হর্ষবর্ধনের পর থেকে হিন্দুযুগের অভিযান শুরু হয় এবং বুদ্ধধর্মের দীপ্তি স্নান হতে আরম্ভ করে। তুর্কি অভিযানের পর নালন্দা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। হিন্দুযুগের পর ভারতের ইতিহাসে নেমে আসে মুসলমান যুগ, তারপরে বৃটিশ যুগ। বুদ্ধের পর অহিংসা ধর্ম প্রচার করেন যীশুখ্রিস্ট।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী তাঁর নীতি নির্ধারণ করেন বুদ্ধের অহিংস নীতি থেকে, এই নীতি গ্রহণ করার পূর্বে ভারতীয় মন পরিণত ও উন্নত করে দিয়েছিলেন কয়েকজন অবতার রূপী মনীষী, যাঁরা বুদ্ধেরই অনুসারী যেমন লালন, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণভারতী প্রভৃতি মনীষীরা ভারতের সাধারণ মানুষের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ ও উন্নত করে গিয়েছিলেন।

তথাগত বুদ্ধ অনুভব করেছিলেন ধর্ম প্রচারের সঙ্গে যদি আর্ডের সেবা, দারিদ্রমোচন না করা হয়, তাহলে স্থানীয় মানুষ সেই ধর্মকে মনে গ্রাণে গ্রহণ করবেন না। বৌদ্ধধর্মের যখন প্রচার শুরু হয়, তখন ভিক্ষুসংঘে বিভিন্ন স্থানে সেবা যত্ন চিকিৎসার সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করেছিলেন। সম্রাট অশোকের পুত্র কন্যা মহেন্দ্র ও সখ্যমিনীরা কথ কথায় উন্নতি,পুনরাবুত্তি নিম্ময়োজন।সিংহলের (বর্তমান শ্রীলঙ্কা) প্রাচীন রাজধানী অনুরাধাপুরে বৌদ্ধযুগে বিরাট হাণপাতাল ছিল এবং অশোক হতে হয় এই ভেবে বর্তমান কালের মতই আধুনিক পদ্ধতিতে সমস্ত চিকিৎসা করা হত।

খৃষ্টপূর্ব যুগে ভারতের আসন সর্বোচ্চ ছিল। বর্তমানকালের ভাষায় মাকে বলা হয় তৃতীয় বিশ্ব, সেই অবস্থা খৃষ্টপূর্ব যুগে ইউরোপ আমেরিকার ছিল। নালন্দার শিক্ষা ও সংস্কৃতি শুধু ভারত নয়, ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তিব্বত থেকে শুরু করে চীন, এশিয়া মাইনর সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠেছিল। হারুণ-অল-রসিদ অত্যন্ত পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দুজন পণ্ডিতকে নালন্দায় পাঠান এবং তাঁরা চরক ও সুশ্রুতসংহিতা পারসিক ভাষায় অনুদিত করে পারস্যে নিয়ে যান। ভারত থেকেই চিকিৎসাশাস্ত্র প্রথমে এশিয়া মাইনরে প্রচলিত হয়, তারপর

রেনেসাঁসের সময় এশিয়া মাইনর থেকে পাশ্চাত্য দেশে প্রবাহিত হয়। সেখানে পরবর্তীকালে ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নতি ও পরিবর্তন করে, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের সৃষ্টি হয়।

ভারতবর্ষ যে সে সময়ে শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু ছিল, তা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ, ফা হিয়েন, ছুয়েন সাং প্রভৃতির জীবনামর্শ থেকে অনায়াসে বোঝা যায়।

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মৃত্যু ঘটতে শুরু করে মুসলমান শক্তির আধিপত্যের সঙ্গে। মুহম্মদ ঘোরী, ইব্রাহিম লোদী বা বাবর যখন ভারতে আধিপত্য বিস্তার করেন, তখন ইসলাম ধর্মেরও প্রচার ও প্রসা বিস্তার আরম্ভ করেন। হিন্দু যুগের শিক্ষা সংস্কৃতিকে কবরস্থ করে, ভারতে প্রসারিত করেন উদ সাহিত্য ও সংস্কৃতি। সংস্কৃত ভাষার অপমৃত্যু ঘটে মুসলমান শক্তি সহিংসপদ্ধতিতে ভারতবর্ষকে জন করেন, তাই কোনদিনই ভারতের মানুষের ভালবাসা শ্রদ্ধা লাভ করতে পারেননি।

ভারতে তখন খৃস্টধর্মের প্রচার ও প্রসার যে মিশনারী পদ্ধতি তা ছবছ বৌদ্ধ পদ্ধতিতে স্নেহ ভালবাসা চিকিৎসা অর্থনৈতিক উন্নতি বিকাশ ঘটিয়ে স্থানীয় মানুষদের ধর্মান্তরিত করতে শুরু করেছিল। খুব সহজেই এই ধর্মান্তরিত করণ সফল হয়।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী যখন ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন, তখন ভারতের মানুষের মনে বঞ্চনার ক্ষোভ, দারিদ্রের জলন, বৃটিশ রাজশক্তির অত্যাচারে জর্জরিত। গান্ধী অনুভব করেন সমস্ত ভারতবাসীকে একত্র করে বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গেলে সহস্রাধিক গান্ধী এবং সহিংস আন্দোলন সম্ভব নয়। তার পূর্বে সিপাহী বিদ্রোহ এবং অন্যান্য সমস্ত বিদ্রোহ অতি সহজেই বৃটিশ শক্তি পরাজিত করে। মহাত্মা গান্ধী অনুভব করলেন, বিনা অস্ত্রে বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গেলে অহিংসাপন্থায় করা শ্রেয়ঃ। গান্ধী ভারতবাসীর চরিত্র বিশ্লেষণ করে অনুভব করলেন একমাত্র বৌদ্ধধর্মকে ভারতবাসী মনে গ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী বৌদ্ধধর্মের মানবিক নীতির সঙ্গে খৃষ্টধর্মের মিশনারী কার্য-কলাপ মিশ্রণ করে সৃষ্টি করেন গান্ধীবাদ। মহাত্মা গান্ধী বৌদ্ধধর্মের অনুসরণে ভারতবাসীর চরিত্রে সাহসি-কথা ও সভ্যতার অনুপ্রবেশ ঘটাতে আরম্ভ করেন।

অনস্বীকার্য যে ভারতের বৈশ্ববিক পট ভূমিকায় গান্ধীবীর অহিংসাবিপ্লব ছাড়া ভারতের স্বাধীনতালাভ সম্ভব হত না বুদ্ধের নীতি সমসাময়িক রাজনীতিতে প্রতিফলিত এবং প্রতিভাত

পাঠকদের লেখা ‘স্মৃতির সরণী বেয়ে’

বিশেষ প্রতিবেদক
‘বর্খদিন ধরে, বহু ক্রোশ দূরে/বহু ব্যয় করি, বহু দেশ ঘুরে/দেশিতে গিয়াছি পর্বতমালা, দেখিতে গিয়াছি সিদ্ধ। /দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া, ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া/একটি গানের শী’য়ের উপরে, একটি শিশির বিপ্দু...।’ না সতিই দেখা হয়নি। আসলে আমার উত্তর কলকাতার বাড়ির এতো কাছে , তাই বাড়ির রান্না না খেয়ে বাইরে খাবো ভেবে দেখিনি কোনোদিনই।
শতাব্দী প্রাচীন ভোজনালয় , কৈলাশ বোস স্টিটের জগন্নাথ ভোজনালয়ে আজ সত্যি সত্যি খাওয়া দাওয়া সেরে নিলাম। এই দোকানের ইতিহাস নিয়ে বিভিন্ন সময়ে ফেসবুকে অনেক লেখা আছে। আগে আমিও লিখেছি তাই আজ না হয় ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া করলাম না।
পাইস হোটেল, এখানে টেবিল চেয়ারের পাশাপাশি মাটিতে বসে খাওয়া যায়। খাবার পরিবেশন করা হয় কাঁসার থালার সাথে কলা পাতায়। আসলে একটু খুঁতখুঁতে বলে ঠিক করলাম কলা পাতায় খাবো এতে সেই পুরোনো আমেজটা ফিরে আসবে। দোকানের মালিক উমাকান্ত নিজেই রান্না করেন আবার বিজসেস আওয়ার্সে ক্যাশ সামলায়।
প্রসঙ্গত বলতে বাধ্য হলাম এখানে পর্যন্ত যে কটা পাইস হোটেলে খেলাম তাদের মধ্যে এদের রান্না সেরা।
দূরকম মাছ নিয়ে ভাগাভাগি করে খেলাম সাথে আলু ভাজা, পটলের তরকারি, ডাল , ভাত এবং আরও দুবার করে ভাত নিয়ে ডেটকি মাছ আর কাতলা মাছের পেটি নিয়ে খরচ হলো মাত্র ৪২০ টাকা। ৪২০ হলে কি হবে উমাকান্ত খাবারের স্বাদে পরো ১০০ তে ১০০ পেয়ে

হয়েছিল বলেই অজাতশত্রুর কাল থেকে হর্ষবর্ধন পর্যন্ত ভারতের সমাজ স্বর্ণাঞ্ছল। সভ্যতায় ঋগ্বেদে শিক্ষায় শৌর্ধে’ বীর্ধে’ পৃথিবীর সর্বোচ্চ আসনে ভারত সমাসীনা ছিল। ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় সেই সময়ের রাজা বা সম্রাট নিজে ত্যাগী সমাসী, ন্যায়াধীশ এবং দানবান ছিলেন। সম্রাট অশোক তাঁর রাজকোষের সমস্ত অর্থসম্পদ দান করে, আধখানা আমলকী হস্তমুষ্টিতে নিয়ে বলে-ছিলেন এই আমার শেষ অবলম্বন। সেই সমাসী-সম্রাটের স্মৃতি শত সহস্র বছর পরেও আজ আমরা শ্রদ্ধা-ভরে স্মরণ করি।

অহিংসাবাদ আপন চরিত্রকে দৃঢ় করে, আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। সেই আত্মবিশ্বাসের সামনে সহিংসবাদী মানুষ তর্ক করতে পারেন না, কিছুক্ষণ তর্ক করার পরে আপন আত্মবিশ্বাসের অভাবে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য। অহিংসার কাছে কোনও দিনই হিংসা জয়লাভ করতে পারেনি। সহিংস মানুষের আত্মভয় আছে, তাঁর চারিপাশে সিকিউরিটি গার্ড থাকে, কিন্তু যিনি অহিংস মানুষ, তিনি ভয়, ক্রোধও, লোভ মোহ মাংসহরের ওপরে অধিষ্ঠান করেন, তিনি সদাসর্বদাই মৃত্যুর মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে থাকেন, ফলে তাঁকে মৃত্যুভয় কোনও দিনই স্পর্শ করতে পারে না। অহিংসার জ্যোতিতে অহিংসা-বাদী মানুষের মুখে এবং দেহে এমন এক জ্যোতির প্রকাশ ঘটে, যার ছটা সহিংসবাদী মানুষ সহ্য করতে পারেনা না।সহিংসবাদী মানুষ অহিংসাবাদী মানুষের সামনে সভ্যতার শিখরে অজন্তরম্পদ জরিত হন এবং অবশেষে নিজের কাছেই পরাজয় স্বীকার করেন।

প্রত্যেক দেশই নিজেকে শক্তিশালী করে তোলার জন্যে পারমাণবিক বোমা সৃষ্টি করছেন। এই বিধ্বংসী শক্তির ক্ষমতা করায়ও কেন নিজেরাই দুর্বল হতে হয়ে পড়ছেন। একবার কল্পনা করে দেখুন, প্রত্যেক দেশ নিজের নিজের নিউক্লিয়ার বোমা ফাটানোর বোতাম এখনও সচিৎ দিলেন। সমস্ত দেশই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। প্রত্যেক দেশেরই নিরীহ মানুষ দান্তিক ক্ষমতার স্বীকার হয়ে যাবে। ফলে সমগ্র প্রাণের শিখরে উঠেও মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকারের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে, যারা বোমাম টিপবেন তাঁরাও রেহাই পাবেন না। বুদ্ধনীতির প্রভাৱ এখনও যদি প্রসারিত না হয়, সমগ্র বিশ্ব বিংশ শতাব্দীর শেষলগ্নে উপস্থিত হবে। দু’হাজার শতাব্দীতে প্রাণীহীন পৃথিবী জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। এখনও যদি প্রত্যেক দেশ অহিংসবাদ অবলম্বন করে, তাহলে দশ বছরের মধ্যে সমগ্র পৃথিবী সোনার পৃথিবীতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

(লেখকঃ বুদ্ধ গবেষক)

রবীন্দ্রনাথের রামকৃষ্ণদেব সাক্ষাৎকার নিয়ে বহু বিতর্ক রয়েছে তার সমাধান করছে গবেষকেরা

বিশেষ প্রতিবেদক
শ্রীরামকৃষ্ণ ও রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য আধ্যাত্মিকতা। শ্রীরাম কৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের একটিই বৈশিষ্ট্য, তা আধ্যাত্মিকতা। বর্তমান ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ পুরুষের আবির্ভাবের স্থান, কাল ও ভাবের নেকট্য সত্ত্বেও যথার্থ যোগাযোগ



কতখানি হয়েছিল সে-ব্যাপারে অনেকের কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি না হয়েও কলকাতার উপকণ্ঠে দক্ষিণেশ্বরের দেবায়তনে শ্রীরামকৃষ্ণের নীরব উপস্থিতির কথা তাঁর ভক্ত, শিষ্য ও অনুরাগিণীদের অনেকেই যেভাবে জেনেছিলেন অর্থাৎ প্রখ্যাত ব্রাহ্মচেন্তা কেশবচন্দ্র সেনের লেখনী মারফত, রবীন্দ্রনাথও সেইভাবে শ্রীরাম কৃষ্ণের কথা জেনেছিলেন বলে ধরে নেওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কেশবচন্দ্র ও ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট নেতাদের এবং তদানীন্তন কলকাতার ‘এলিট’ সমাজের কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তির ঘনিষ্ঠতা ছিল। ব্রাহ্মসমাজের উৎসব-অনুষ্ঠানে একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী ওইদিন সমবেতকণ্ঠে যে-ভক্তিগীতি পরিবেশিত হয় তা পরিচালনা করেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। তখন তাঁর বয়স বাইশ। রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে ওইদিনের কথা উল্লেখ করে লিখেছিলেন, পরম হংসদেবকে একদিন দর্শমিনিটের জন্য দু’থেকে দেখেছি। বহুকাল পরে লেখা এই চিঠিতে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ কালের ব্যাপ্তি সন্দেহে তাঁর হয়তো বিস্ময়গ্রন্থ হয়ে থাকবে। তিনি যে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ য়র কথা মনে ত ও পড়েছিলেন সেকথাও তিনি একটি চিঠিতে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন।শ্রীরামকৃষ্ণ যখন ১৮৬০-এর দশকে মথুরাবারাম সঙ্গে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে মহর্ষি

দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তখন রবীন্দ্রনাথ নিতান্ত বালক। তবে বড় হয়ে সেকথা নিশ্চয়ই পারিবারিকসূত্রে তিনি জেনেছিলেন। এর পর জোড়াসাঁকোর কাছেই সিমলার অধিবাসী সুযোগ্যক, প্রায় সমবয়সি এবং ব্রাহ্মসমাজের অনুরাগী নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় সমবেতকণ্ঠে কয়েকটি গান পরিবেশনের সূত্রে।সে-যোগাযোগ পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও রেন্দ্রনাথের শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসা এবং বিবেকানন্দে রূপান্তর ---এসবই রবীন্দ্রনাথ জানতেন। ১৮৮৬ সালে শ্রীরাম কৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর বাংলা তথা ভারত এমনকী পাশ্চাত্যেও তাঁর ক্রমবর্ধমান পরিচিতি ও প্রভাবের বিষয়েও রেন্দ্রনাথ অবহিত ছিলেন বলে মনে হয়। প্রখ্যাত ফরাসি ভাষাবিদ ও উক্তির মন্তব্য তার কোনও প্রতিফলন হয়েছিল কি না। এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রখ্যাত জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি তাঁর ‘রবীন্দ্ৰ জীবনকথা’ লিখেছেন,(১৯৩৬ সালে) রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের জন্য (রবীন্দ্রনাথ) চার পংক্তির কবিতা ও তার ইংরাজী তর্জমা লিখে পাঠালেন।বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা/ ধ্যানের মগ্নতার মিলিত হয়েছে তারা।/ তোমার জীবনে

অসীমের লীলাপথে/ নুতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে;/ দেশ বিদেশের প্রণাম আনিল টানি/ সেখায় আমার প্রণতি দিলাম আনি।’ ১৯২৫ সালে হাউরি ইন্দিরাকে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, ‘মন্টা কিভাবে ভিতরে ভিতরে লেখা সম্বন্ধে হরতাল নেবার পরামর্শ দিয়েছেন। টাকা ছুঁলেই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের যে রকম সর্বাস্বে আক্ষেপ উপস্থিত হত কলম ছুঁতে গেলেই আমার সেরকম হয়।’ এর পর ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন ইউরোপ ভ্রমণে যান তখন নিজেই আত্মহী হয়ে সুবিখ্যাত ফরাসি লেখক ও মনীষী রোম্যাঁ রোল্যার সঙ্গে দেখা করেন। সেই সময় তিনি নিজেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ তোলেন এবং এ-নিয়ে দুজনের যে-আলোচনা হয় রোল্যা তাঁর ডায়েরিতে তা লিপিবদ্ধ করেন। পরবর্তী যুগে সে-ডায়েরি প্রকাশিত হয় এবং অধুনা তার বাংলা অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৩১ সালে মালঞ্চ’ উপন্যাস লেখেন রবীন্দ্রনাথ। এটি শুরুই হচ্ছে অসুস্থ নারীকান্তা নীরজা ও তার ঘরের বর্ণনা দিয়ে যেখানে বলা হয়েছে দেওয়ালে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ছবি। ভিন্ন একটি জায়গায় অসুস্থ নীরজা তার দেওর রমনেকে বলছে, যখন চোখের জলে ভিতরে ভিতরে বুক ভেসে যায় তখন এই পরমহংসদেবের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকি।কিন্তু গুঁর বাণী তো হৃদয়ে পৌঁছায় না। তার একটু পরেই নীরজা ওই ছবির দিকে তাকিয়ে দৃঢ়ত্ব জোড় করে বলে বল দাও ঠাকুর, বল দাও, মুক্তি দাও মতিহীন অধম নারীকে। ‘পথ ও পাথেয়’ প্রবন্ধেও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নাম করেছিলেন। লিখে যান।

ফ্যাশন ও রুপচর্চা

দাসপ্রথাপরবর্তী কৃষগাঙ্গদের ফ্যাশন

পুরো আমেরিকায় প্রভাব বিস্তার করেছে

ভোর সাড়ে চারটা থেকে সকাল সাতটা পর্যন্ত হয়ে গেল ফ্যাশনজগতের সবচেয়ে জমকালো আয়োজন মেট গালা। দুনিয়ার সব ফ্যাশনিন্ত্রা অপেক্ষায় থাকেন এই আয়োজনের জন্য। মে মাসের প্রথম সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অব আর্টে আসর বসে দুনিয়ার সেরা তারকাদের। মেট গালা অবশ্য যে সে আসর নয় বরং তারকা থেকে শুরু করে তাঁদের পোশাক, সবকিছু থাকে আতশি কাচের নিচে। আভিজাত্য ও এক্সক্লুসিভিটিই যার মূল লক্ষ্য। কয়েক মাস আগেই জানিয়ে দেওয়া হয় মেট গালার থিম। সব তারকাই নিজের পোশাক তৈরি করেন সেই থিম মেনে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এ বছরের মেট গালার থিম ছিল ‘সুপারফাইনঃ টেইলরিং ব্ল্যাক স্টাইল’। প্রতিবছর মেট গালার থিম নির্ধারিত হয় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিভূমির ওপর ভিত্তি করে। এবার থিম ঠিক করা হয়েছে কৃষগাঙ্গদের ফ্যাশন কেন্দ্র করে। এবারের অতিথিদের জন্য পোশাক কোড ‘টেইলরড ফর ইউ’। দাসপ্রথাপরবর্তী কৃষগাঙ্গদের ফ্যাশন যেভাবে পুরো আমেরিকায় প্রভাব বিস্তার করেছে, নতুন জেয়ার সৃষ্টি করেছে, তার প্রদর্শনীই হবে এবারের মূল লক্ষ্য। উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে আব্রাহাম লিংকনের প্রচেষ্টায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে চিরস্তরে নিষিদ্ধ হয় দাসপ্রথা। যদিও তার প্রায় ৬০ বছর আগে থেকে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে আফ্রিকা থেকে দাস আনা নিষিদ্ধ হয় যুক্তরাষ্ট্রে। কিন্তু দাসপ্রথা নিষিদ্ধ হলে কী হবে, সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে কৃষগাঙ্গদের প্রতি বিরূপ মনোভাব তখনো বেশ ভালোভাবে



বিদ্যমান ছিল। নিজেদের অধিকার ফিরে পেলেও সমাজে তখনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি কৃষগাঙ্গরা। ফ্যাশন থেকে শুরু করে প্রাত্যহিক কার্যক্রম, সমাজের প্রতিটি পদে মুখোমুখি হতে হয়েছে বর্ণবাদের। সমাজের নিচু স্তরে ছিল তাঁদের অবস্থান।

ব্ল্যাক ড্যান্ডিইজম কী

ফ্যাশনবিশেষজ্ঞরা উপলব্ধি করেছিলেন, সমাজের এই অচলবস্তু থেকে বের হতে চাইলে সবার আগে প্রয়োজন অর্থনৈতিক মুক্তি, অতঃপর ফ্যাশনের মুক্তি। কথায় আছে, প্রথমে দর্শনদারি এরপর গুণবিচার। ফ্যাশনের দিক থেকে যদি শ্বেতাঙ্গদের টেকা দেওয়া সম্ভব হয়, তবেই সমাজে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করা সম্ভব। সেই চিন্তাধারা থেকে ফ্যাশনজগতে আবির্ভূত হয় নতুন এক ধারা ‘ব্ল্যাক ড্যান্ডিইজম’। ড্যান্ডিইজম যতটা না ছিল ফ্যাশন, তার চেয়ে বেশি ছিল স্টেটমেন্ট। সমাজের চোখে আঙুল

দিয়ে নিজেদের অবস্থান দেখিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা। ড্যান্ডিইজমের সূচনা হয়েছিল ব্রিটিশ লেখক বাও ব্রামেলের হাত ধরে। আঠারো শতকের দিকে ব্রিটেন তখনো অ্যারিস্টোক্রেটিক ফ্যাশনে মশগুল। সেখান থেকে সরে এসে নতুন ধাঁচের পোশাক পরতে শুরু করেন বাও ব্রামেল। তাঁর কথা ছিল, ‘এমন পোশাক পরো, যাতে তোমার পোশাক নিয়ে কথা না বলতে হয় বরং পোশাক তোমার হয়ে কথা বলে।’ ধীরে ধীরে ব্রামেলের পোশাক পরিণত হয় নতুন ট্রেন্ডে। কৃষগাঙ্গরা উপলব্ধি করেছিলেন, সমাজে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে ফ্যাশনে নতুন কিছু করতে হবে। আর সে পথটা তৈরি করে দিয়েছিল ব্ল্যাক ড্যান্ডিইজম।

হারলেম রেনেসাঁ থেকে এবারের মেট গালা

বিশ শতাব্দীর শুরুর দিকে নিউইয়র্ক শহরের হারলেম ছিল

হারলেম রেনেসাঁ। তথাকথিত হোয়াইট ফ্যাশনের বিপরীতে ব্ল্যাক ড্যান্ডিইজম ছিল কৃষগাঙ্গদের প্রতিবাদের ভাষা। সমাজের উঁচু পদে যখন শ্বেতাঙ্গরা ছড়ি ঘোরাচ্ছেন, তখন ব্ল্যাক ড্যান্ডিইজম ছিল কৃষগাঙ্গদের ফ্যাশনে মুক্তির পথ। তাই তো প্রায় দেড় শতাব্দী পরও ব্ল্যাক ড্যান্ডিইজম টিকে আছে স্বমহিমায়। টেইলরড সুট, উজ্জ্বল



কৃষগাঙ্গ সংস্কৃতির চারণভূমি। ফ্যাশন থেকে শুরু করে আন্দোলন, সবকিছুর সূচনালগ্নে জড়িয়ে আছে হারলেম।

ব্ল্যাক ড্যান্ডিইজম ডানা মেলে এই হারলেম থেকেই। যে কারণে অনেকে বিশ শতাব্দীর ব্ল্যাক ড্যান্ডিইজমকে আখ্যা দেন ‘হারলেম রেনেসাঁ’ হিসেবে। হারলেম রেনেসাঁর উদ্দেশ্য ছিল একটাই, কৃষগাঙ্গদের জন্য আলো। একটি ফ্যাশন ট্রেন্ড তৈরি করা। যেখানে কৃষগাঙ্গ সংস্কৃতির সঙ্গে মিশ্রণ ঘটিবে ইউরোপীয় স্টাইলের। শার্প সুট, উজ্জ্বল রং, পালিশ করা জুতা, বোটাই, হ্যাটকৃষগাঙ্গদের নতুন করে সমাজের সামনে পরিচয় করিয়ে দেয়

রং আর ডিজাইনের সমাহার, হ্যাটকৃষগাঙ্গ ফ্যাশন ট্রেন্ড এখনো বহাল তবিয়তেই আছে। ব্ল্যাক ড্যান্ডিইজম মিশে গিয়েছিল কৃষগাঙ্গ সমাজের প্রতিটি পদে পদে। প্রাত্যহিক কাজ থেকে শুরু করে অধিকার আদায়ের আন্দোলন, ব্ল্যাক ড্যান্ডিইজম ছিল নিজেদের খুঁজে পাওয়ার গল্প। হারলেম রেনেসাঁ থেকে সিভিল রাইটস মুভমেন্ট, ব্ল্যাক ড্যান্ডিইজম কৃষগাঙ্গদের মুক্তির পথ দেখিয়েছে যুগে যুগে। এবারের মেট গালা সেই ইতিহাস আরেকবার সামনে হাজির করল। কয়েক শতাব্দী ধরে কৃষগাঙ্গদের বঞ্চনা ও সংগ্রামের গল্প ফুটে উঠেছে ড্যান্ডিইজমের মাধ্যমে।

নেকলেসটি বিখ্যাত কার্টিয়ের টুসার অনুপ্রেরণায় তৈরি

ফ্যাশনজগতের সবচেয়ে জমকালো আয়োজন মেট গালা। দুনিয়ার সব ফ্যাশনিন্ত্রা অপেক্ষায় থাকেন এই আয়োজনের জন্য। মে মাসের প্রথম সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অব আর্টে আসর বসে দুনিয়ার সেরা তারকাদের। এ বছরের মেট গালার থিম ছিল ‘সুপারফাইন, টেইলরিং ব্ল্যাক স্টাইল’। তারকাশের ঝলমলে উপস্থিতির মধ্যে অনেকেই প্রশংসিত হয়েছেন সাজের কারণে। ধনকূলের মুকেশ আশ্বানির মেয়ে ইশা আশ্বানি। তবে তিনি এখন নিজ যোগ্যতায় পরিচিত। রিলায়েন্স জিও ইনফোকমের পরিচালক ইশা আশ্বানি যে গয়নাগুলো পরেছিলেন, বেশির ভাগই ছিল মা নিতা আশ্বানিরা। সবকিছু ছাপিয়ে নজর কাড়ে ইশার গলায় থাকা হীরার বড় গয়নাটি। লেগে পরিচিত মনে হৈছে? এ নেকলেসটি নিয়েই তৈরি হয়েছিল শোশান ৮ ছবিটি। ওশোন ৮–এ আনন হ্যাথওয়ের জন্য বিখ্যাতভাবে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছিল নেকলেসটি (জিরকানিয়াম অক্সাইড দিয়ে)। গয়নার বর্তমান দাম ১৫০ মিলিয়ন ডলার (১ হাজার ৮২০ কোটি ৪৮ লাখ টাকা)। হাতের আংটিটি শুধু টেফনি থেকে ধার নেওয়া। তার ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে পরা গয়নাগুলো শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছে নওয়াবগরের মহারাজের প্রতি। ডিনটেজ-অনুপ্রাণিত নেকলেসে ৪৮১ . ৪২ ক্যারেট ওজনের ৮৯টি পাথর রয়েছে নেকলেসের কুশনের মধ্যে সবচেয়ে বড় হীরটি ৮০ . ৭৬ ক্যারেট হীরা কেটে তৈরি। ইশা আশ্বানি মেট গালায় এ বছরের থিমকে পুরোপুরিভাবে তুলে ধরেননি তাঁর পোশাক ও সাজের মাধ্যমে। জানিয়েছেন ভারতীয় কার্ফিশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা। আশ্বানির পোশাকটি ভারতীয় ডিজাইনার অনামিকা খান্না তৈরি করেছেন। কারিগরেরা পোশাকটি তৈরিতে ১৫ হাজার ঘণ্টার বেশি সময় ব্যয় করেছেন। পোশাকটিতে ছিল সাদা জ্যামিতির নকশার ক্রসেট, কালো টেইলর কার্টের প্যাণ্ট ও সাদা রঙের কাপা। পুরো সাজটিতেই ছিল ছিমাছা ও পরিপাটি ভাব। এ ছাড়া তাঁর কোর্টের পেছনের দিকে হীরার বোতাম রয়েছে। কেমেরে হীরার মাথার খুলি, চুলে মুক্তাখচিত পাখির অনুবক্ষিক ছিল। আশ্বানির স্টাইলটি করেছিলেন আনিতা শ্রফ আদাজান্নি।।



নিজ যোগ্যতায় পরিচিত। রিলায়েন্স জিও ইনফোকমের পরিচালক ইশা আশ্বানি যে গয়নাগুলো পরেছিলেন, বেশির ভাগই ছিল মা নিতা আশ্বানিরা। সবকিছু ছাপিয়ে নজর কাড়ে ইশার গলায় থাকা হীরার বড় গয়নাটি। লেগে পরিচিত মনে হৈছে? এ নেকলেসটি নিয়েই তৈরি হয়েছিল শোশান ৮ ছবিটি। ওশোন ৮–এ আনন হ্যাথওয়ের জন্য বিখ্যাতভাবে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছিল নেকলেসটি (জিরকানিয়াম অক্সাইড দিয়ে)। গয়নার বর্তমান দাম ১৫০ মিলিয়ন ডলার (১ হাজার ৮২০ কোটি ৪৮ লাখ টাকা)। হাতের আংটিটি শুধু টেফনি থেকে ধার নেওয়া। তার ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে পরা গয়নাগুলো শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছে নওয়াবগরের মহারাজের প্রতি। ডিনটেজ-অনুপ্রাণিত নেকলেসে ৪৮১ . ৪২ ক্যারেট ওজনের ৮৯টি পাথর রয়েছে নেকলেসের কুশনের মধ্যে সবচেয়ে বড় হীরটি ৮০ . ৭৬ ক্যারেট হীরা কেটে তৈরি। ইশা আশ্বানি মেট গালায় এ বছরের থিমকে পুরোপুরিভাবে তুলে ধরেননি তাঁর পোশাক ও সাজের মাধ্যমে। জানিয়েছেন ভারতীয় কার্ফিশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা। আশ্বানির পোশাকটি ভারতীয় ডিজাইনার অনামিকা খান্না তৈরি করেছেন। কারিগরেরা পোশাকটি তৈরিতে ১৫ হাজার ঘণ্টার বেশি সময় ব্যয় করেছেন। পোশাকটিতে ছিল সাদা জ্যামিতির নকশার ক্রসেট, কালো টেইলর কার্টের প্যাণ্ট ও সাদা রঙের কাপা। পুরো সাজটিতেই ছিল ছিমাছা ও পরিপাটি ভাব। এ ছাড়া তাঁর কোর্টের পেছনের দিকে হীরার বোতাম রয়েছে। কেমেরে হীরার মাথার খুলি, চুলে মুক্তাখচিত পাখির অনুবক্ষিক ছিল। আশ্বানির স্টাইলটি করেছিলেন আনিতা শ্রফ আদাজান্নি।।

পাঞ্জাবি মহারাজের আদলে হাজির হয়েছিলেন মেট গালার মঞ্চে

মেট গালায় রাজকীয় অভিষেক হয়েছে পাঞ্জাবি অভিনেতা দিলজিৎ দেসাজের। পাঞ্জাবি মহারাজের আদলে হাজির হয়েছিলেন মেট গালার মঞ্চে। কিন্তু দিলজিৎ পাদপ্রদীপের আলেয় যতটা না এলেন নিজের পোশাকের জন্য, তার চেয়ে বেশি আলোচিত হলেন ‘নো ফটো’ নিয়ম ভেঙে। তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে দেখা মিলেছে মেট গালার তেতর ও বাইরের দৃশ্য। দিলজিতের পোশাক তৈরি করা হয়েছিল পাতিয়ালার মহারাজের পোশাকের ধাঁচে। উপলব্ধি হৈত্বহ ফুটে উঠেছে তাতে। ঐতিহ্যবাহী পাগড়ি ও তেহমাতের সঙ্গে ছিল তলোয়ার। তবে পোশাকের কার্কাব্ব ছিল চোখে পড়ার মতো। তাঁর পোশাকে লেখা ছিল গুরুমুখী বর্ণমালা, কেইপে আঁকা ছিল পাঞ্জাবের মানচিত্র। তবে দিলজিৎ চেয়েছিলেন পাতিয়ালার মহারাজের আসল নেকলেস ব্যবহার করতে। প্রায় আড়াই বিলিয়ন ডলারের নেকলেসটি ব্যবহারের অনুমতি মেলেনি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। টাকার হিসাবে যার মূল্য প্রায় ৬ হাজার ৬৪ কোটি টাকা। যে কারণে রোপ্তিকা হিসেবে ব্যবহার করেছেন আরেকটি নেকলেস। দিলজিতের পোশাক যতটা না সাদা ফেলেছে, তার চেয়ে বেশি সাদা ফেলেছে তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরি। এই পাঞ্জাবি অভিনেতার স্টোরিতে ছিল তাঁর মেট গালা-যাত্রার বেশ কিছু দৃশ্য। পপতারকা শাকিরার সঙ্গে একই লিমুজিনে চড়ে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অব আর্টে আসেন তিনি। এরপরের স্টোরিতে দিলজিকে দেখা যায় প্রিয়াক্ষা চোপড়া, নিক জেনোস ও শাকিরার সঙ্গে। পরের আরেক স্টোরিতে ছিল সেলফি, যেখানে তাঁকে দেখা যাচ্ছে শাকিরাসহ আরও তিন তারকার সঙ্গে ডিনার টেবিলে। ছবিতে পপতারকা নিকোল শাহজিদার ও দিলজিতের স্টাইলিশ প্রবাল গুরংও আছেন। মেট গালার তেতরে সাধারণত ছবি তোলার অনুমতি থাকে না। ছবি তুললেও তা নিজের কাছে রাখার নিয়ম। যে কারণে এর আগে তারকারা তেমন ছবিই প্রকাশ করেছিলেন, যা তোলা হয়েছিল ওয়াশরুমে। আর ওই ওয়াশরুমের কাছে তোলা সেলফিই হয়েছে ভাইরাল। দিলজিৎ সেই নিয়ম ভেঙে সরাসরি ডিনারের ছবি ভাইরাল করেছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। গত কয়েক বছর মেট গালার অন্যতম আকর্ষণ মার্কিন অভিনেত্রী জেনডায়া। অভিষেকের পর থেকে একের পর



এক চমক দেখিয়ে যাচ্ছেন তিনি। ‘জেন অব আর্ক’, ‘সিভারেল’ থেকে শুরু করে এক বছরে ভিন্ন দুটি নৃক জেনডায়া মানেই যেন মেট গালায় তোলপাড়। এবারও ব্যতিক্রম হয়নি। মেট গালায় শুভতার প্রতীক হয়ে এসেছিলেন ‘স্পাইডার-ম্যান’খ্যাত এই অভিনেত্রী। ফ্যাশনের পাওয়ারহাউস জেনডায়ার পরনে ছিল থ্রি-পিস সাদা সুট। লুই ভুতের ডিজাইন করা সাদা টেইলর সুট তৈরি করেছেন ডিজাইনার ফেরেল উইলিয়ামস। পোশাকের অনুপ্রেরণা নিয়েছেন জ্যামাইকান গায়ক গ্রেস জোল ও আমেরিকান ব্লুজ গায়ক গ্লাদিস বেস্টলির পোশাক থেকে। দুজনেই ছিলেন ব্ল্যাক ড্যান্ডিইজমের অন্যতম প্রবর্তকা। ব্ল্যাক ড্যান্ডিইজমের অন্যতম বড় উদ্ভাবন ছিল জুট স্টাইল। এতে নারীরা হাই ওয়েস্ট, টাইট-কাফ পোশাক পরে ছায়ামূর্তি তৈরি করার চেষ্টা করতেন। থ্রি-পিস স্যুটের সঙ্গে জেনডায়ার পরনে ছিল সাদা হ্যাট ও টাই। বরাবরের মতো মেট গালার আলো কেড়ে নিয়েছেন তিনি। তবে জেনডায়া সংবাদের শিরোনাম হয়েছেন ভিন্ন একটি কারণে। তাঁর মতো একই রকম পোশাকে মেট গালায় অভিষেক হয়েছে ‘শোগান’খ্যাত জাপানি অভিনেত্রী আনা সাওয়াইয়ের। ৬২ বছর বয়সী এই অভিনেত্রী মেট গালায় এসেছিলেন দিওরের তৈরি থ্রি-পিস স্যুটে। সঙ্গে ছিল সাদা টাই আর হ্যাট। প্রথম দেখায় মনে হতে পারে, জেনডায়া ও আনার পোশাক একই রকম। কিন্তু না, দুজনের পোশাকে কিছুটা ফারাক আছে। প্রথম দেখায় তা স্পষ্ট হয় না। জেনডায়ার পোশাকে আছে বেশ কিছু কার্কাব্ব। এ ছাড়া আনা সাওয়াইয়ের ট্রাউজার তুলনামূলক বেশি চওড়া।

এই গরমে টক দই ত্বককে ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করবে



গরমে ত্বক ঠান্ডা রাখা অনেকটা মেজাজ ঠান্ডা রাখার মতোই কঠিন। ত্বক ও মন দুটোই এ সময় কারণে অকারণে গরম হয়ে যায়। অতিরিক্ত গরম আবহাওয়ায় ত্বক শুষ্ক হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনাও এখন সাধারণ। চুল পড়া, ব্রণ বেড়ে যাওয়ার সমস্যাগুলোও দেখা যায়। গরমের সময় বাইরের তাপমাত্রা যখন বাড়তে থাকে, শরীরেও সৌচার প্রভাব পড়ে। তবে সমাধানও আছে। গরমে রোমকূপের মুখ খুলে যায়, ফলে ঘাম হয় বেশি। বাইরে বের হলে যতটা সম্ভব সুরক্ষা নিয়েই বের হতে হবে। ত্বক ঠান্ডা রাখার জন্য বেশি বেশি জল পান করুন, লিচোচালা পোশাক পরুন, ত্বক ঠান্ডা রাখবে, এমন উপকরণ ব্যবহার করুন। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত প্রয়োজন না হলে রোদে যাবেন না। যদি যেতেই হয়, ছাতা, রোলচশমা, জলের বোতল, রুমাল, হ্যাডফ্যান, সানস্ক্রিনের মতো জিনিসগুলোর যথাযথ ব্যবহার করুন। রূপবিশেষজ্ঞ পরামর্শ দিলেন। যেমন সকালবেলা সম্ভব হলে ঠান্ডা জল দিয়ে গোসল করে বের হোন। চুল বাধার আগে ভালো করে শুকিয়ে নিন। এতে দিনের একটা বড় সময় সজেজ বোধ করবেন। শুষ্ক ত্বক এ সময় সাধারণ ত্বক হয়ে যায়। বিষয়টি অস্বা্ই ভালো। তবে অনেকেই অভিযোগ করেন, ত্বকে বাড়তি শুষ্কতা দেখা দেয় এ সময়। একটা কারণ, অনেকা সময় শীতাত জলয়ন্ত্রিত ঘরের মধ্যে থাকা।

উদ্ধারকৃত ট্রলি ব্যাগটি মেট্রো কর্মীদের দ্বারা যাত্রীর কাছে ফেরত পাঠানো হয়েছে

কলকাতা,১১ মেঃ ০৯.০৫.২০২৫ তারিখে, দুপুর ১২.৪০ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে কর্তব্যরত একজন আরপিএফ কর্মী মেট্রো রেকের নিয়মিত তত্তালিশর সময় রেক থেকে একটি দাবিবিহীন ট্রলি ব্যাগ উদ্ধার করেন এবং যথাযথ নিরাপত্তা তত্তালিশর পর স্টেশন মাস্টারের অফিসে জমা দেন। ব্যাগটি খোলার পর, তাতে কিছু মূল্যবান জিনিসপত্র পাওয়া যায়। এরপর, স্টেশন মাস্টার বারবার ঘোষণা করেন যে ব্যাগের মালিককে স্টেশন মাস্টারের অফিস থেকে এটি সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হয় এবং সমস্ত স্টেশনে একটি নিয়ন্ত্রণ বাতীও জানানো হয়। কিছুক্ষণ পরে, একজন যাত্রী দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনের স্টেশন মাস্টারের অফিসে এসে উদ্ধারকৃত ট্রলি ব্যাগ এবং এতে থাকা জিনিসপত্রের মালিকানা দাবি করেন। যথাযথ যাচাই এবং সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর, ট্রলি ব্যাগটি এবং অন্যান্য সমস্ত জিনিসপত্র তার কাছে হস্তান্তর করা হয়। তিনি মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, কারণ তারা তাকে তার হারানো ট্রলি ব্যাগ এবং অন্যান্য জিনিসপত্র ফিরে পেতে সাহায্য করেছিলেন।

ডিব্রুগড়-নিউদিল্লি রাজধানী

এক্সপ্রেস-এ নতুন এল এইচ বিরেক

মালিগাও, ১১ মেঃ যাত্রীদের আরাম এবং ভ্রমণ অভিজ্ঞতা আরও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আনন্দের সাথে ঘোষণা করছে যেট্রেন নং ২০৫০৬ ডিব্রুগড়-নিউ দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেসের বিদ্যমান লিঙ্কে হফম্যান রুশ(এলএইচবি) রেকটি একটি নতুন এলএইচবি রেক দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে, যা ১০ মে, ২০২৫ থেকে কার্যকর হয়েছে। নতুন এই অন্তর্ভুক্ত রেকটি নতুন অভ্যন্তরীণ নকশা, নান্দনিকতা এবং নতুন সাসপেনশন সিস্টেম প্রদানে যাত্রীদের জন্য একটি মসৃণ এবং সুগম যাত্রা সুনিশ্চিত করবে। এই আপগ্রেডটি ভারতীয় রেলওয়ের রোলিং স্টক আধুনিকীকরণ এবং তার প্রিমিয়াম ট্রেন পরিষেবাগুলিতে বিশ্বমানের পরিষেবা প্রদানের ক্রমাগত প্রচেষ্টার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। ডিব্রুগড়-নিউ দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস উত্তর-পূর্ব অঞ্চল এবং দেশের রাজধানীর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করেএবং বিভিন্ন শ্রেণীর ভ্রমণকারীদের সুবিধা প্রদান করে থাকে। কারণনা থেকে নতুনভাবে তৈরি এই রেকটি পুরনো রেকটিকে প্রতিস্থাপন করবে যা বেশ কয়েক বছর ধরে পরিষেবা ছিল এবং সময়ের সাথে সাথে প্রাকৃতিকভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছিল। আসবাবপত্র, যাত্রী সুযোগ-সুবিধা এবং সুরক্ষা বৈশিষ্ট্যের জন্য সর্বশেষ মান অনুসারে নির্মিত এইনতুন রেকটি আরও নির্ভরযোগ্যতা, বর্ধিত আরামদায়ক এবং উন্নত ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। নতুন রেকের সজ্জতা এবং উন্নত রক্ষণাবেক্ষণের কারণে, সামগ্রিক কোচের নকশা এবং প্রযুক্তি মূলত একই ধরনের। এই উদ্যোগটি ভারতীয় রেলওয়ের প্রিমিয়াম ট্রেন পরিষেবাগুলিতে বিশ্বমানের ভ্রমণ সুবিধা প্রদানের বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। রোলিং স্টকের আধুনিকীকরণে বিনিয়োগের মাধ্যমে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তারযাত্রীদের ক্রমবর্ধমান প্রত্যাশা পূরণ এবং সামগ্রিক ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে উন্নত করার প্রতি নিষ্ঠার বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত করে। ডিব্রুগড়-নিউ দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেসে নতুন এলএইচবি রেকের স্থাপনা কেবল একটি প্রতিস্থাপনই নয় বরং রেল পরিষেবার উৎকর্ষতার প্রতি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অটল প্রতিশ্রুতির প্রমাণ বহন করবে।

ইউক্রেনের সঙ্গে সরাসরি আলোচনায় বসার প্রস্তাব দিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট

মস্কো, ১১ মেঃ আগামী দিনগুলোতে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে ইউক্রেনের সঙ্গে সরাসরি আলোচনায় বসার প্রস্তাব দিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। আজ রোববার সকালে ক্রেমলিনে দেওয়া এক বক্তব্যে পুতিন এ প্রস্তাব দেন। তবে ইউরোপীয় নেতাদের দেওয়া ৬০ দিনের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে তিনি কোনো মন্তব্য করেননি।

তবে ১৫ মে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে ইউক্রেনের সঙ্গে সরাসরি আলোচনায় বসার প্রস্তাব দিয়েছেন পুতিন। এর কয়েক ঘণ্টা আগে গতকাল রাশিয়ার কিয়েভ এবং ফ্রান্স, জার্মানি, যুক্তরাজ্য ও পোল্যান্ডের নেতারা এক বৈঠকে আগামীকাল সোমবার থেকে রাশিয়ার প্রতি ৬০ দিনের নিশ্চর্ত যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। যুক্তরাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় কিয়েভে এ বৈঠক হয়েছে বলে বিভিন্ন খবরে উঠে এসেছে। পুতিন বলেন, ‘আমরা কিয়েভ সরকারকে আহ্বান জানাচ্ছি, তারা ২০২২ সালে যে আলোচনা ভেঙে দিয়েছিল, তা যেন আবার শুরু করে। আর আমি জের দিয়ে বলছি(এ আলোচনা হবে) কোনো শর্ত ছাড়াই।’ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের শুরুর দিকে ইস্তাম্বুলে দশা দুটির মধ্যে কয়েক দফা আলোচনা হয়, কিন্তু যুদ্ধ বন্ধে কেউই সম্মত হয়নি। এর পর থেকে তিন বছরের বেশি সময় ধরে এ যুদ্ধ চলছে। রুশ প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘১৫ মে ইস্তাম্বুলে আলোচনা শুরুর প্রস্তাব দিচ্ছি আমরা।’ আলোচনার আয়োজন সহায়তা চাইতে শিগগিরই তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের সঙ্গে

তিনি কথা বলবেন বলেও জানান পুতিন। পুতিন আরও বলেন, তিনি ইউক্রেনের সঙ্গে গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

চলমান সংঘাতের মুলাংপটিন করতে ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় তিনি কথা বলতে চান।মস্কো যেসব বিষয়কে ‘সংঘাতের মূল কারণ’ ভাষায়, রাশিয়ার সামরিক অভ্যর্থন মূলত তার সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ।রুশ প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘আলোচনা চলাকালে আমরা একটি

Name Change
I, Sajbul SK (Old Name) S/O-Mahasen Sekh resident of Nagraloi Madhyapara , PS-Berhampore, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742101 do hereby declare that I have changed my name from Sajbul SK to Sajbul Sekh and henceforth I shall be known as Sajbul Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 09/05/2025. My name Sajbul Sekh & Sajbul SK both are same and one identical person.

Name Change
I, Mahasen SK (Old Name) S/O-Abul Hossain Sekh resident of Nagraloi Madhyapara , PS-Berhampore, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742101 do hereby declare that I have changed my name from Mahasen SK to Mahasen Sekh and henceforth I shall be known as Mahasen Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 09/05/2025. My name Mahasen Sekh & Mahasen SK both are same and one identical person.

Name Change
I, Sumana Adhikary, D/o-Arun Adhikary @ Arun Kr. Adhikary, of Vill., P.O. & P.S. Singur, Dist - Hooghly, W.B. That on 06/05/2025 affidavit no. 66/25, before the Notary Public at Krishnagar, Nadia I converted my religious faith from Hinduism to Islamism on my own will, and I acquainted as Sumana Biswas in place of Sumana Adhikary. Sumana Biswas and Sumana Adhikary is the same and one identical person.

যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দা কাইল ফিল্ডস এর চেয়ে দারুণভাবে মা দিবস উদ্‌যাপনের কথা হয়তো কল্পনাও করতে পারবেন না। কাইল যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস ক্রিশ্চিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর পাস করেছেন। প্রতিবছর মে মাসের দ্বিতীয় রোববার বিষ্ণুজ্ঞে পালিত হয় মা দিবস। সেই হিসাবে এ বছর আজ রোববার ১১ মে মা দিবস পালিত হচ্ছে। টেক্সাস ক্রিশ্চিয়ান বিন্যালয় কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছিল, প্রথমবারের মতো তারা কেবল স্নাতকোত্তর ডিগ্রির সনদ প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে চলছে। যাদের

সনদ দেওয়া হবে, তাঁদের নামের যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল, সেটি দেখেই আনন্দ উদ্‌যাপনের উপলক্ষ পেয়ে গিয়েছিলেন কাইল। কারণ, তালিকায় শুধু তাঁর নাম নয়, আছে তাঁর মা ব্র্যান্ডি ফিল্ডসের নামও। কাইল লিবারেল আর্টসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং তাঁর মা এঞ্জিলিউটিভ মাস্টার অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্র্যান্ডি ফিল্ডস বলেছেন, ‘ছেলের সঙ্গে এই মুহূর্ত, এমন কিছু ভাগ করে নেওয়া, যা আমি কখনো কল্পনাও করিনি।’ কীভাবে ব্র্যান্ডি ও তাঁর ছেলে একসঙ্গে লেখাপড়া



করেছেন এবং পরস্পরকে উৎসাহ দিয়েছেন সে কথাও স্মরণ করেছেন এই নারী। তিনি

বলেছেন, ‘রাত জেগে লেখাপড়া করা এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ জমা দেওয়ার প্রচণ্ড চাপের

সময়ে আমরা একে অপরকে সাহস জুগিয়েছি।’ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের জন্য তাঁকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়েছে বলেও জানিয়েছেন ব্র্যান্ডি। তিনি বলেন, ‘অনেক বছর পর আবার শ্রেণিকক্ষে ফিরে আসা একটি চ্যালেঞ্জ।

তবে বিভিন্ন পেশার অভিজ্ঞ মানুষের সঙ্গে শেখার অভিজ্ঞতাটি ছিল সত্যিই অসাধারণ। শিক্ষক ও সহপাঠী, উভয়ের কাছ থেকেই আমি যে জ্ঞান অর্জন করেছি, তা অমূল্য।’ টিসিইউ অ্যাথলেটিকসে যন্ত্রপাতি ব্যবস্থাপক হিসেবে কাজ করেন কাইল ফিল্ডস।

পুলিস-ব্যবসায়ী সমিতি যৌথ উদ্যোগে ভবানীগঞ্জ বাজারে এক বিশেষ অভিযান

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১১ মে : শনিবার কোচবিহার কোতোয়ালি থানা ও কোচবিহার ব্যবসায়ী সমিতি যৌথ উদ্যোগে কোচবিহার ভবানীগঞ্জ বাজারে এক বিশেষ অভিযান হয়। জানা গেছে যে দেশের যে বর্তমান পরিস্থিতি রয়েছে সেই কথাকে মাথায় রেখেই বিভিন্ন বস্ত্র ব্যবসায়ীকে সচেতন ও সতর্ক করা হয় যে তারা যাতে কোনভাবেই আর্মির পোশাক বিক্রি না করে। যদিও তারা যদি পরবর্তীতে সেই জিনিস বিক্রি করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানা গেছে। আজ এই বিষয়ে কোচবিহার ভবানীগঞ্জে বাজারে বিভিন্ন এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। এই অভিযানের নেতৃত্ব দেন কোচবিহার কোতোয়ালি থানার আইসি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার কোতোয়ালি থানার টাউন বাবু, ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সহ অন্যান্যরা।

উচ্চ মাধ্যমিকে ৪৯১ নম্বর পেয়ে রাজ্যে সপ্তম স্থান পেল কয়েল গোস্বামী

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১১ মে : কয়েল গোস্বামীকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন জলপাইগুড়ির বিধায়ক ডাঃ প্রদীপকুমার বর্মা। শনিবার প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত কয়েল গোস্বামীর বাড়িতে এসে তাঁকে সংবর্ধনা জানান বিধায়ক। তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্য কামনা করেন তিনি। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের কচুয়া বোয়ালমারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী কয়েল গোস্বামী উচ্চ মাধ্যমিকে এবার ৪৯১ নম্বর পেয়ে রাজ্যের মধ্যে সপ্তম স্থান অধিকার করেছেন। গ্রামের অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের মেয়ে হওয়াে বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যে পড়াশোনা করে রীতিমতো তাকে লাগিয়ে দিয়েছে কয়েল। শনিবার দুপুরে তিস্তাপাড়ের বাসিন্দা কয়েলের বাড়িতে আনেন বিধায়ক ডাঃ প্রদীপকুমার বর্মা সহ অন্যান্যরা। তাঁকে ফুলের তোড়া দিয়ে সম্মান জানান বিধায়ক। ডাঃ প্রদীপ কুমার বর্মা বলেন, কয়েলের এই অসাধারণ সাফল্যে আমরা সবাই গর্বিতা। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার ইচ্ছে রয়েছে তার। কিন্তু সেই কলেজের ভর্তির তারিখ ইতিমধ্যেই পেরিয়ে গেছে। তাও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনও বিশেষ ব্যবস্থা করা যায় কিনা এব্যাপারে চেষ্টা করব আমরা।

সীমান্তে ভারত পাকিস্তান সংঘাতের আবহে দিনহাটায় ১৪৪ ধারা



দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১১ মে : সীমান্তে ভারত পাকিস্তান সংঘাতের আবহে দিনহাটা মহকুমার ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত এবং সীমান্ত সংলগ্ন এক কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ১৪৪ ধারা ও কারফিউ জারি করল প্রশাসন। কারফিউ নিয়ে ইতিমধ্যে দিনহাটা মহাকুমা শাসকের তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে দিনহাটা মহকুমার যে সমস্ত এলাকা বাংলাদেশের সঙ্গে সীমান্ত ভাগাভাগি করে সেই সমস্ত এলাকায় সীমান্ত থেকে এক কিলোমিটার এলাকা পর্যন্ত আগামী ৬০ শে জুন পর্যন্ত চলাচলের উপর বিশেষ বিধি নিষেধ থাকছে। বিশেষ করে সীমান্ত এবং সীমান্ত থেকে এক কিলোমিটার এলাকার মধ্যে আগামী ৬০ দিনের জন্য রাত নয়টা থেকে পরের দিন সকাল ৬:০০ টা পর্যন্ত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির কোনরকম পরিবহন নিষিদ্ধ। পাশাপাশি সীমান্তের এক কিলোমিটার এলাকা মধ্যে যে সমস্ত হাট-বাজার ও দোকান রয়েছে সেগুলি রাত আটটা থেকে সকাল ছয়টা পর্যন্ত বন্ধ রাখতে হবে। একই সাথে সীমান্তের পাশে ৫০০ মিটারের মধ্যে সন্ধ্যা ছয়টা থেকে সকাল ছয়টা পর্যন্ত গবাদি পশুর বিচরণ একেবারেই নিষিদ্ধ। আর এই সমস্ত বিষয়ে প্রশাসনিক নির্দেশিকা যদি কেউ লঙ্ঘন করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে প্রশাসন। এই বিষয়ে দিনহাটা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্র বলেন সীমান্ত এলাকায় মহকুমা শাসকের নির্দেশে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। অপরদিকে এ বিষয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী উন্নয়ন গুহ বলেন সীমান্তে সুরক্ষার জন্য এবং দেশের প্রয়োজনে সাধারণ মানুষের একটি অসুবিধা হলেও প্রশাসনের নির্দেশ মেনে চলতে হবে।

পুস্তক এবং লেখাপড়ার সামগ্রী ডাক বিভাগ মারফত সস্তায় পাঠাতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের কথা ঘোষণা কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১১ মে : (পিআইবি) কেন্দ্রীয় যোগাযোগ এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল এলাকা উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী জ্যোতিরাদিতা এম সিন্ধিয়া পূর্বপ্রকাশিতা এম সিন্ধিয়া ‘জ্ঞান পোস্ট’ নিয়ে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের কথা ঘোষণা করেছেন। ডাক বিভাগে এটা এক নতুন পরিষেবা। যার মাধ্যমে শিক্ষা সহ সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় গ্রন্থ সেমজুড়ে সস্তায়ী ডাকযোগ মারফত পাঠানো যাবে। ভারতীয় ডাক বিভাগের এই পরিষেবা শিক্ষাক্ষেত্রের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং দেশের প্রতিটি প্রান্তে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছানোর এক অস্বীকার স্বরূপ।শিক্ষাই হল প্রত্যয়ী ভবিষ্যতের ভিত্তি। তবে, শিক্ষা সহায়ক সামগ্রীর ভৌগোলিক ক্ষেত্রের ওপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত নয়। ঠিক যেমন ক্রয়ক্ষমতাও তার নির্ণায়ক হওয়া উচিত নয়। ‘ পোস্ট’ যে বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে তা হল পাঠ্যপুস্তক, প্রস্তুতি নির্দেশিকা, সাংস্কৃতিক গ্রন্থ যাতে প্রত্যন্ত গ্রাম বা খবরের কোণেরে দেশে সীমা পর্যন্ত পৌঁছেতে পারে তা নিশ্চিত করা। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় যোগাযোগ



কাছে শিক্ষাকে পৌঁছে দেওয়া।শিক্ষা এবং জ্ঞান বিতরণের সহায়ক মাধ্যম হিসেবে ‘জ্ঞান পোস্ট’ সস্তায় বই এবং মুদ্রিত শিক্ষা সামগ্রী ভারতের বিস্তৃত ডাকযোগ মারফত পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দেয়। বই এবং মুদ্রিত শিক্ষা সামগ্রীকে ‘ পোস্ট’ –এর মাধ্যমে পাঠালে তা যেমন গন্তব্যে সস্তায় পৌঁছানো সম্ভব হয়, তার পাশাপাশি তার গতিপথও চিহ্নিত করা যায়। ৬০০ গ্রাম ওজন পর্যন্ত

দক্ষিণবঙ্গে আজ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কিছু কিছু জেলায়

অরোঘা ভট্টাচার্য্যি : একটি আবার এয়ার সার্কুলেশন রয়েছে নর্প বাংলাদেশের উপরে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে পয়েন্ট ৯ কিলোমিটার উপর। আম্দমান সি নিকোবার আয়ারল্যান্ড মনসুন টাচ করবে ১৬ তারিখ নাগাদ। দক্ষিণবঙ্গে আজ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কিছু কিছু জেলায়। বিশেষ করে ইস্ট মেন্দনাপুর ওয়েস্ট মেন্দনাপুর। এছাড়া অন্যান্য দক্ষিণ বঙ্গের জেলাগুলি শুষ্ক আবহাওয়া থাকা সম্ভাবনা রয়েছে। ১১ তারিখ দক্ষিণবঙ্গে হালকা থেকে মাঝহাধী ধরনের বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা ছিল রীলমত মুর্শিদাবাদ নদীয়া ইস্ট ওয়েস্ট বর্ধমান পুর্নুলিয়া। সেই সাথে বজ্রবিদ্যুৎ সহ নম্কা হাওয়া ৪০ থেকে ৪০ কিলোমিটার ঘণ্টা প্রতিবেশে। ১২ তারিখ বিষ্কণ্ডভাবে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ওয়েস্ট মিদনাপুর হুগলি নদীয়া নর্থ সাউথ ২৪ পরগনা সেই সাথে থাকবে বজ্রবিদ্যুৎসহ দমকা হাওয়া ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা বেগে। এছাড়া দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলি সাধারণত শুষ্ক থাকারই সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গে আজ কিছু কিছু জায়গায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলি হল দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি কোচবিহার অিলপুরদুয়ার। এছাড়া মালদা শুষ্ক আবহাওয়া থাকা সম্ভবনা। ১০ থেকে ১৪ তারিখে দক্ষিণ বঙ্গে তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে নদীয়া পুর্নুলিয়া বাঁকুড়া ঝাড়গ্রাম বর্ধমান এছাড়া দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতে অসম্ভবকর গরম বজায় থাকবে।

মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১১ মে : সূত্র মারফত পুলিশের কাছে খবর আসে- উত্তরবঙ্গ থেকে একটি সাদা রঙের চারচাকা গাড়িতে করে বে আইনি সামগ্রী নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কোলকাতার দিকে। খবর পাওয়া মাত্র মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা থানার পুলিশ নাকা চেকিং শুরু করে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে। এমতো অবস্থায় বেলডাঙার ভাবতা এলাকায় একটি সাদা রঙের চারচাকা গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় দুটি বস্তা। যার মধ্যে উদ্ধার হয় মোট ৬৭ কেজি গাঁজা। এরপর ওই গাড়িতে থাকা দুই যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃত মোহাম্মদ সূজন ২৪, ও মোহাম্মদ মনু নামে ২৬ বছরের দুই যুবক শিলিগুড়ির বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে পুলিশ সূত্রে। শিলিগুড়ি থেকে এই বিপুল পরিমাণ গাঁজা নিয়ে কোলকাতা যাওয়ার পথে তাদের গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট মামলা দায়ের করে শনিবার তাদের তোলা হয় জেলা আদালতে। অন্যদিকে তদন্তের স্বার্থে আদালতের কাছে ধৃতদের পুনরায় ৭ দিনের জন্য পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে বেলডাঙা থানার পুলিশ।

লালসার শিকার হলো পঞ্চায়েতের ভি আর পি কর্মী

দুরন্ত বার্তা, শাসক দলের পঞ্চায়েত সদস্য তথা উপ প্রধানের লালসার শিকার হলো পঞ্চায়েতের ভি আর পি কর্মী যুবতি সু বিচারের আশায় প্রশাসনের দরজায় যুবতি। অভিযোগ, বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে বার বার ধর্ষণ করে ওই যুবতীকে। এলাকার একটি শিব মন্দিরে ওই যুবতীকে নিয়ে গিয়ে শাখা সিঁদুর পড়িয়ে বিয়েও করে বলে অভিযোগ। আবার রোজিস্টি ম্যারেজ সহ স্থায়ী প্রপ ডি পদে চাকরী বোবার নাম করে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা নিয়েছে ওই অভিমুক্ত পঞ্চায়েত সদস্য অভিযোগকারী ওই যুবতীর কাছ থেকে। সম্প্রতি ওই ব্যক্তি অন্য মহিলাকে বিয়ে করে। ওই যুবতী জানান এই ব্যাপক মুখ খুললে প্রাপে মারার হুমকিও দেয় ওই ব্যক্তি। অভিযোগকারি যুবতী জানান অভিুক্ত বেক্তি শাসক দলের প্রভাবশালী বেক্তি ভান্ডা ডরে ও লোক লজ্জায় সামাজে বিষয়টি জানাতে সাহস পাননি তিনি। সম্প্রতি ওই বেক্তি অন্য মহিলাকে বিয়ে করেছে। দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট ব্লকের ছয় নম্বর ডাক্তা পঞ্চায়েতের ঘনিষ্ঠ।

নদিয়ায় প্রায় ৩ কেজি হেরোইন উদ্ধার,পলাশীপাড়া থানায় গ্রেফতার ১

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১১ মে : অবৈধ মাদক পাচার রুথতে বড়সড় সাফল্য পেল পলাশীপাড়া থানার পুলিশ।



বৃহস্পতিবার কারলিখালি ব্রিজ এলাকায় চালানো এক অভিযানে প্রায় ২.৯৬৯ কেজি সন্দেহজনক হেরোইন উদ্ধার করা হয়েছে, যার বাজারমূল্য আনুমানিক প্রায় ৬ কোটি টাকা। ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিশৃশ্ত সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পলাশীপাড়া থানার এসআই বসুদেব সাধুখান্নের নেতৃত্বে

এবং ওসি শ্রী সুমিত কুমার ঘোষ, তেহত্রেয় এসডিপিও শ্রী শুভতোষ সরকার ও নাকশিপাড়া সার্কেলের



আইসি মোঃ মাহিউল ইসলামের উপস্থিতিতে সকাল ১১,৩৭ থেকে ১২,৪২-এর মধ্যে এই অভিযান চালানো হয়। গোটা অভিযানটি ভিডিওগ্রাফি সহ সম্পন্ন হয়। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তির নাম আশাদুল শেখ ওরফে বাদিন (৬০), পিতা- আব্দুল শেখ, বাড়ি বড়ো নলডহা উত্তর পাড়া, থানাঃ পলাশীপাড়া, জেলাঃ

বাংলায় থেকে পাকিস্তানের সমর্থনে ফেসবুকে পোস্ট সহকর্মীরা ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিল অভিযুক্ত যুবককে

দুরন্ত বার্তা, বারাসত, ১১ মে : স্থানীয় অভিযোগ, গত পরশুদিন আবুবক্কার রূগ নামে একটি ফেসবুক ওয়ালে ভারতের জাতীয় পতাকা পোড়ানোর ছবি দিয়েছিল এই যুবক। আর সহকর্মীরা সে ছবি দেখতে পেয়ে ওই যুবকের খোঁজ চালায়। বারাসাত হরিতলা মোড় সংলগ্ন এলাকায় এই যুবক সোনার দোকানে কাজ করতো। আজ সকালে কর্মস্থলে আসতেই সহকর্মীরা ভারত বিরোধী

কুরুচিকর পোস্টের অভিযোগে তাকে ধরে রাখে, এরপর বারাসাত থানার পুলিশকে খবর দিলে বারাসাত থানার পুলিশ তাকে আটক করে নিয়ে আসে। থানিকের মধ্যে এলাকায় চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ভারতে বসবাস করে, ভারতবিরোধী এই পোস্ট মেনে নিতে পারছে না কেউ , অভিযুক্তের দৃষ্টান্ত শাস্তির দাবি করছেন তার সহকর্মী থেকে সাধারণ মানুষেরাও। এলাকার

অন্যান্য কর্মীরা জানায়, সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ থেকে এই যুবক কাজ শেখার জন্য বারাসাতের হরিতলা সংলগ্ন গোবিন্দ ব্যারাক এলাকায় একটি সোনার দোকানে কাজ শিখছিল।তবে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিপধ্যেই গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করা হইছে। পাশাপাশি সত্যিই এই ধরনের পোস্ট তিনি সমাজমাধ্যমে করেছেন কি না তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যের মায়ের রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১১ মে : ৫ মাল ব্লকের নেওরা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নেওরা রেল স্টেশনের কাছে ঝোপ থেকে উদ্ধার হলো এক মহিলার মৃতদেহ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে মৃতার নাম গোলাপী রায়, বয়স ৪৬। বাড়ি নেওরা বস্তি এলাকায়। মৃত মহিলার বড় ছেলে বিশাল রায় নেওরা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি দলের সদস্য। বিগত পঞ্চায়েত ভোটে বিজেপির টিকিটের জয় হয়েছে বিশাল। ঘটনা প্রসঙ্গে জানা যায়, শুক্রবার দুপুর বারোটা নাগাদ পুষ্টি কর্মের জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান সেই মহিলা। তারপর আর বাড়িতে ফেরেন নি তিনি। তারপর বাড়ির সদস্যরা খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে নেওরা রেল স্টেশনের কাছে একটি ঝোপে সংজ্ঞহীন অবস্থায়

সেই মহিলাকে দেখা যায়। মহিলার শরীরে একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রক্ষা করে লক্ষ্য করা গিয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় মালবাজার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং দেহ উদ্ধার করে মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানেই কর্তব্যরত চিকিৎসক মহিলাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃতার ছেলে বিশাল রায় মালবাজার থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করেছে। ঘটনার তদন্ত করছে মালবাজার থানার পুলিশ। তবে এই ঘটনার পর আতঙ্কিত নেওরা বস্তি এলাকার মানুষরা। ভরদুপুরে ঘটা এমন ঘটনার পেছনে অন্য কোনো মতলব আছে কিনা সে বিষয়ে খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

পাকিস্তানের জয়, বাংলাদেশের জয়, ভারতীয় সেনা জওয়ান এর বাড়িতে হুমকি চিঠি

দুরন্ত বার্তা,নদিয়া, ১১ মে : কর্মরত সেনা জওয়ানের বাড়িতে এবার হুমকির পোস্টার। চরম আতঙ্কে পরিবার। ভুগছেন নিরাপত্তাহীনতায়।

নদীয়ার শান্তিপুরে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবারো উঠছে ভারত বিধের প্রশ্ন। নদীয়ার শান্তিপুর থানা এলাকার ঘটনা। জানা যায় শান্তিপুরের সেনা জওয়ান বিশ্বজিং নাগ বর্তমানে কর্মরত রয়েছেন ত্রিপুরায়। স্ত্রী সুপর্ণা নাগ, দুটি সন্তান নিয়ে বাড়িতে একাই থাকেন। অভিযোগ শুক্রবার সকালে বাড়ির উঠোন ঝাড় দিতে গিয়ে দেখে কাগজের পড়ে রয়েছে, তাতে লেখা রয়েছে পাকিস্তানের জয়, বাংলাদেশের জয়, ত্রিপুরায় আছে, বাংলাদেশীদের ধরছে। বাড়িতে একা আছে। এরপরেই চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ তৈরি হয় স্ত্রী সুপর্ণা নাগের। তার দাবি যেহেতু স্বামী একজন সেনা জওয়ান কর্মসূত্রে রয়েছে ত্রিপুরায়, এই পরিস্থিতিতে চলছে ভারত এবং পাকিস্তান যুদ্ধ। বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতির স্বামী ত্রিপুরায় সেনাবাহিনীর নজরদারি বাড়ানো হয়েছে, আর সেখানেই রয়েছে তার স্বামী। বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে বাড়িতে এই ধরনের হুমকির পোস্টার পড়ায় রীতিমতো আতঙ্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সেনা জওয়ানের দাদা কাজল নাগের দাবি, ভাই এই ঘটনা জানার পর খুবই উদ্ভিগ্ন। তারাও যথেষ্ট আতঙ্কের



মধ্যে রয়েছে। যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা নেয়া উচিত, কারণ একদিকে যেমন ভারত বিধেয় অন্যদিকে পাকিস্তান ও বাংলাদেশী প্রেমিক রায় এই ঘটনার সাথে যুক্ত। তবে এই মুহূর্তে সেনা জওয়ানের পরিবার নিরাপত্তাহীনতার কারণে শান্তিপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগের ভিত্তিতে দ্রুত তদন্ত শুরু করছে শান্তিপুর থানার পুলিশ। অন্যদিকে এই ঘটনার

চরম নিন্দা করে বিজেপি নেতা সোমনাথ করা তিনি বলেন শুধু মাত্র এই ঘটনা নয়, গোটা বেশ জুড়ে

বাগডোগরায় বাংলাদেশি নাগরিক আটক, তৎপর সেনা ও স্থানীয় বাসিন্দারা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১১ মে : উত্তরবঙ্গের বাগডোগরার এমএম তরাই এলাকায় শুক্রবার দুপুরে এক বাংলাদেশি নাগরিককে সন্দেহভাজন অবস্থায় আটক করল ভারতীয় সেনা। ধৃত ব্যক্তির নাম আশরাফুল আলম (৫০), তিনি বাংলাদেশের রংপুর জেলার বাদরগছ এলাকার বাসিন্দা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, আশরাফুল আলম উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করছিলেন এবং এক বাড়িতে খাবার চাইতে গেলে তার আচরণে সন্দেহ জাগে এলাকাবাসীরা। স্থানীয়ারা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি নিজেকে বাংলাদেশি বলে পরিচয় দেন। এরপরই খবর দেওয়া হয় ব্যাণ্ডভূরি সেনা ছাউনিতে। সেনা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, আশরাফুল আলম রাজশাহী সীমান্ত দিয়ে নদীপথে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেন। শনিবার তাকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে এবং পুলিশের তরফে রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, তাঁর ভারতে প্রবেশের উদ্দেশ্য ও সম্ভাব্য যোগসূত্র নিয়ে তদন্ত চলছে।

সন্তানের দুটো কিডনি, চরম দুশ্চিন্তায় সিভিক ভলেন্টিয়ারের পরিবার

দুরন্ত বার্তা,শান্তিপুর, ১১ মে : পাঁচ বছরের শিশু, দুটো কিডনি ৯৫ বিকলা গিনি আনা দিন খাওয়া সংসারে ৫৫ লক্ষ টাকা প্রয়োজন চিকিৎসার জন্য। অবশিষ্ট যা ছিল সব চিকিৎসার পেছনে শেষ হয়ে গেছে। এখন সন্তানকে কিভাবে বাঁচাবে সেই দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে এক সিভিক ভলেন্টিয়ার এর পরিবারের। নদীয়ার শান্তিপুর থানার বেলঘড়িয়া ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাইপাস পাড়া এলাকার বাসিন্দা বিশ্বজি বিশ্বাস। পেশায় শান্তিপুর থানার সিভিক ভলেন্টিয়ার এর কর্মরত। তার একটি পাঁচ বছরের সন্তান রয়েছে। সিভিক ভলেন্টিয়ার এর কর্ম করে যেটুকু মাত্র আয় হয় তাই দিয়ে সংসার চলে তার। গত আড়াই বছর আগে তার সন্তানের শরীর হঠাৎ ফুলতে শুরু করে। খরাপ লক্ষণ বৃদ্ধিতে পরে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যায় তার মা-বাবা। সেখান থেকেই শুরু হয় চিকিৎসা। পরবর্তীকালে জানা যায় তার সন্তানের দুটো কিডনি প্রায় ৯৫ শতাংশ বিকল হয়ে গেছে। বিশ্বজিং তার সন্তানকে নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যের নামিদারি হাসপাতালে গিয়েছেন ছেলেকে বাঁচানোর তাগিদে। নিজের সম্পত্তি বলে যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাও শেষ হয়ে গেছে চিকিৎসার পেছনে শেষ করতে। বর্তমানে প্রতিবেশীরা যেটুকু সাহায্য করছে তা দিয়ে কোনরকমে খেয়ে দিন কাটছে তার পরিবারের।অসুস্থ শিশু বিপ্রজিতের ঠাকুমা উদারানী বিশ্বাস চোখের জল নিয়ে বলেন সকলে যদি একটু সাহায্য করে তাহলে আমার নাতিটা বেঁচে যায়। ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে আর সব সময় আমার কথা জিজ্ঞাসা করছে। কথা বলতে গিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলেন তার ঠাকুমা। অন্যদিকে বিপ্রজিতের বাবার বৃকের মধ্যে চাপা কষ্ট তার চোখে ম্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে। সে যেন ছেলের কষ্ট আর সহ্যই করতে পারছে না। চোখ ছল ছল করতে করতে নিজের ছেলের ছবি বৃকে জড়িয়ে বলেন, আমি শুধু আমার সন্তানকে বাঁচাতে চাই। প্রতিবেশীরা বলছেন যেটুকু আমরা সাহায্য করছি তা দিয়েই দু'মুঠো খাওয়া-নাওয়া চলছে এই পরিবারের। সন্তানকে বাঁচানোর তাগিদে সম্পূর্ণ নিঃশ্ব এখন পরিবার।

উত্তর দিনাজপুর জেলায় ডিমরুক্লাতে জমি বিবাদে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১১ মে : জমি বিবাদের জেরে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ, মাথায় কোদালের কোপে গুরুতর জখম এক ব্যক্তি, ঘটনায় জেরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর থানার ডিমরুক্লা এলাকায়। জানা গিয়েছে ডিমরুক্লা এলাকার বাসিন্দা নূর আলমের মাথায় কোদাল দিয়ে হেপা মারলে গুরুতর ভাবে জখম হয় নূর আলম। এরপর তাকে জখম অবস্থায় ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় চিকিৎসার জন্য। ঘটনার জেরে এলাকায় উত্তেজনা জড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইসলামপুর থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ত্নমূল টাউন ব্লক সভাপতির ক্লাব থেকে লাড্ডু বিলি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১১ মে : পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দিচ্ছে ভারতীয় সেনাবাহিনী, জলপাইগুড়িতে লাড্ডু বিতরণ করছে দাদা ভাই ক্লাবের সদস্যরা। শুক্রবার রাতে তারা লাড্ডু বিতরণ করার পাশাপাশি সেনাবাহিনীদের পাশে থাকার বার্তা দেন। এই প্রসঙ্গে দাদা ভাই ক্লাবের সভাপতি তথা জলপাইগুড়ি টাউন ব্লক ত্রমূল কংগ্রেস সভাপতি তপন ব্যানার্জি জানান, এমন পর্যন্ত পাকিস্থানে হামলার জবাব যে ভাবে সাফল্যের সঙ্গে দিয়েছে ভারতীয় সেনা ,তাতে আমরা গর্বিত।

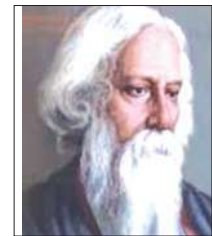
পুকুরের পাড় থেকে এক ব্যক্তির মৃত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১১ মে : ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা থানার ভগবন্তপুর এলাকায়। জানাযায় রামবেড়িয়া এলাকার এক ব্যক্তি অভিজিং লোহার ভগবন্তপুর এলাকায় একটি পুকুরে স্নান করতে নান্দে। তারপর ঐ ব্যক্তিকে পুকুরের পাড়ে অচেতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে লক্ষ করে এলাকার মানুষজন। ঘটনার খবর দেওয়া হয় চন্দ্রকোণা থানায়। অভিজিং লোহার কে চন্দ্রকোনা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করে। পুলিশ সূত্রে খবর মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পরেই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

৩ ভারতীয় দালাল সহ ৫ বাংলাদেশি গ্রেপ্তার এবং আটক ৬ শিশু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ মে : উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা থানার পুলিশ শনিবার সকালে টহলদারি করবার সময় পূরদহ ও চান্দা বঁটলা এলাকা থেকে তিন ভারতীয় দালাল ও ৬ বাংলাদেশী শিশু এবং মহিলা সহ ৫ বাংলাদেশীকে আটক করে, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে ধৃতরা বাংলাদেশের বাসিন্দা, গুজরাটে কাজ করত। ধৃতরা চোরা পথে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করেছিল, ফের চোরাপথে বাংলাদেশে যাবার জন্যই বাগদাদ এসেছিল। তিন ভারতীয় দালালকে পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন এবং ৫ বাংলাদেশি ৬ শিশুকে আজ বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে বাগদা থানার পুলিশ।

হরিপালে কবি প্রণাম



বিনয় সিংহ রায়, ১১ মে : ২৫শে বৈশাখ হরিপাল গুরুদয়াল মাঠে নৃপুদের পটচিত্রলনায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল কবি প্রণাম। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৪ তম জন্মজয়ন্তী এই অনুষ্ঠানে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা গান কবিতা আবৃত্তি ও মৃত্যু পরিস্থেয় এর মধ্য দিয়ে কবিকে প্রণাম জানানো হয়। সশ্রদ্ধ প্রণাম জানান মন্ত্রী

বেচোরাম মামা ও বিধায়ক করবী মামা সহ অন্যান্য

বিশিষ্ট ব্যক্তির। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন নৃপুদের কর্ণধার প্রশান্ত সিংহ মহাশয়। বিভিন্ন গুণীজনে ও সংস্কৃতি প্রবণ মানুষের উপস্থিতিতে এই

অস্থির যুদ্ধ যুদ্ধ পরিষ্কৃতির সময় দাঁড়িয়েও বাঙালির আগে অত্যা রূপ থেকে

অরূপ, সীমা থেকে অসীমের পৌঁছে যাবার যে চীন বাঙালির রক্তে অসীম

কাল ধরে প্রবাহিত হয়ে আসছে আমার ও নবার হৃদয়ে তার কোন ব্যতিক্রম

নেই এই অনুষ্ঠান আবার তা প্রমাণিত করে।

এবারও চলবে স্টেনগান, দিমির সঙ্গে চুক্তি পাকা করল বাগান

দুর্ভাগ্য বার্তা, কলকাতা, ১১ মেঃ মোহনবাগানে ফের চলবে স্টেনগান। টিম অলভুডের পর এবার দিমির সঙ্গেও চুক্তি পাকা করল মেরিনাস। গোষ্ঠী পাল সরগির ফ্রাব সূত্রে জানা গিয়েছে, শুধু দিমিত্রি পেত্রাতোস আর টিম অলভুডই নয়, গত মরশুমের পুরো বিদেশি প্রিগেডই এবারও মোহনবাগানেই থাকছে। এদিন পেত্রাতোসের সঙ্গে পরবর্তী মরশুমের জন্য চুক্তি পাকা করল মোহনবাগান। বাগান সমর্থকদের নখনের মণি অস্ট্রেলিয়ান ফুটবলার দিমিত্রি পেত্রাতোস। গোলের পর তার স্টেনগান সেলিব্রেশন গান্না পাড়ের সমর্থকদের কাছে অতি প্রিয়। মোহনবাগানের



বিপদে বহুবারই ত্রাতা হয়ে দাঁড়িয়েছেন তিনি। গত মরশুমে প্রথম একাদশে সেভাবে সুযোগ না পেলেও দলের বিপদে যখনই নেমেছেন তখনই প্রমাণ করেছেন নিজেকে। বাগান কোচ মোলিনা গত মরশুমে খুবই বুদ্ধি করে ব্যবহার করেছেন দিমিকে। আসন্ন মরশুমেও আলদারের দিমি থাকছেন, এই খবর শুনে মোহনবাগানের সমর্থকরাও উচ্ছ্বসিত। পাশাপাশি ক্লাব সূত্রে জানা গিয়েছে, বাকি বিদেশিদের সঙ্গেও সবুজ-মেরন কর্তারা চুক্তি পাকা করে ফেলেছেন।

আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিদের নতুন নির্দেশিকা বোর্ডের, মিলল গ্রিন সিগন্যাল!



মুহুই, ১১ মেঃ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে গ্রিন সিগন্যাল? এমনটাই মনে করা হচ্ছে। পহেলাগাওয়ে জঙ্গি হানায় নিরীহ পর্যটকদের মৃত্যুর জবাবে অপারেশন সিঁদুর করেছে ভারত সরকার। ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনার পরিস্থিতির জেরে এক সপ্তাহের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছিল আইপিএল। বিকল্প পরিকল্পনাও করছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। সীমিত ভেনুতে বাকি ম্যাচগুলো করা হতে পারে। তবে সব কিছুই জানাই অপেক্ষা সরকারের গ্রিন সিগন্যালের। সেটাই কি মিলল? ইঙ্গিত তেমনই। বোর্ডের তরফে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলিকে নতুন নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। যদিও বোর্ড সরকারি ভাবে এখনও কিছু ঘোষণা করেনি। আইপিএলের এ মরসুম মেটি ৭৪টির মধ্যে ৫৭টি ম্যাচ হয়ে গিয়েছিল। ৫৮তম ম্যাচটি মাঝাপথে স্থগিত করা হয়। লিগ পর্বে আরও ১২টি ম্যাচ বাকি। প্লে-অফ ও ফাইনাল মিলিয়ে ১৬টি ম্যাচ। সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, বোর্ডের তরফে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলিকে বলা হয়েছে ১৬ মে অর্থাৎ মঙ্গলবারের মধ্যে প্রেয়ারদের রেডি রাখতে। লিগ পর্বের ১২টি ম্যাচ কন্ট্রি করতে অন্তত দু-সপ্তাহ প্রয়োজন। প্লে-অফ পর্ব-ফাইনালের জন্য আরও ৬ দিন। এর জন্য ফাইনাল নির্ধারিত তারিখে নাও হতে পারে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এক সূত্র জানিয়েছে, প্রত্যেক ফ্র্যাঞ্চাইজির কাছেই নির্দেশিকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে মঙ্গলবারের মধ্যে প্রেয়ারদের একজায়গায় করার জন্য। সূত্রের খবর, ২৫ মে-র পরিবর্তে আইপিএল ফাইনাল হতে পারে ২৯ মে। নির্দিষ্ট তিনটি ভেনু অর্থাৎ চেন্নাই, বেঙ্গলুরু এবং হায়দরাবাদে ম্যাচগুলি করার ভাবনা রয়েছে বোর্ডের। ১৬ মে থেকে শুরু হতে পারে আইপিএলের বাকি ম্যাচগুলি। গত শুক্রবার আইপিএল বন্ধ হওয়ার পর সে দিনই ভারত থেকে নিজেদের দেশে ফিরে গিয়েছেন বিদেশি ক্রিকেটারেরা। নতুন করে তাদের ফেরত আনার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। গ্রুপ পর্যায়ের বাকি ১২টি ম্যাচ ও প্লে-অফ শেষ করার জন্য অন্তত দু-সপ্তাহ সময় চায় বোর্ডের। প্লে-অফের জন্য প্রায় ছ'দিন সময় লাগে। সে ক্ষেত্রে গ্রুপ পর্বের ম্যাচ শেষ করার জন্য ছ'দিন পাওয়া যাবে। অর্থাৎ, প্রতি দিন দুটি করে ম্যাচ হতে পারে। সে ভাবেই সূচি করতে হবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে। তবে তার মাঝেই চিন্তার কাক জানিয়েছে আইপিএলের কয়েকটি দল। নতুন করে প্রতিযোগিতা শুরু হলেও দেশে ফিরে যাওয়ার সব বিদেশি ক্রিকেটারকে পাওয়া যাবে কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ড সূত্রে খবর, তারা তাদের ক্রিকেটারকে পাঠাবে কি না তা নিয়ে আলোচনা করছে। যদি সব দল বিদেশি ক্রিকেটারদের না পায় তা হলে তার প্রভাব ম্যাচের ফলে পড়তে পারে। এখন দেখার বোর্ডের প্রস্তাবের পর দলগুলির তরফে কী জানানো হয়।

মুহুই, ১১ মেঃ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে গ্রিন সিগন্যাল? এমনটাই মনে করা হচ্ছে। পহেলাগাওয়ে জঙ্গি হানায় নিরীহ পর্যটকদের মৃত্যুর জবাবে অপারেশন সিঁদুর করেছে ভারত সরকার। ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনার পরিস্থিতির জেরে এক সপ্তাহের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছিল আইপিএল। বিকল্প পরিকল্পনাও করছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। সীমিত ভেনুতে বাকি ম্যাচগুলো করা হতে পারে। তবে সব কিছুই জানাই অপেক্ষা সরকারের

বোর্ডের অনুরোধেও গলল না বরফ অবসরের ইচ্ছেতে এখনও অনড় বিরাট

মুহুই, ১১ মেঃ বোর্ডের অনুরোধ, উপরোধেও বরফ গলল না। টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্তে অনা রইলেন বিরাট কোহলি। উল্লেখ্য, গতকাল একটি সংবাদসংস্থা সূত্রে দাবি করা হয়, আসন্ন ইংল্যান্ড সফরে দলের সঙ্গে যাবেন না বিরাট। বিসিসিআইকে নাকি তিনি ইতিমধ্যে লাল বলের ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা জানিয়েও দিয়েছেন। বোর্ডের কাছে এ বিষয়ে আগাম কোনও ইঙ্গিত বা সংকেত কিছুই ছিল না।

যদিও ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের একটি অংশের অনুমান, এমন সম্ভাবনা খুব কম। তার কারণ, রোহিতের সঙ্গে যাওয়ার ফলে তরুণ দল অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে ধাক্কা খেয়েছে। বিশেষ করে মিডল অর্ডার বাছাই নিয়ে নির্বাচকরা যথেষ্ট চাপে। এর মধ্যে বিরাট অবসর নিলে আরও বেকায়দায় পড়বেন তাঁরা, গাডডায় পড়বে দলও। যে কারণে, অন্তত ইংল্যান্ড সফরটুকু পেলে দেওয়ার জন্য নাকি কোহলিকে অনুরোধ জানিয়েছে বোর্ড। তবে নিজের জায়গা থেকে সরে আসেননি বিরাট। যদিও নির্বাচকরা তাঁর মত বদলানোর জন্য এখনও সর্বকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। অন্য দিকে বিরাট-ঘনিষ্ঠ সূত্রের দাবি, শুক্রবার নয়, গত দু-সপ্তাহ আগেই নাকি অবসরের বিষয়টি বোর্ডের কানে দিয়েছিলেন কোহলি। এই নিয়ে কী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, আদৌ বিরাট টেস্ট থেকে সরে দাঁড়াবেন নাকি ইংল্যান্ডগামী বিমানে তাঁকে উঠতে দেখা যাবে-গোটা ছবি পরিষ্কার

হবে আগামী সপ্তাহে। কারণ তখনই দল বাছাই নিয়ে বোর্ডের মিটিংয়ে বসার কথা। অন্যদিকে, নির্বাচকরা একদিকে অনুরোধের রাষ্ট্রায় হাটলেও প্ল্যান বি নিয়ে নাকি ভাবতে শুরু করেছেন। ব্যাটিং অর্ডারে চার নম্বরে কে নামবেন, তার জন্য আপাতত দুটো নাম হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। তাঁরা হলেন করুণ নায়ার ও শ্রেয়াস আইয়ার। অন্যদিকে সর্বফরজ খানের জায়গায় দলে ঢুকতে পারেন রজত পাটীদার। আর রোহিতের জায়গায় অধিনায়কের দায়িত্ব ন্যস্ত হবে শুভমান গিলের উপর। নেতৃত্ব নিয়ে কেএল রাহুল, জঙ্গপ্রীত বুমরাহর মতো ক্রিকেটার চর্চায় থাকলেও সৌদে এগিয়ে শুভমান। বিশেষজ্ঞদের বড় অংশের এমনটাই মত।

হবে আগামী সপ্তাহে। কারণ তখনই দল বাছাই নিয়ে বোর্ডের মিটিংয়ে বসার কথা। অন্যদিকে, নির্বাচকরা একদিকে অনুরোধের রাষ্ট্রায় হাটলেও প্ল্যান বি নিয়ে নাকি ভাবতে শুরু করেছেন। ব্যাটিং অর্ডারে চার নম্বরে কে নামবেন, তার জন্য আপাতত দুটো নাম হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। তাঁরা হলেন করুণ নায়ার ও শ্রেয়াস আইয়ার। অন্যদিকে সর্বফরজ খানের জায়গায় দলে ঢুকতে পারেন রজত পাটীদার। আর রোহিতের জায়গায় অধিনায়কের দায়িত্ব ন্যস্ত হবে শুভমান গিলের উপর। নেতৃত্ব নিয়ে কেএল রাহুল, জঙ্গপ্রীত বুমরাহর মতো ক্রিকেটার চর্চায় থাকলেও সৌদে এগিয়ে শুভমান। বিশেষজ্ঞদের বড় অংশের এমনটাই মত।

স্মৃতি মান্ধানার সেঞ্চুরি, বিশ্বকাপের বছরে ট্রফি ভারতের

কলকাতা, ১১ মেঃ এ বছর রয়েছে মেয়েদের ওয়ান ডে বিশ্বকাপ। তারই প্রস্তুতিতে শ্রীলঙ্কায় ত্রিদৈশী সিরিজে অংশ নিয়েছে হরমনপ্রীত কৌরের নেতৃত্বাধীন ভারত। আয়োজক শ্রীলঙ্কা সহ অংশ নিয়েছে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা। শ্রীলঙ্কায় এই ত্রিদৈশী সিরিজ জিতল ভারত। ফাইনালে ভারতের সামনে ছিল আয়োজক শ্রীলঙ্কা। ব্যাটসমেনের দুর্দান্ত পারফরম্যান্স। প্রবল

হিসেবে ফেরেন স্মৃতি মান্ধানা। মাত্র ১০১ বলে ১১৬ রানের দুর্দান্ত ইনিংস স্মৃতি মান্ধানার। ১৫টি বাউন্ডারি এবং ২টি ওভার বাউন্ডারি মেরেছেন। হরদীন, হরমনপ্রীত, জেমাইমা প্রত্যেকেই ৪০ প্রাস করেন। এর মধ্যে ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত ও জেমাইমা ক্যামিও ইনিংস। হরমন ৬০ বলে ৪১ ও জেমাইমা মাত্র ২৯ বলে ৪৪ রান করেন। শেষ দিকে দীপ্তি শর্মা ১৪



চাপ সামলাতে ব্যর্থ শ্রীলঙ্কা। ৯৭ রানের বিশাল ব্যবধানে জিতে চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। লিগ পর্বে একটি মাত্র ম্যাচ হেরেছিল ভারতীয় দল। ফাইনালে টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত কৌর। শুরু থেকেই বড় রানে নজর। প্রতীকা বাওয়াল ৩০ রানে ফেরেন। স্মৃতি মান্ধানার সঙ্গে সেঞ্চুরি প্রাস পটনামের সঙ্গে গড়েন হরদীন দেওলা। দলীয় ১৯০ রানে দ্বিতীয় উইকেট

বলে ২০। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৭ উইকেটে ৬৪২ রানের বিশাল স্কোর গড়ে ভারত। ফাইনালের মতো মাঝে এত বড় টার্গেট। তার মধ্যে শুরুতেই শ্রীলঙ্কা শিবিরে বড় ধাক্কা দেন অমনজোৎ কৌর। শ্রীলঙ্কা যত বার ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত কৌর। শুরু থেকেই বড় রানে নজর। প্রতীকা বাওয়াল ৩০ রানে ফেরেন। স্মৃতি মান্ধানার সঙ্গে সেঞ্চুরি প্রাস পটনামের সঙ্গে গড়েন হরদীন দেওলা। দলীয় ১৯০ রানে দ্বিতীয় উইকেট

মেসি করলেন গোল, তবু মায়ামি হারল বড় ব্যবধানে

সেন্ট পল, ১১ মেঃ মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ম্যাচে মিনেসোটা ইউনাইটেডের বিপক্ষে ৪-১ গোলে বিপর্যয় হয়েছে মায়ামি। যুক্তরাষ্ট্রের দলটির হয়ে খেলা ম্যাচগুলির মধ্যে মেসির সবচেয়ে বড় পরাজয় এটি। আগের বড় পরাজয় ছিল ৬-১ গোলে, তিন দিন ম্যাচে। এই মাসের শুরুতে কনকাকফ চ্যাম্পিয়নশিপে ডানকুভারের বিপক্ষে, একই টুর্নামেন্টে ২০২৪ সালে মন্তেরেইয়ের বিপক্ষে, একই বছর এমএলএসে আটলান্টা ইউনাইটেডের বিপক্ষে, ওই স্কোরলাইনে হেরেছিল মায়ামি। মায়ামি হয়ে প্রায় দুই বছরের ক্যারিয়ারে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৫৬ ম্যাচে মেসির অষ্টম হার এটি। ব্যক্তিগত কারণে এই ম্যাচে মায়ামির হয়ে খেলেনি উরুগুয়ের তারকা লুইস সুয়ারেজ। বাস্তবিক সময় রবিবার ভোরে শেষ হওয়া ম্যাচে বল দখলে মায়ামি একচেটিয়া আধিপত্য করে। ৭৬ শতাংশ পজেশন রেখে গোলের জন্য ১০টি শট নিয়ে কেবল তিনটি লক্ষ্যে রাখতে পারে তারা, তিনটিই ছিল মেসির, তার দূর প্রচেষ্টা ঠেকিয়ে দেন প্রতিপক্ষের গোলরক্ষক। মিনেসোটার ৮ শটের ৫টি লক্ষ্যে ছিল। প্রতিপক্ষের মাঠে ৬২তম মিনিটে পিছিয়ে পড়ে মায়ামি। সতীর্থের পাস বজ্র পেয়ে ডান পায়ের শটে দূরের পোস্ট দিয়ে গোলটি করেন লংওয়ানে। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে হেডে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন যুক্তরাষ্ট্রের ডিফেন্ডার অ্যান্টনি মার্কানিকা। দুই গোলে পিছিয়ে পড়ার



পর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে একটি শোখ করেন মেসি। জর্জ আলবার পাস বজ্র নিয়েদ্রমে নিয়ে বাঁ পায়ের শটে দূরের পোস্ট দিয়ে ঠিকানা খুঁজেন নেন আর্জেণ্টাইন মহাতারকা। মায়ামির হয়ে টানা চার ম্যাচে গোলহীন থাকার পর টানা দ্বিতীয় ম্যাচে জালের দেখা পেলেন কের্ড আটবারের ব্যালন ডি'র জয়ী। মেসির ওই গোলে ঘুরে দাঁড়ানোর আশা জাগালেও, ৬৮ থেকে ৭০ মিনিটের মধ্যে আরও দুই গোল হজম করে মায়ামি। প্রথমে আত্মঘাতী গোল করেন মায়ামির ডিফেন্ডার মার্সেলো উইগাট। কনারে প্রতিপক্ষের হেড ক্রিয়ারের চেষ্টায় দূরের পোস্টে হেডে নিজেদের জালেই বল পাঠান তিনি। আর বজ্রের বাইরে থেকে বাঁ পায়ের জোরাল শটে চোখাখাধানে গোলে মায়ামির কফিনে চতুর্থ পেনেকটুকে দেন রবিন লুদ। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা তিন হারের পর গত সপ্তাহে এমএলএসে নিউ ইয়র্ক রেড বুলসকে ৪-১ গোলে হারিয়েছিল মায়ামি। পরের ম্যাচে আবার পথ হারিয়ে একই ব্যবধানে হেরে গেল হাভিয়ের মাসচেরোনো দল। আর্জেণ্টিনার প্রাক্তন ডিফেন্ডিভ মিডফিল্ডার ও মেসির প্রাক্তন সতীর্থ

মাসচেরোনো গত নভেম্বরে দায়িত্ব নেওয়ার পর ১৯ ম্যাচের পাঁচটিতে হারল মায়ামি। ১০ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে এমএলএসের ইস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট তালিকার চারে আছে মায়ামি। সমান ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে কলম্বাস ক্রু।

চেলসিকে হারিয়ে ম্যানচেস্টার সিটিকে টপকে তিনে নিউক্যাসল ইউনাইটেড

নিউক্যাসল, ১১ মেঃ ম্যাচ শুরু হতেই গোল হজম করল চেলসি। এর পাশ্চাৎ জবাব দেবে কী, প্রথমার্ধেই ১০ জনের দলেও পরিণত হলো তারা। সেখান থেকে আর ঘুরে দাঁড়াতে পারল না দলটি। তাদেরকে হারিয়ে লিগ টেবিলের তৃতীয় স্থানে উঠল নিউক্যাসল ইউনাইটেড। সেন্ট জেমস পার্কে রবিবার প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ২-০ গোলে জিতেছে আয়োজকরা। সান্দ্রো তোনালা দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ব্রুনো গিমাইরাইস। ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটে এগিয়ে যায় নিউক্যাসল। জ্যাকব মার্কির ক্রস পেয়ে কাছ থেকে বাঁ পায়ের শটে গোলটি করেন ইতালিয়ান মিডফিল্ডার তোনালা। ৬৫তম মিনিটে প্রতিপক্ষের সভেন বোটমানকে ফাউল করে



সরাসরি লাল কার্ড দেখেন সেনেগালের ফরোয়ার্ড নিকোলাস জ্যাকসন। অবশ্য একজন কম নিয়েও তুলনামূলক বেশি সময় পজেশন ধরে রেখে খেলতে থাকে চেলসি যদিও আক্রমণে তেমন সুবিধা করতে পারেনি তারা। নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে ব্যবধান বাড়িয়ে সব অনিশ্চয়তার ইতি টেনে দেন গিমাইরাইস। ডি-বজ্রের বাইরে থেকে জোরাল শটে গোলটি করেন ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার। এই জয়ে আগামী মরশুমের চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে জাগাফ করে নেওয়ার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে এডি হাউয়ের দল। ৬৬ ম্যাচে ৬৬ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে উঠছে তারা। সমান ম্যাচে তাদের চেয়ে ১ পয়েন্ট কম নিয়ে চার নম্বরে ম্যানচেস্টার সিটি। আর পাঁচ নম্বরে চেলসির পয়েন্ট ৬৬। তাদের সমান পয়েন্ট নিয়ে ষষ্ঠ স্থানে আর্সেন ডিলা। এবার প্রিমিয়ার লিগ থেকে টেবিলের প্রথম পাঁচটি দল উঠবে চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে।

জিততে না পেরে প্রতিপক্ষের ওপর ক্ষোভ উগড়ে দিলেন ম্যানচেস্টার সিটির দিয়াস

পয়েন্ট তালিকার তলানির দলের বিপক্ষে প্রত্যাশিত জয় হাতছাড়া যেন কিছুতেই মানতে পারছেন না রুবেন দিয়াস। হতাশা আর ক্ষোভে প্রতিপক্ষের দিকেই তীর ছুঁড়লেন ম্যানচেস্টার সিটির এই মিডফিল্ডার। সাউথ্যাম্পটনের ‘অতি রক্ষণাত্মক’ খেলার কৌশল নিয়েই যত আপত্তি তার।

হ্যামশায়ার, ১১ মেঃ মরশুমের মাঝামাঝি সময়ে টানা বাজে পারফরম্যান্সে প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা লড়াই থেকে ছিটকে পড়ে গত চারবারের চ্যাম্পিয়নরা। তারপরও কিছু প্রান্তির সুযোগ এখনও আছে দলটির। সাম্প্রতিক সময়ে ছন্দে ফেরার আভাস দেওয়া সিটির সুযোগ আছে এফএ কাপ জিতে মরসুম শেষ করার এবং লিগের শীর্ষ পাঁচে থেকে আগামী মরশুমের চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে জায়গা করে নেওয়ার। কিন্তু শনিবার প্রিমিয়ার লিগে সাউথ্যাম্পটনের মাঠে খেলতে নেমে অনেক বড় ধাক্কা খেয়েছে পেপ গুয়ার্ডিওলার দল। প্রথম ৬৫ রাউন্ডে মাত্র দুটিতে জয়ী ও ১১ পয়েন্ট পাওয়া দলটির বিপক্ষে সহজ জয়ই হতো প্রত্যাশা করছিল সিটি কিন্তু ম্যাচের শুরু থেকেই ভুগতে থাকে তারা। বিশেষ করে প্রথমার্ধে তাদের আক্রমণগুলো ছিল একেবারেই ধারহীন। দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি সময় থেকে অবশ্য বেশ গুছিয়ে ওঠে সিটি। একের পর এক আক্রমণে অনেক সুযোগও তৈরি করে তারা। কিন্তু ঘর সামলে পাশ্চাৎ আক্রমণ শাণানোর খুব একটা চেষ্টাও করতে দেখা যায়নি সাউথ্যাম্পটনকে। শেষ পর্যন্ত গোলশূন্য সমতায় শেষ হয় লড়াই। ম্যাচ শেষে



প্রতিপক্ষের রক্ষণাত্মক কৌশল নিয়েই মূলত বেশি বিরক্তি বরল দিয়াসের কণ্ঠে। “এটা হতাশাজনক। লিগে এই মুহূর্ত থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি পয়েন্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং এমন একটা দলের বিপক্ষে খেলাটা খুব হতাশার। তারা এমনকি খেলার চেষ্টাই করেনি। পুরোটাই ম্যাচে তারা কেবল সময়ই নষ্ট করেছে। আমার এমনকি মনেও হয়নি যে, তারা খেলতে

মেলে। পুরো ম্যাচে প্রায় ৭০ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে যেখানে ২৬টি শট নিয়ে পাঁচটি লক্ষ্যে রাখতে পারে সিটি, সেখানে সাউথ্যাম্পটন শটই নিয়েছে মাত্র দুটি, তাও লক্ষ্যব্রষ্ট। তবে ম্যাচের শেষভাগে গ্যালারির চিত্র দেখলে বোঝার উপায় ছিল না যে, সাউথ্যাম্পটন পুরোটা মরসুম জুড়েই ভুগেছে। সিটির একেকটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছিল আর উল্লাসের শব্দ ভেসে আসছিল সাউথ্যাম্পটনের সমর্থকদের থেকে। অবশ্য এর একটা কারণও ছিল। প্রিমিয়ার লিগে সবচেয়ে বাজে ফল নিয়ে মরসুম শেষ করার বিব্রতকর রেকর্ড ছোঁয়ার শঙ্কা ছিল সাউথ্যাম্পটনের সামনে, সিটির মতো দলকে রুখে দেওয়ার পথে সেটা কাটিয়ে উঠেছে তারা। প্রিমিয়ার লিগে এ পর্যন্ত সবচেয়ে বাজেভাবে আসার শেষ করা দল ডার্বি কাউন্টি, ২০০৭-০৮ মরসুমে ১১ পয়েন্ট নিয়ে। সেটাকে ছাড়িয়ে সাউথ্যাম্পটনের পয়েন্ট হলো ১২। আর এই হ্যাটের পর এক ধাপ নিচে নেমে যাওয়ার শঙ্কায় পড়েছে সিটি। ৬৬ ম্যাচে ১৯ জয় ও ৮ ড্রয়ে ৬৫ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছে গুয়ার্ডিওলার দল। তাদের চেয়ে ২ পয়েন্ট বেশি নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে এক ম্যাচ কম খেলা আর্সেনাল।

প্রকাশিত

সুচিকিৎসা

২৭ বর্ষ • ষষ্ঠ সংখ্যা • ১ মে ২০২৫

মানসিক চাপ থেকে মুক্তি

- “মন ভালো তো সব ভালো, স্ট্রেস কেবলুন বিদায়”
- রোবোটিক সার্জারি-ই হাটু প্রতিস্থাপনের আদর্শ সার্জারি
- ডিম্বাশয়ের ক্যানসার
- ক্যানসার চিকিৎসা এবং আধুনিক রেডিওথেরাপি
- মহিলা এবং ক্যানসার - কিছু সত্যতা
- রেডিয়াল অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি
- তপ্রাপ্তবয়স্কদের জীবনোমানসিকচাপ
- মানসিক চাপ
- মানসিক চাপ থেকে মুক্তি
- একাকীত্ব ও মানসিক চাপ

সুচিকিৎসা

এখন অনলাইনে পড়তে পারেন কোডটি স্ক্যান করুন